দেবী ও দানব

(উপন্যাস)

শ্রীশশধর দত্ত

প্রণীত

শ্রী পাবলিশিং কোম্পানি

কলিকাতা

উৎসর্গ

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ মল্লিকবংশীয় জমিদার, সদাশয় বিদ্যোৎসাহী, বহুজনহিতকর অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা, জনহিতকর কার্যে সদা উৎসাহী, বরাহনগর 'মল্লিকবাগান' নিবাসী'

গোপালচন্দ্র মল্লিক

মহোদয়ের করকমলে আমার
'দেবী ও দানব' উপন্যাসখানি
সশ্রদ্ধ হৃদয়ে উৎসর্গ
করিলাম।

হরাদিত্য
পোঃ হরিণখোলা
জেলা হুগলি।

শ্রীশশধর দত্ত

দেবী ও দানব

ছয় বৎসরের তপন, দিদির ক্ষণিক অনুপস্থিতির সুযোগে, তাহার লিখিবার খাতায় কালি ও কলম সহযোগে কোন-এক নূতন ভাষার আবিষ্কারে মত্ত হইয়াই অকস্মাৎ বৈরাগ্য অনুভব করিল, ও দ্রুতপদে কক্ষের মুক্ত বাতায়নের নিকট গিয়া দাঁড়াইল, এবং অস্বাভাবিক রূপে গম্ভীর মুখে সমবয়সী-বন্ধু দেবদাসের বাড়ীর দিকে উৎকর্ণ হইয়া চাহিয়া রহিল। কি কারণে যে তপন হঠাৎ এতটা মনযোগী হইয়া উঠিল তাহা বোঝা সত্যই শক্ত ছিল, কারণ তখন দেবদাসের পিতা ও মাতা সাংসারিক সুখ-দুঃখ ও আয়-ব্যয় সম্বন্ধে নানা নীরস আলোচনা করিতেছিলেন, ইহাই শোনা যাইতেছিল।

কিন্তু তপনের মত শিশু এইরূপ আলোচনা শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রসগ্রহণ করিবে, ইহা কেহ বিশ্বাস করিবে না বলিয়াই হৌক, অথবা স্বাভাবিক নিয়মবশেই হৌক, বন্ধুবর দেবদাসের শুভাগমনে, হেতুটি নিঃসংশয়ে পরিষ্কার হইয়া গেল।

দেবদাসকে দেখিয়াই, তপন গম্ভীর স্বরে কহিল, এই শোন্!

দেবদাস, বন্ধুকে গম্ভীর হইতে দেখিয়া, নিজের হাসি চাপিতে গিয়া, হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, কি-রে, মার খেয়েছিস ? কে মার্‌লে, দিদি ?

তপন, বন্ধুর আগ্রহ না মিটাইয়া কহিল, শোন্ বল্‌চি।

দেবদাসের উল্লাস স্তিমিত হইয়া গেল। সে বন্ধুর নিকটে গিয়া কহিল, কী ?

তপন একবার তাহাদের বাড়ীর দিকে চাহিয়া, চুপি চুপি কহিল, হাঁ-রে, তোর মা, তোর বাবার কেউ হয় না বুঝি ?

দেবদাস চিন্তিত হইয়া উঠিল, কহিল, দূর্—হবে না কেন ?

তপনের মুখভাব পরিষ্কার হইল না, কহিল, তবে কিছু না বোলে, 'ওগো, হাঁগা' এমন সব কথা বলে কেন ?

দেবদাস কহিল, তবে কি বল্‌বে ?

কেন ? তপন গম্ভীর হইয়া উঠিল। কহিল, দাদা, মামা, কাকা, বাবা, কি এমনি কিছু বল্‌লেই তো পারে ?

দেবদাস অকস্মাৎ গম্ভীর হইয়া কহিল, ধ্যেৎ, তা' বুঝি আবার বলে ! বাবা যে মা'কে বিয়ে করেচে রে।

তপন এই অশ্রুতপূর্ব বার্তা শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল অভিভূত হইয়া রহিল, পরে কণ্ঠস্বর প্রায় নিঃশব্দ করিয়া কহিল, সত্যি ?

দেবদাস অধৈর্য লইয়া উঠিতেছিল, কহিল, আয় খেলি গে, আয়।

না, শোন্। এই বলিয়া তপন, দেবদাসের একখানি হাত

ধরিয়া টানিতে টানিতে তাহার দিদির নিকট উপস্থিত হইল, এবং বন্ধুকে ছাড়িয়া দিয়া দিদির গলা জড়াইয়া ধরিয়া বিস্ময়াকুল কণ্ঠে চুপি চুপি কহিল, হাঁ, দিদি দেবার মাকে ওর বাবা বিয়ে করেচে ?

তরুণী-কল্যাণী, উচ্ছ্বসিত হাস্যে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া ভ্রাতার মুষ্টিমেয় মুখখানি দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া কহিল, তোমার তা'তে সন্দেহ কেন তপু ?

তপন প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, না, দিদি, তুমি বলো ?

কল্যাণী হাসিতে হাসিতে একান্তে দণ্ডায়মান, দেবদাসের দিকে চাহিয়া কহিল, তুমিই কি এই প্রশ্ন তুলেছ, দেবু ?

দেবদাস গম্ভীর মুখে কহিল, না, কলি-দি'। তপু আমাকে বলছিল, আমার মা' কেন বাবাকে, দাদা কি কাকা বলে ডাকে না ? কেন, হাঁ-গা ওগো, বলে ? তা'তে আমি বলি, বাবা, আমার মা'কে বিয়ে করেচে কি না, তা'ই !

এমন সময়ে তপনের ঠাকুর মা' প্রবেশ করিলেন। তিনি কল্যাণীর মুখে, সকল কথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে, তপনকে কহিলেন, ওরে দাদা, সকলের বাবাই, সকলের মা'কে বিয়ে করেচে ! তোর বাবাও তোর মা'কে বিয়ে করেচে, ভাই।

তপন আপন মাতার সম্বন্ধেও এইরূপ গুরুতর অভিযোগ শুনিয়া আর তিলমাত্র সেখানে অপেক্ষা না করিয়া দেবদাসের হাত ধরিয়া বাহির হইয়া গেল।

কল্যাণী হাসিতেছিল, দিদিমাতা, আনন্দময়ী কহিলেন, ও বাড়ীর শান্তাকে খবর দিয়েছিস্ তো, দিদি ?

কল্যাণীর হাসিমুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল, কহিল, কেন, দিদা ?

ওমা মেয়ের কথা শোন ! আজ যে তোকে শোভা-বাজারের জমিদাররা দেখ্‌তে আস্‌বে, রে ! বোনা' কি একা পেয়ে উঠ্‌বে, দিদি ? আজকালকার নোতুন ফ্যাসান আমি তো জানিনে, ভাই ? আনন্দময়ী উদ্বিগ্নস্বরে কহিলেন।

কল্যাণী মুখ ভার করিয়া কহিল, কেন, আমি কি অপরাধ করেছি যে, রোজ রোজ এমন ক'রে জ্বালাতন কর্‌চ, দিদা ? আমার ও-সব ভাল লাগে না বাপু !

দন্তহীন মুখ নির্মল হাস্যে উদ্ভাসিত করিয়া আনন্দময়ী কহিলেন, বিয়ের আগে সব মেয়েতেই বলে, দিদি। আজই না হয়, বুড়ী হয়েচি। কিন্তু আমরাও এককালে তোদের মত ছিলাম। আমরাও মুখে অনিচ্ছা দেখাতাম, কিন্তু মনে কৌতূহলের আর অন্ত থাকৃত না, ভাই। সেকালে কিন্তু একালের মত এমন বেহায়াপণা ছিল না।

কল্যাণী মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়া কহিল, সেকালের সব গল্প বলো, দিদা ?

শোন কথা ! এই কি গল্প বল্‌বার সময়, দিদি ? বড়-লোকের ছেলেরা বাড়ীতে আস্‌চে, তাদের উপযুক্ত আয়োজন কর্‌তে তো হবে ? অনাদি বল্‌ছিল, পাত্র না-কি লাখপতির ছেলে। দেখ্‌তে কার্তিকের মত। এখন মা-কালী-গঙ্গার

ইচ্ছায় শুভকাজ শেষ হ'লেই বাঁচি। আনন্দময়ী অঞ্চল প্রান্ত দিয়া চক্ষু মার্জনা করিলেন।

কল্যাণী গম্ভীর মুখে কহিল, আমাকে বিদায় করতে পারলেই, দিদা, তুমি যেন বাঁচ। আমি এমনি তোমার ভার হয়েচি!

আনন্দময়ী অতিমাত্রায় শঙ্কিত হইয়া কহিলেন, ষাট্ ষাট্! অমন অমঙ্গলে কথা বলতে নেই, দিদি। যে-দায়িত্ব তোমার মা-বাপ আমাদের হাতে দিয়ে গেছে, এখন যোগ্যপাত্রে তোমাকে দিতে পারলেই, তবে শান্তি পাই, দিদি। এত পাত্র তো দেখা হ'ল, কিন্তু তোর যুগ্যি তো একটাও হ'ল না? ভাল যদি বা বিদ্যেতে হয়, ধনে হয় না। ধনে হয়তো, বিদ্যেতে হয় না। তা'ই না আমাদের এত চিন্তা, এত দুর্ভাবনা ভাই।

কল্যাণী কহিল, বিয়ে যে করতেই হবে, এমন কি কথা আছে, দিদা? না হয় আমি ভাব্‌ব, বাবার মেয়ে নই আমি,—ছেলে। জমিদারী, বিষয়-আশয় সব নিজে দেখা শোনা কর্‌ব আমি—যেমন ক'রে ছেলেতে করে। কি হবে, একজন পরকে, অপরিচিতকে, অংশীদার ক'রে? কিন্তু তোমরা যে ছাই, কিছুতেই বুঝতে চাও না।

আনন্দময়ীর সারা মুখ বিস্ময় প্রকটিত হইল। তিনি ক্ষণকাল একদৃষ্টে কল্যাণীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, সোয়ামী হ'ল পর? তবে, মেয়েমানুষের আপনার কে—শুনি?

কল্যাণী হাসিয়া ফেলিল, কহিল, ভারী আপনার! মেয়েরা স্বীকার ক'রে নেয়—তা'ই। নইলে যা'কে জানি না, চিনি না, দু'টো অং-বং বোলে, তা'কেই সব চেয়ে আপনার ভাবা, কম শক্ত না কি ?

আনন্দময়ী এইবার বুঝিলেন, কল্যাণী বিদ্রূপ করিতেছে। কহিলেন, দু'টো পাশই না হয় করেছিস্। কিন্তু বিয়ে হোক আগে, তখন বুঝবি, এই দু'টো অং-বং কথারই জোর কতখানি! এত জোর এর, কলি, যে বাপ-মা, ভাই-বোন সবাইকে পর ক'রে দিয়ে, পরকেই সবার ওপর আপন ক'রে তোলে। আমার যখন বিয়ে হয়, তখন আমি মাত্র ন' বছরের মেয়ে। পাশ করা চুলোয় থাক্, পেরথম্ ভাগও পড়ি নি। শুধু ওই না-বোঝা দুটো অং-বংয়ের জোরেই দিদি, আজও পরকালের দিকে চেয়ে মরা স্বামীকে-পূজো করচি।

আনন্দময়ীর স্বর ভারী হইয়া আসিল দেখিয়া, কল্যাণী ব্যস্ত হইয়া কহিল, দাদুর মত সোয়ামী কি আর সকলের ভাগ্যে হয় দিদা!

আঃ আমার পোড়া কপাল! আনন্দময়ী সখেদে আপনার মস্তকে আঘাত করিয়া কহিলেন, পোড়ারমুখ আমাকে কি কম জ্বালিয়ে গেছে, ভাই? কত জন্ম মহাপাপ করেছিলাম, তা'ই এ জন্মে অমন সোয়ামী পেয়েছিলুম। মদে আর ঘোড়া-খেলায় সর্বস্ব উড়িয়ে দিয়ে ম'রে- দিদি। বল্‌তে কী, একটা দিনের জন্যেও অ মুখ দেখি নি,

ভাই। তেমন সোয়ামী যেন আমার অতি বড়ো শত্রুরও না হয়।

কল্যাণীর নিকট ইহা এক অভিনব সংবাদ। সে সবিস্ময়ে কহিল, তবে যে শুনি দিদা, দাদু তোমাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন ?

আনন্দময়ী ম্লানমুখে কহিলেন, সে কথা আর তুলিসনে, দিদি। অনাদি আমার বেঁচে থাক্, তপুধনের পরমায়ু অক্ষয় হোক্, এতদিনে আমি সুখী হ'য়েচি। তোকে কাছে পেয়ে, তোর মা'র শোক ভুলেছি, দিদি। তোর বাবা, রাজার ঐশ্বর্য্যি রেখে গেছে, আমার হাতে তোকে সঁপে দিয়ে গেছে, এখন কি ক'রে তোকে ভাল ঘরে-বরে দেব, এই চিন্তাই আমার জপমালা হয়েচে।

এমন সময়ে কল্যাণীর বান্ধবী, তরুণী-মেয়ে শান্তা প্রবেশ করিয়া কহিল, কি জন্য বাঁদীকে তলপ্ হ'য়েচে হুজুরাণী ?

আনন্দময়ী আনন্দে অধীর হইয়া কহিলেন, তা'ই যে খবর পাঠাস নি, দিদি! বুড়ী হয়েচি, সত্যি, কিন্তু আমাদেরও একদিন যৌবনকাল ছিল, রে! শান্তার দিকে চাহিয়া তিনি পুনশ্চ কহিলেন, বেশ মনের মত ক'রে, আজ ওকে সাজিয়ে দে, ভাই। শোভাবাজারের জমিদারের ছেলে, যে-সে ঘরের ছেলে নয়; দেখ্তে আস্চে। ওর ভাগ্যে যদি সোয়ামী-সুখ বিধাতা লিখে থাকেন, তবে—

কল্যাণী নতস্বরে কহিল, মামাবাবু এক একটি স্বর্ণ-গর্দ্দভকে ধোরে এনেছিলেন, মানুষ একটিও আনেন নি।

বুঝেচি। শান্তা মুখ টিপিয়া হাস্য করিল। পুনশ্চ কহিল, তোকে তো আমি চিনি, ভাই! তবে মিছামিছি মামাবাবু বেচারাকে কষ্ট দিচ্ছিস কেন? তোর মনের মানুষকে খুঁজে আনা তো তাঁর কাজ নয়।

কল্যাণী অন্যমনস্কস্বরে কহিল, তা' হবে। কিছু সময় নীরব থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, তা' ছাড়া বিয়ে করবার ফুরসুৎও আমার এখন নেই। জমিদারীতে নানা বিশৃঙ্খল রিপোর্ট্ আস্‌চে। প্রজারা নাকি কর্মচারাদের দ্বারা অত্যন্ত উৎপীড়িত হচ্ছে। এই সময়ে কি আমি বিবাহ-বিলাসে মন দিতে পারি, শান্তা?

শান্তার চোখে মুখে বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, তুই কি করবি, কলি?

আমাকেই তো সব কিছু করতে হবে, ভাই। বাবা আমাকেই তো সর্বস্ব দিয়ে গেছেন। কল্যাণী শান্ত স্বরে কহিল।

শান্তা কহিল, মামাবাবু তো জমিদারী দেখাশুনা করছেন, তবে কিছু গোলযোগ হ'লে তিনি কি আর নিশ্চিন্ত থাকবেন?

না। তিনি নিশ্চিন্তও নেই। হুকুমের ওপর হুকুম পাঠাচ্ছেন, দুর্দান্ত প্রজা সায়েস্তা করবার জন্য। ম্যানেজার-

বাবুও রিপোর্টের ওপর রিপোর্ট পাঠিয়ে, প্রজাদের বিরুদ্ধে মামাবাবুকে তপ্ত ক'রে তুলছেন। কিন্তু আমি তাঁর রিপোর্টের একবর্ণও বিশ্বাস করি না। কল্যাণী শান্ত অথচ দৃঢ় স্বরে কহিল।

শান্তা সবিস্ময়ে কহিল, তবে ?

কল্যাণী ক্ষণকাল আনমনা থাকিয়া কহিল, আমি অনেক ভেবেচি, শান্তা। আমি এখন সাবালিকা, আমি মনস্থির করেচি, এখন হ'তে নিজের জমিদারী নিজে দেখা শুনা করব।

শান্তা বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, তার মানে ? সেই অজ্ পাড়াগাঁয়ে গিয়ে বাস করবে, তুমি ?

কল্যাণী, শান্তার শঙ্কিত স্বর শুনিয়া হাসিয়া কহিল, তুই আমার সঙ্গে যাবি, শান্তা ?

শান্তার সারামুখে শঙ্কিত ভাব মূর্ত হইয়া উঠিল, সে কহিল, ওরে বাবা ! আমি মরে গেলেও, সেখানে একটা দিনও থাক্‌তে পার্‌ব না। শুনি, সেখানে দিনের বেলায় শেয়াল ডাকে, ঘরে ঘরে সাপ ঘুরে বেড়ায়, পথ চলতে জোঁক কিল-বিল করে গায়ে ওঠে, রাত্রিতে ভূতের মেলা বসে, ওরে বাবা !

শান্তা আর্তস্বরে মৃদু চীৎকার করিয়া উঠিল।

এমন সময়ে শ্রীমান্ তপন প্রবেশ করিয়া কহিল, দিদি, হয়েচে ?

কল্যাণী স্নিগ্ধ হাস্যমুখে কহিল, কি হয়েচে ভাই, তপু ?

তপন, দিদির আপাদমস্তক একবার দেখিয়া লইয়া কহিল, তা' জানি না।

শান্তা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল, তবে একটিবার জেনে এস, ভাই।

তপন নির্বিকার মুখে কহিল, আচ্ছা।

তপন দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

কল্যাণী কহিল, নে শান্তা, আর দেরী নয় ভাই। বোধহয় আমার ইহকালে, পরকালের দেবতা এসে উপস্থিত হয়েছেন, তা'ই তাড়া এসেচে।

শান্তা কহিল, বল্ কি করতে হবে?

কিছু না। শুধু মাথাটা একটু ঠিক ক'রে দে, ভাই। কল্যাণী একটি চেয়ারের উপর উপবেশন করিল।

অনতিবিলম্বে তপন ফিরিয়া আসিয়া কহিল, দিদি, তোমাকে কা'রা সব দেখতে এসেচে। তুমি এস।

তপন, কল্যাণীর একখানি হাত ধরিয়া টানিল।

তপনকে দুই হাতে ধরিয়া কল্যাণী কহিল, একটু দাঁড়া, ভাই। আমি চুল ঠিক ক'রে নিই।

শান্তা কহিল, কা'রা দেখ্তে এসেচে, তপু?

তপন মাথা নাড়িয়া কহিল, জানি না।

শান্তা কহিল, কেন এসেচে, ভাই?

তপন কয়েক মুহূর্ত নীরবে চিন্তা করিয়া অকস্মাৎ হাসিয়া উঠিল, কহিল, ওরা কিছু জানে না, শান্তাদি।

তা'ই নাকি তপু? শান্তা বিস্ময় প্রকাশ করিল।

তপন কহিল, আমাকে বলে, খোকন। নামও আমার জানে না। কিছু সময় নীরব থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, হাঁ দিদি, তোমাকে দেখ্‌তে এসেচে কেন?

কল্যাণী হাসিতে হাসিতে কহিল, জানিনে তো ভাই, তপু।

শান্তা মৃদু হাসিয়া কহিল, আমি জানি।

তপন সাগ্রহে মুখ তুলিয়া কহিল, কি জানো, শান্তাদি? শান্তা গম্ভীর হইয়া কহিল, ওদের ঘরের লক্ষ্মীঠাকুর হারিয়ে গেছে, তা'ই তোমার দিদিকে দেখ্‌তে এসেছে, ওদের সেই হারাণো ঠাকুর কি না!

তপন গম্ভীর মুখে কহিল, আমি তবে ব'লে আসি।

তপন, কল্যাণীর বাহুবন্ধন ছাড়াইবার প্রয়াস পাইল। কল্যাণী কহিল, কি বোলে আসবে, তুমি?

তপন কহিল, তাদের ঠাকুর আমাদের বাড়ীতে নেই।

তোমার কথা কি তারা বিশ্বাস করবে, ভাই? না দেখে কিছুতেই ফিরে যাবে না। তা'র চেয়ে তপু, তোমার দিদিকে, একবার দেখে যাক, ভাই। শান্তা মৃদু হাস্য মুখে কহিল।

তপন তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া কহিল, বেশ, তা'ই হোক। আনন্দময়ী মহা ব্যস্ত হইয়া প্রবেশ করিলেন। কহিলেন, ওরে কলি, হ'ল? অনাদি যে অস্থির হ'য়ে উঠেচে।

হয়েচে দিদা, চল। কল্যাণী দাঁড়াইয়া কহিল।

আনন্দময়ী বারবার, কল্যাণীর মাথা হইতে পা অবধি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, আজকাল কি ফ্যাসানই যে তোদের হ'য়েচে, দিদি। বাহিরের দিকে চাহিয়া কহিলেন, বিন্দি, সঙ্গে ক'রে কলিকে নিয়ে যা।

পরিচারিকা বিন্দু কহিল, আসুন, দিদিমণি।

কল্যাণী শান্তার দিকে চাহিয়া কহিল, পালাস্ নি যেন। অনেক কথা আছে। আমার দেরী হবে না।
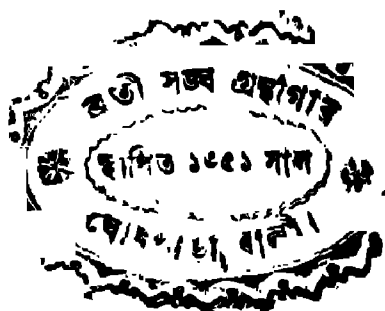
—তিন—

অতি-আধুনিক পরিচ্ছদে ভূষিত তিনটি যুবক, অনাদি পাণ্ডিতের ড্রইংরুমে বসিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। অনাদি-বাবু একান্তে অতি দীন, মোলায়েম আভাষ মুখে মাখিয়া অতি নম্রভাবে দাঁড়াইয়া ছিলেন।

পাত্র, বিখ্যাত জমিদার বংশের সন্তান। যদিও বর্তমানে জমিদারীর আয় পূর্বের তুলনায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহা হইলেও, সন্মান প্রতিপত্তির বিন্দুমাত্র বৈলক্ষণ বাহির হইতে দৃষ্ট হইত না। পাত্রের নাম সুবিনয় রায়চৌধুরী। রায়চৌধুরী-বংশের ধনের খ্যাতি প্রবাদ বাক্যে দাঁড়াইলেও, বংশের শেষ দীপ্, সুবিনয়ে দীপ্তি সেরূপ প্রখর ছিলনা বলিলেই হয়। রায়চৌধুরী-বংশের এখনও যে দু'একটা জমিদারীর অস্তিত্ব বজায় রহিয়াছে, তাহাও যে আর কতদিন, পেয়াদার হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবে, তাহাতেও সন্দেহ ছিল।

সুবিনয়ের বিবাহে ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু যে বিবাহে সৌভাগ্য আবার নূতন করিয়া গড়িয়া উঠিবে, সে বিবাহে অনিচ্ছা দেখাইতেও ইচ্ছা হইল না। একদিন সে দুইজন বন্ধুর সহিত অনাদিবাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইল।

পাত্রের যদি পাত্রীকে পছন্দ হইয়া যায়, তাহা হইলে, দেনাপাওনার জন্য যে কিছুমাত্র আটকাইবে না, ইহা পূর্বাহ্লেই জানাইয়া দিয়াছিল।

ইতিমধ্যে আগন্তুকগণের সহিত যে অনাদিবাবুর একপ্রস্থ আলাপ আলোচনা হইয়া গিয়াছে, তাহা বোঝা শক্ত নহে। বোধহয় পূর্ব-আলাপের সূত্র টানিয়াই পাত্রের এক বন্ধু কহিলেন এই লাখটাকা আয়ের জমিদারীর একমাত্র মালিক উনি ?

অনাদিবাবু সবিনয়ে কহিলেন, আজ্ঞে, হাঁ। মা কল্যাণীই একমাত্র সন্তান কি-না, তা'ই সব কিছুরই মালিক মা-আমার। ব্যাঙ্কেও কয়েকলাখ টাকা মা'র নামে আছে।

পাত্রের কালিমা ঘেরা দু'টি-চক্ষু অস্বাভাবিকরূপে তীব্র হইয়া উঠিল। প্রশ্নকর্তা বন্ধু পুনশ্চ কহিলেন, তবে তো দেনা-পাওনার কোন প্রশ্নই ওঠে না এখানে। শুধু বন্ধুর আমার পাত্রীকে পছন্দ হ'বার যা' অপেক্ষা। তার পরেই শুভকাজ অবিলম্বে সেরে ফেলা যাবে।

অনাদিবাবু বিনীতকণ্ঠে কহিলেন, অবিলম্বে হ'লেই সুখী হতাম। কিন্তু এটা ভাদ্রমাস. মাঝে আশ্বিন, পরে কার্তিক, সেই অগ্রহায়ণ ছাড়া তো আর উপায় দেখি নে।

পাত্রের দ্বিতীয় বন্ধু কহিলেন, আপনাদের মত ধনী লোকেরাও এই সব কুসংস্কারভরা পচা নিষেধ বিধি মানেন ?

অনাদিবাবু বিস্মিত হইয়া কহিলেন, আপনার কথা তো বুঝলাম না।

প্রশ্নকর্তা উদার হাস্যে কহিলেন, না, বুঝবেন না। সময়ের মূল্য আমরা বুঝি না। বোঝেন সাহেবরা। তাঁরা এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের তিন ভাগ সময় কিছুতেই এমন অবহেলায় নষ্ট করেন না। থাক্ ওকথা। দয়া ক'রে আমার গোটা দুই প্রশ্নের জবাব দেবেন ?

অনাদিবাবু তটস্থ হইয়া কহিলেন, আজ্ঞা করুন !

পাত্রী কি খোঁড়া ?

খোঁড়া ! অনাদিবাবু আঁৎকাইয়া উঠিলেন, কহিলেন, কে বলেছে এ-কথা আপনাকে ?

প্রশ্নকর্তা কহিলেন, তবে কি এক চক্ষু হীন ?

অনাদিবাবুর সবিনয়ভাব বজায় রাখা দুরূহ হইয়া উঠিল। তিনি এতটা উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন যে, ক্ষণকালের জন্য বাক্যহারা হইয়া গেলেন। পরিশেষে অতিকষ্টে কহিলেন, কাণা ! আমার কল্যাণী মা, কাণা ?

প্রশ্নকর্তা কিছুমাত্র অধৈর্য না হইয়া কহিলেন, কাণাও নয়, খোঁড়াও নয়, তবে এই কুবের-লক্ষ্মীর বিবাহ এখনও হয় নি কেন ? আমাদের পূর্বে আর কি কাউকে পাত্রী দেখান নি ?

অনাদিবাবু শান্ত হইয়া কহিলেন, বহু পাত্র দেখে গেছেন। তবে—পছন্দ হয় নি। কিন্তু শুনুন, আমার এই বন্ধুর হ'য়ে আমি কথা দিচ্ছি, আমাদের পছন্দ হ'য়েচে। আপনি বিবাহের

দিনস্থির করিতে পারেন। বাপ্! যে মেয়ে লাখটাকা আয়ের জমিদারী, সেই মেয়েকে পছন্দ করে না, এমন বিট্‌কেল লোকও বাংলায় আছে বলে জানতাম না।

অনাদিবাবু বুঝিলেন। কহিলেন, কিন্তু পাত্রীরও তো পছন্দ বলে একটা বস্তু আছে, বাবু? পাত্রী দু'টো পাশ করেচে সুতরাং তাঁর মতামতের ওপর আমি কোন মতামত প্রকাশ করি না।

প্রশ্নকর্তার সহিত পাত্র ও অন্য বন্ধুর মুখ শুকাইয়া গেল। প্রশ্নকর্তা অস্ফুট কণ্ঠে কহিলেন, এইবার বুঝেচি।

এমন সময় পরিচারিকার অগ্রে কল্যাণী প্রবেশ করিয়া, অনাদিবাবুকে প্রণাম করিল, এবং অতিথিগণকে নমস্কার করিয়া একখানি চেয়ারে উপবেশন করিল।

অনাদিবাবু কহিলেন, আপনারা ভাল ক'রে মা'কে দেখুন। মা আমার কাণা কি খোঁড়া নিজের চোখেই দেখে যান। সাহিত্য, সঙ্গীতে, মা আমার বীণাপাণি। আপনারা যা খুসী প্রশ্ন করুন।

অনাদিবাবুর কথা শুনিয়া, কল্যাণীর মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। সে নীরবে নত নেত্রে চাহিয়া রহিল।

পাত্রের দ্বিতীয় বন্ধু পাত্রের দিকে চাহিতে দেখিলেন, তাঁহার দৃষ্টি নির্লজ্জ ও পলকহীন হইয়া পাত্রীর মুখের উপর ন্যস্ত করিয়াছে। তিনি নতস্বরে কহিলেন, অমন বেহায়ার মত চেয়ে না থেকে, কিছু জিজ্ঞাসা করো।

পাত্র নিম্নস্বরে কহিলেন, কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই। আমার পছন্দ হয়েচে।

অনাদিবাবু পাত্রপক্ষের নিস্তব্ধতা সহ্য করিতে না পরিয়া, পাত্রকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, আপনি বড় বংশের ছেলে। আমি তো জানি, আপনাদের ধনের খ্যাতি আজ বাঙলায় প্রবাদ-বাক্যে দাঁড়িয়েছে। লজ্জা কি বাবা, আপনি যা খুসী মা'কে আমার প্রশ্ন করুন?

পাত্র নত হইয়া বসিল, একটিও প্রশ্ন করিল না।

পাত্রের দ্বিতীয় বন্ধু কহিলেন, উনি বলছেন, উনি বলছেন, ওঁর পছন্দ হয়েচে। প্রশ্নের কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই।

অনাদিবাবু সগর্বে, উৎফুল্ল মুখে কিছু বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে কল্যাণী নত ও শান্ত স্বরে কহিল, আপনার বন্ধুর আমাকে পছন্দ হয়েচে সত্যি, কিন্তু আমার মতটাও আপনারা জেনে যান। আমার ওঁকে পছন্দ হয় নি।

কল্যাণীর কথা শুনিয়া পাত্রপক্ষের অবস্থা যাহাই হউক, অনাদিবাবুর বিস্ময়ের আর অন্ত রহিল না। তিনি যেন নিজের শ্রবণশক্তিকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না। কহিলেন, কি বলচ মা?

আমি বলচি, মামাবাবু, আমার পছন্দ হয় নি। ওঁর মুখের দিকে কি আপনি একবারও ভাল ক'রে চেয়ে দেখেন নি? অত্যাচারে অনাচারে ওঁর চোখের কোনে যে কালী জমেছে,

তা' কি আর মোছবার অবসর উনি পাবেন ? আপনি আমাকে মার্জনা মরুন, মামাবাবু।

কল্যাণী, অনাদিবাবুকে গড় হইয়া প্রণাম করিয়া সংযত পদে ও উন্নত শিরে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

অনাদিবাবু লজ্জিত দৃষ্টিতে বরপক্ষগণে দিকে চাহিতেই দেখিলেন, তাঁহারা পলাইবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। তিনি কহিলেন, শিক্ষিত মেয়েদের ও একটা পছন্দ, অপছন্দের বালাই আছে, আশাকরি আপনারা কিছুমাত্র মনক্ষুণ্ণ হন নি ?

কিছুমাত্র না, কিছুমাত্র না। এখন বুঝ্ছি, কেন পূর্বে বহু পাত্র দেখ্তে এসেও, আজ পর্যন্ত অমন একটা লোভনীয় '—দ্বিতীয় বন্ধু ভদ্রলোকের মুখের কথা শেষ করিতে না দিয়া প্রথম বন্ধুকে কহিলেন, আঃ তুই থাম কিশোর।

একটু জলযোগ ক'রে না গেলে অত্যন্ত দুঃখীত হব আমি। অনাদিবাবু স্বভাবসিদ্ধ বিনীত স্বরে কহিলেন।

পাত্র এইবার স্বাভাবিক ভাবে চাহিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, শান্তস্বরে কহিলেন, সত্যই আমি এতটুকুও দুঃখীত হইনি। কারণ পাত্রী যা ব'লে গেলেন, তা'র প্রতিটি বর্ণ সত্য। এমন অত্যাচার নাই যা আমি করি না। মদের নেশায় আমি মরতে বসেছি। পেটের ভিতর অসহ্য বেদনা, তবু মদ ছাড়তে পারছি না। কিন্তু, আমার ভাগ্য যদি সুপ্রসন্ন হ'ত, ওঁর মত লক্ষ্মীভাগ্যে-সৌভাগ্যবান আমি যদি হ'তাম, তা' হ'লে না'হয়, একবার শেষ চেষ্টা ক'রে দেখতাম, আবার নূতন ভাবে জীবন

সুরু করা যায় কি-না! কিন্তু থাক্—যা' হবার নয়, তা' নিয়ে মন খারাপ করার মত দুর্ভোগও জগতে আর কিছু নেই। নমস্কার!

সকলে বাইর হইয়া গেলেন। অনাদিবাবু বিস্ময়াকুল দৃষ্টিতে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

তপন প্রবেশ করিয়া কহিল, বাবা, দিদি ডাক্‌চে।

চল, যাই। এই বলিয়া অনাদিবাবু, পুত্রের পিছু লইলেন।

—চার—

অনাদিবাবুর বাড়ীর কড়িডোরে মোটর অপেক্ষা করিতেছিল। সুবিনয়, বন্ধুদের সহিত বাহিরে আসিয়া, আরোহণ করিল এবং সোফারকে কহিল, বাড়ী যাও।

মোটর ছুটিল। পথে একজন বন্ধু কহিল, ছুঁড়ীটার দেমাক দেখে গা জ্বালা করে।

সুবিনয় অকস্মাৎ ক্রুদ্ধ স্বরে কহিল, ভদ্রভাবে কথা বলতে শেখো, নরেশ।

বন্ধু নরেশ বিস্মিত দৃষ্টিতে সুবিনয়ের দিকে চাহিয়া রহিল। সুবিনয় কহিল, আজ আমি নিজেকে দেখতে পেয়েছি। আজ আমি নিঃসংশয়ে বুঝেচি, কি গভীর অধোগতি হয়েছে আমার। পাপের যে পীড়াদায়ক দুর্গন্ধ আছে, তা' আজ আমি অনুভব করছি। আজ বুঝেচি, পবিত্রতার মূল্য কি অপরিসীম।

সুবিনয়ের খাপছাড়া উচ্ছ্বাস শুনিয়া বন্ধুদ্বয় পরস্পরে মুখচাওয়া-চাওয়ি করিল। নরেশ কহিল, তোমার শরীর আজ ভাল নেই, বন্ধু। চল, মাতুললায়ে গিয়ে একটু ওষুধ খেয়ে নেওয়া যাক। দেহ ও মন দুই আরোগ্য হ'য়ে যাবে।

সুবিনয় উল্লাসিত হইয়া কহিল, তা'ই চল। এখন বুঝেচি, কেন আমার মন এমন হা-হুতাশে ভরে উঠেচে।

দ্বিতীয় বন্ধু কিশোর কহিল, মনের আর অপরাধ কি দাদা! অমন একটা ডগ্‌বগে মেয়ে, লাখো-লাখো টাকা আয়ের জমিদারী, তার ওপর দীর্ঘ ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স্, এতেও যদি মন হা-হুতাশে ভ'রে না যায়, তবে আর কিসে যাবে, জানিনে!

প্রভুর আদেশে সোফার মোটর ঘুরাইয়া একটি বিলাতী-মদের দোকানে লইয়া গেল।

মাননীয় বিশিষ্ট খরিদ্দারগণকে মহাসমাদরে একখানি পৃথক কক্ষে বসাইয়া, দোকানের মালিক, অভ্যর্থনা করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে খানসামা আসিল, বোতল আসিল এবং আনুষঙ্গিক অনেক-কিছু আসিল।

কয়েক পেগ মদ উদরস্থ হইবার পর, সুবিনয় হাস্য মুখে কহিল, মদ ছেড়ে ভাল হবার চেষ্টা ক'রে কি দুর্ভোগই না ভোগ করলুম, কিশোর।

কিশোর প্রফুল্লমুখে কহিল, চেষ্টা করেছিলে না-কি?

সুবিনয় হাসিয়া উঠিল। কহিল, যখন শুনলাম, অমন একটা লোভনীয় পাত্রীকে বিবাহ করা সম্ভব হবে, তখন অন্তত পক্ষে কয়েক দিনের জন্যও ভালছেলে না হ'লে, সব দিক মাটি হ'য়ে যেতে পারে ভেবে, মনে মনে প্রতীজ্ঞা করেছিলাম। নইলে, আজ যদি তৈরী হ'য়ে যেতাম, তা' হ'লে দেখতাম, সুন্দরী আমার মুখের ওপর 'না' বলে কি তেজে!

নরেশ কহিল, হঠাৎ বিয়ে করবার সখই বা চাপ্‌ল কেন?

সুবিনয় হাসিতে হাসিতে কহিল, মদের দেনা শুধ্‌তে। তাগাদায় তাগাদায় অস্থির ক'রে মার্‌লে বেটারা।

নরেশ টেবিলের উপর একটি মুষ্ট্যাঘাৎ করিয়া কহিল, তাগাদা! জমিদারকে সামান্য দেনার জন্য তাগাদা করে, এত বড়ো অসভ্য আছে না-কি? এখনও জমিদারী রয়েছে, বাবা!

সুবিনয় চিন্তিত মুখে কহিল, ঠিক বলেছ নরেশ, এখনও জমিদারী আছে। কিন্তু সেখানে যে কি হচ্ছে, কিছুই বুঝতে পারিনে। যখনই টাকার জন্য আদেশ পাঠাই, নায়েব জবাব দেয়, হুজুর অজন্মা, প্রজারা খেতে পায় না, মামলা-মোকর্দ্দমা কর্‌তে হচ্ছে, এ সময়ে টাকা পাঠানো অসম্ভব।

কিশোর কহিল, জমিদার যদি নিজে জমিদারী না দেখে কর্ম্মচারীরা এমনি সুযোগেই নেয়, বন্ধু।

সুবিনয় সচকিত হইয়া কহিল, নিজে দেখবো? তা' হলেই হয়েচে! কে যাবে বাবা, অজ্‌ পাড়াগাঁয়ে মরতে! যেখানে মদ পাওয়া যায় না, সেখানে গিয়ে কোন ভদ্রলোক থাক্‌তে পারে?

নরেশ কহিল, আমার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে।

সুবিনয় হাতের পেগ নিঃশেষ করিয়া কহিল, কি প্ল্যান?

—তোমার দেনা কত?

—অনেক। এ-জন্মে পরিশোধ হবার সম্ভাবনা নেই। সুবিনয় হাসিতে হাসিতে কহিল।

—নেই থাক। অন্ততপক্ষে মদের দেনাটার জন্মে কত টাকা তোমার প্রয়োজন ?

—পাঁচ হাজার তো বটেই! এখন এই দেনাটা শোধ করতে পারলে কিছুদিন শান্তিতে থাকতে পারা যায়। এই বলিয়া সুবিনয় হাসিতে গিয়াও পারিল না, বন্ধুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

নরেশ কহিল, এই পাঁচ হাজার টাকা আমি পাচ দিনে সংগ্রহ ক'রে দিতে পারি। যদি তুমি আমার কথা শোন।

—কথাটা কী ? হ্যাণ্ডনোট কাটতে হবে তো ? কিন্তু ইতি-পূর্বে ও-বস্তুটা এত বেশী পরিমাণে কেটেচি, যে আর সাহস হয় না। শেষে কি এমন রাজবপুখানিকে নিয়ে পাওনা-দারেরা টানাটানি আরম্ভ করবে! ও সব কথা ছেড়ে দাও। এখন যে কয়দিন এমনি ভাবে চলে চলুক। তারপর যা' হবে, তা'তো স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি। এই বলিয়া সুবিনয় এক গ্লাস মদ্য ঢালিয়া হাতে তুলিয়া লইল।

নরেশ উৎসাহিত স্বরে কহিল, সত্যি বলচি, এখনও আমি মাতাল হইনি। যা বলচি স্বজ্ঞানেই বলচি। আজ আমার অদৃষ্ট মন্দ হয়েচে সত্যি, কিন্তু এককালে আমার বাবারও জমিদারী ছিল। আমি জানি কি করলে শুকনো ফাটল থেকে জল বার হয়। আমি প্রতিজ্ঞা করচি, সুবিনয়, এক সপ্তাহের মধ্যে তোমার জমিদারী থেকে দশ হাজার টাকা তুলে দেব। তুমি শুধু একবার সেখানে যেতে রাজী হও। হবে ?

সুবিনয় ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিল, সেখানে তো বিলাতি মদ পাওয়া যায় না। তা'র কি হবে?

—সে ভার আমি নিচ্ছি। আর তো কোন আপত্তি নেই?

—আপত্তি! না, আমার দিক থেকে নেই। তবে বিমলাকে একবার বল্‌তে হবে। সুবিনয় নির্বিকার স্বরে কহিল।

নরেশ কহিল, বিমলাকে বল্‌তে হয় বোলো, কিন্তু যত বড়ো পাষণ্ডই না আমরা হ'য়ে থাকি, ও-জীবকে কিছুতেই পল্লীগ্রামে নিয়ে যাওয়া চল্‌বে না।

—চল্‌বে না! কেন শুনি? এই বলিয়া সুবিনয় সবিস্ময়ে বন্ধুর মুখের দিকে চাহিল।

নরেশ গম্ভীর মুখে কহিল, পাড়াগাঁয়ের অসভ্যগুলো মদ, তাড়ি সহ্য করতে পারে, সে জন্য সম্মান দিতেও এতটুকু কুণ্ঠিত হয় না। কিন্তু সর্বকুললক্ষ্মীদের সহ্য করবার মত এতটা সুসভ্য হ'য়ে তারা এখনও উঠ্‌তে পারে নি।

কিশোর ম্লানমুখে কহিল, বেশ, তোমরা জমিদারী পরিদর্শন ক'রে এস। আমার কিন্তু ফুরসুৎ হবে না, দাদা।

সুবিনয় হাসিয়া কহিল, তা জানি। তোমার মত স্ত্রৈণ্য আর ভূভারতে দু'টি নেই। এই বলিয়া নরেশের দিকে চাহিয়া পুনশ্চ কহিল, বেশ, তোমার কথাই একবার শোনা যাক। ডুবতে তো বসেইছি, দেখা যাক, যদি তল্ পাওয়া যায়। এখন ওঠো, সই ক'রে সরে পড়া যাক।

— পাঁচ —

কল্যাণী নতমুখে কহিল, না, মামাবাবু, আপনি আপত্তি করবেন না। আমাকেই যখন এই বিরাট দায়িত্ব পালন করতে হবে তখন মাঝেমাঝে একটু ক'রে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা ভাল।

অনাদিবাবু ম্লানস্বরে কহিলেন, আমি তো সঙ্গে যেতে পারব না, মা। তা' ছাড়া পল্লীর জল-বাতাস তো সহ্য হবে না তোমার? ম্যালেরিয়া ধরলে আর রক্ষা থাকবে না, মা। প্রত্যেক মহালেই দু'একজন দুর্দান্ত প্রজা থাকে, জমিদারী রাখতে হ'লে মামলা-মোকর্দমা করতেই হয়, সেজন্য তোমার ছুটে যাবার প্রয়োজন যে কি, তা' তো বুঝতে পারছিনে, কল্যাণী? তেমন বিশেষ কিছু গোলমাল হ'লে, ম্যানেজার-বাবু নিশ্চয়ই জানাতেন আমাকে।

কল্যাণী মৃদু হাস্যমুখে কহিল, বেশী দিন থাকব না, মামা-বাবু। সেখানে ম্যানেজার মশাই রয়েছেন, অন্যান্য কর্মচারীরা রয়েছেন, আমার কোন অসুবিধা হবে না। আপনি শুধু আমাদের বাড়ীটা পরিষ্কার রাখবার জন্য আদেশ পাঠিয়ে দিন।

অনাদিবাবু বুঝিলেন, ইহারা আর নড়চড় হইবে না। তিনি ক্ষণকাল নীরবে চিন্তা করিয়া কহিলেন, তা' দিচ্ছি। কিন্তু সঙ্গে কে যাবে, মা?

—দিদা আর তপুধন। এই বলিয়া কল্যাণী তপনকে নিকটে টানিয়া লইয়া মৃদু স্বরে পুনশ্চ কহিল, আমার সঙ্গে বেড়াতে যাবে তো ধন ?

তপন একমুখ হাসিয়া কহিল, আমার বন্দুকটা নিয়ে যাব, দিদি। সেখানে বাঘ আছে তো ?

সদাগম্ভীর অনাদিবাবুর মুখে হাস্য দেখা দিল। তিনি পুত্রের দিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে একবার চাহিয়া কল্যাণীকে কহিলেন, তবে আর চিন্তা নেই, কলি আমাদের তপু যখন বাঘের খোঁজ করচে, তখন অমন বীরপুরুষ সঙ্গে থাক্‌তে, ভয়ের কি আছে, মা ? এই বলিয়া তিনি সহসা গম্ভীর হইয়া উঠিলেন এবং ক্ষণকাল পরে পুনশ্চ কহিলেন, তবে তা'ই হোক, মা। তুমি বড়ো হয়েচ, লেখাপড়া শিখেচ, তোমার অতুল বিষয়-সম্পত্তি, সে-সব নিজের চোখে দেখাশুনা করাও কর্তব্য। তবে খুব সাবধানে থেকো, মা। আর যখনই আমাকে প্রয়োজন হবে, তার্ করতে দ্বিধা কোরো না, আমার কাজের ক্ষতি যা'ই হোক্—আমি ছুটে যাব। মা'কে বলেচ, কল্যাণী ?

কল্যাণী মৃদু হাস্যমুখে কহিল, দিদা রাজী হয়েচেন।

তবে তো আর কথাই নেই। আমি ম্যানেজারবাবুকে টেলিগ্রাম ক'রে আদেশ পাঠিয়ে দিই-গে। এই বলিয়া অনাদিবাবু কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

কল্যাণীর পিতা, রায় বিরূপাক্ষ বাহাদুর যতদিন জীবিত ছিলেন, জীবনের বেশীভাগ সময় নিজ মহাল, খুনেরচর নামক

স্থানে সুবৃহৎ প্রাসাদ নির্মাণ করাইয়া বাস করিয়াছিলেন। খুনেরচর অতিশয় সমৃদ্ধশালী গ্রাম। গ্রামে প্রায় দশ হাজার নরনারীর বাস। এই মহালটির বাৎসরিক আয় প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা। কল্যাণীর মাতা, কল্যাণীর জন্মের পর মাত্র একটি বৎসর জীবিত থাকিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। সংসারে দ্বিতীয় আত্মীয় না থাকায়, বিরূপাক্ষবাবু কন্যাকে তাহার মাতুলালয়ে রাখিয়া দেন। পৈত্রিক বসভূমি, স্ত্রীর মৃত্যুর পর অসহ্য হওয়ায়, তিনি খুনেরচর প্রাসাদে বসবাস করিয়া জীবনের অবশিষ্ট সময় অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। প্রিয়তমা-পত্নীকে ভুলিতে না পারিয়াই হউক কিম্বা অন্য যে-কোন কারনেই হউক, তিনি আর দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহণ করেন নাই। কন্যাকে সুশিক্ষিতা করিয়া উপযুক্ত পাত্রে সম্প্রদান করিবেন এবং কন্যা ও জামাতার হস্তে তাঁহার বিপুল সম্পদ এবং জমিদারী দিয়া যাইবেন, ইহাই ছিল তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ, সুতরাং অসময়ে ডাক্ পড়ায়, তাঁহার ইচ্ছা অপূর্ণ রাখিয়াই, প্রায় চার বৎসর পূর্বে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।

কল্যাণী, পিতার জীবিতকালে প্রতিবারে কয়েকদিনের জন্য কয়েকবার খুনেরচরে গিয়া, পিতার সহিত বাস করিয়া আসিয়াছিল এবং পিতার মৃত্যুর পর দীর্ঘ চার বৎসর পরে, পুনশ্চ সেখানে যাইবার জন্য, বাস করিবার জন্য, সঙ্কল্প করিয়া বসিল।

কল্যাণীর দিদিমাতার, কলিকাতার কালী-গঙ্গা ছাড়িয়া একটি দিনের জন্যও কোথাও যাইবার ইচ্ছা ছিল না কিন্তু কন্যাধিক স্নেহেপালিতা তরুণী-মেয়ে, কল্যাণীকে একা ছাড়িয়া দিয়া কি করিয়া তিনি সুস্থির থাকিবেন, ভাবিয়া না পাইয়া অবশেষে যাইতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

দিদির নিকট ভিন্ন তপনের সুস্থ-অস্তিত্ব কেহ কল্পনাও করিতে পারিতেন না। সুতরাং অনাদিবাবু এইদিকের চিন্তা করিতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন।

যাত্রা উপলক্ষে বহু অনাবশ্যক ও অপ্রয়োজনীয় বস্তুর আয়োজনে বোঝা বাড়িয়া চলিতে চলিতে, অবশেষে একদিন সকলেই জানিতে পারিল, যে আগামী-কল্য প্রাতে, কুমারী কল্যাণী, দীর্ঘকাল পরে কিছুদিনের জন্য আপন আবাসে ফিরিয়া যাইতেছে।

ম্যানেজারবাবু তার করিয়া জানাইয়াছেন যে, প্রাসাদ সংস্কৃত করা হইয়াছে। মা কবে যাত্রা করিবেন দয়া করিয়া জানান। অনাদি বাবু তাঁহাকে তাহা জানাইয়াও দিয়াছেন।

সেদিন অপরাহ্ণে বান্ধবী শান্তা আসিয়া ম্লানমুখে কহিল, আবার কবে আসবি, ভাই? সত্যি বলছি, আমার খালি কান্না পাচ্ছে। এই বলিয়াই শান্তা অকস্মাৎ ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

কল্যাণী মৃদু হাস্যমুখে কহিল, তুই দেখচি, আমাকে শ্বশুর বাড়ীও যেতে দিবি না। শুধু শুধু কেঁদে মরছিস কেন বল্ তো?

তুমি পাষাণী মেয়ে, কলি। আমার যদি উপায় থাকৃত, সত্যি বল্‌চি, তোর সঙ্গে চলে যেতাম। এই বলিয়া শান্তা ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, আবার কবে আস্‌বি এখানে ?

কল্যাণী হাসিতে হাসিতে কহিল, আস্‌ব রে আস্‌ব। শুধু আমার এই দুঃখ হচ্ছে, শান্তা, যে তোর বিয়ের সময় থাকৃতে পারলাম না। সে যাই হোক, বিয়ের তারিখ এবং পরে কেমন বর পেলি, আমাকে পত্র লিখে জানাবি তো ? না, তখন আর সখীকে মনে থাকবে না ?

শান্তা প্রশ্নের উত্তর না দিয়া কহিল, আচ্ছা, তুই কি কখনও বিয়ে কর্‌বি না ?

কল্যাণী বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ করিয়া কহিল, ও মাগো এমন সর্বনেশে কথা কে বল্‌লে রে ? বিয়ে কর্‌ব না, বাঙালী হিন্দুঘরে মেয়েমানুষ হ'য়ে জন্মগ্রহণ ক'রে ? অমন অমঙ্গলে কথা বলিস নে, শান্তা। দিদা শুন্‌লে তোকে আর রাখবে না !

দেখ্‌, চালাকি করিস্‌ নে, কলি। মেয়েমানুষ হ'বে মেয়ে বরের মুখের ওপর বল্‌তে পারে, আমার তে পছন্দ হয় নি, সে-মেয়ে যে, কি পারে না তা আমি জা ভাই। এই বলিয়া শান্তা মুখ টিপিয়া মৃদুহাস্য গোপন কা

কল্যাণী সহজ স্বরে কহিল, ছেলেরা নিজে দেখে পছন্দ কর্‌বে, তা'তে যদি দোষ না হয়, তবে মে বেলাতেই হবে কেন, বল্‌তে পারিস, শান্তা ? আমাদের বুঝি

মন নেই? পছন্দ অপছন্দ নেই? যা' তা' একটা বাঁদর হলেই হ'ল, না?

শান্তা কহিল, তোর সবই সাজে, কলি। তোর রূপ আছে, গুণ আছে, বিদ্যে আছে। আর সবার ওপর অগাধ ধন আছে, জমিদারী আছে। সেদিন তুই না হ'য়ে, আমি যদি অমন কথা তা'দের বল্‌তাম, তা' হ'লে কি হ'তো, ভাব্‌তেও ভরসা পাইনে, ভাই। এই বলিয়া শান্তা ক্ষণকাল নীরবে চিন্তা করিয়া পুনশ্চ কহিল, আমার একটা কথা শুন্‌বি কলি?

একটা কেন, শান্তা, তোর যত কথা আছে সব শুন্‌ব। এই বলিয়া কল্যাণী হাসিতে লাগিল।

শান্তা গম্ভীর মুখে নতস্বরে কহিল, দেখ্‌, বেশীদিন আর দেরী ক'রে আপন আকর্ষণ যেন হারিয়ে বসিস্ নে। মেয়ে-মানুষের যৌবন গেলে, কুবেরের সম্পদও তা'কে আর পুরুষের [illegible]জা দিতে পারে না। এই সত্যটুকু কখনও ভুলিসনে, কুমারী [illegible]য়ে যখন পুরুষের মুগ্ধ দৃষ্টি হারালো, তখনই তা'র সকল [illegible]ওনা চিরতরে দূর হ'য়ে গেল! এই কল্‌কাতা সহরেই বি-এ [illegible]-এ ডিক্রীধারী কত মেয়েই তো রয়েছে, কিন্তু তা'দের [illegible]ধ্য সত্যিকার পরিপূর্ণ নারী-জীবনে গরবিণী ক'টা মেয়ে [illegible]াছে বল্‌তে পারিস্? সত্যি বল্‌চি ভাই, তাদের দেখে আমার [illegible]ন বেদনায় টন্‌ টন্‌ ক'রে ওঠে।

কল্যাণী বিস্মিত হইয়া কহিল, কেন বল্‌তো?

আবার কেন বল্‌ তো! হতভাগীরা এক-একটা বিদ্যের

জাহাজ হয়েছে সত্যি, কিন্তু বিনিময়ে যে-মূল্য দিয়েছে, ভাবতেও আমি শিউরে উঠি, কলি। কুমারী-মেয়ের মুখে এতটুকু শ্রী নেই, চোখে বিদ্যুৎ চুলোয় যাক্, এতটুকু দীপ্তি পর্যন্ত নেই। নারীর মাতৃ-অঙ্গের শ্রী-হীন দুর্দশা দেখে, আমি নারী হয়ে যখন আমার মনই ঘৃণায় জর জর হ'য়ে ওঠে, তখন পুরুষের চোখে তা' যে কি ভয়াবহ হ'য়ে দেখা দেয়, তা ভাবতে পারিস্, কলি ? আমি ভাবি, কাজ কি অমন বিয়েতে ? কি হবে অমন দুর্মূল্য তুচ্ছ সম্পদে ? তা'দের মত হতভাগিনী-নারী আমি আর জানিনে ভাই, কলি।

কল্যাণী গভীর বিস্ময়ে চাহিয়াছিল। তাহার মনে তখন কি চিন্তার ঘূর্ণীবায়ু বহিতেছিল, নিজের নিকটও বিশেষ স্পষ্ট ছিল না। সে আপন অজ্ঞাতসারে আপন মাতৃ-অঙ্গের উপর দৃষ্টি বুলাইয়া লইলে, শান্তা অকস্মাৎ হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, মুখপোড়া মেয়ে ! দেবতাদেরও মন টলে যায় তোকে দেখে। তবে, তোর এত চিন্তা কিসের বল্ তো, মুখপুড়ি ?

কল্যাণী সলজ্জ হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া কহিল, আমি বিয়ে করব না, শান্তা।

শান্তা সুগভীর বিস্ময়ে কহিল, কেন ?

জানি না। এখন ওঠ্, শান্তা। চল্ একটু চা খেয়ে নেওয়া যাক্। তারপর তোর কথার জবাব দেব। এই বলিয়া কল্যাণী উঠিয়া দাঁড়াইল ও শান্তার হাত ধরিয়া কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

-ছয়—

খুনেরচর সদর অফিসে অকস্মাৎ একটা আলোড়ন দেখা দিল। জমিদার রায়বাহাদুর স্বর্গারোহণ করিবার পর প্রকৃত-পক্ষে কর্মচারীগণ স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠিয়াছিল। জমিদার নাই, ম্যানেজারবাবুকে খুসী রাখিতে পারিলেই অপ্রতিহত-গতিতে লুণ্ঠন ও শোষণ কার্য চলিবার পথে কোন প্রতিবন্ধক ছিল না। গত চারিবৎসর যাবত হিসাব-নিকাশ হয় নাই। হিসাব চাহিবারও কেহ ছিল না। কারণ ম্যানেজার, পার্বতী রায় স্বয়ং এমন কয়েকটি বিষয়ে জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, হিসাব-নিকাশ করিবার সাহসও তাঁহার ছিল না। ফলে ম্যানেজারবাবু হইতে দারোয়ান পর্যন্ত সকলেই দিন দিন স্ফীত হইয়া উঠিতেছিল।

মধ্যবিত্ত-গৃহস্থ, অনাদিবাবু আপনার সংসার ও ব্যবসা লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন। বৃহৎ জমিদারী পরিচালন সম্বন্ধে কোন জ্ঞান তাঁহার ছিল না। থাকিবারও কথা নয়। শুধু নিয়মিত সময়ে রেভিনিউ দাখিল ও ভাগিনেয়ীর মাসোহারার টাকাটা পৌঁছাইতেছে কি-না দেখিয়াই তিনি শান্ত থাকিতেন। পুরাতন, প্রবীণ ম্যানেজারের উপর তাঁহার শ্রদ্ধার আর অন্ত ছিল না। তিনি সকল কিছু মীমাংসার ভার তাঁহারই উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন।

জমিদার তনয়া, বিদুষী শিক্ষিতা-নারী। দুইটা পাশ করিয়াছে, ইংরাজীতে ইংরাজের সহিত নির্ভয়ে আলাপ করে, পায়ে জুতা দিয়া নিঃসঙ্কোচে কলিকাতার রাজপথে ঘুরিয়া বেড়ায়, বহু দেখিয়াছে, শিখিয়াছে, অবশেষে জমিদারীর পরিচালন-ভার লইবার জন্য সদরে আসিতেছে, এই সব জল্পনা কল্পনায়, ম্যানেজার হইতে গোমস্তা পর্যন্ত সকলের আহার-নিদ্রা একরূপ বন্ধ হইবার উপক্রম হইল।

গোমস্তা নরহরি একখানা মোটা খাতা খুলিয়া বিমর্ষ মুখে চুপচাপ বসিয়াছিল। বহুক্ষণ অতিবাহিত হইয়া গেল, তবুও তাহার চিন্তার পরিসমাপ্তি ঘটিল না দেখিয়া, সহকারী হিসাব-নবীশ নতস্বরে কহিল, আপনার কি হ'ল, গোমস্তা মশায় ?

নরহরি কয়েক মুহূর্ত হিসাবনবীশের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, কি হ'ল আমার, বুঝবে বাবা এবার ! মাসে ছ'টাকা মাইনে পাও, রুইমাছের মুড়ো না হ'লে অন্ন মুখে রোচে না, এইবার মজা বুঝ্‌বে বাবা, বুঝ্‌বে। মেমসাহেব তো জন্মে কখনও দেখ নি—বুটের ঠোক্কর না মারে তো শ্বশুর-কুলের ভাগ্যি ব'লে মেনো।

ছোক্‌রা হিসাবনবীশ হাসিয়া ফেলিল। কহিল, মেম-সাহেব আবার কা'কে বলছেন আপনি ?

কাকে বল্‌চি আমি—দেরী নেই আর, দেখ্‌বে, বাবা। এই চার বছর ধরে যত উপরি উপায় করেচ, তা'র প্রত্যেকটি পয়সার হিসেব দিয়ে, তবে নিষ্কৃতি পাবে। আমি তো মরেচি।

শুধু সান্ত্বনা এই, একা একা মর্‌তে হবে না, সবাই এক সঙ্গে জড়াজড়ি ক'রে মর্‌তে পাবো। এই বলিয়া নরহরি ক্ষণকাল নীরবে চিন্তা করিয়া পুনশ্চ কহিল, আমি বলে রাখচি, সতীশ, এতখানি অত্যাচার আমরাও যদি সহ্য করি—ভগবান করবেন না দেখে নিও।

হিসাবনবীশ সতীশ বিস্মিত হইয়া কহিল, কার অত্যাচারের কথা বল্‌ছেন আপনি ?

নরহরি মোটা খাতাটা সশব্দে বন্ধ করিয়া কহিল, কার ? এই বুদ্ধি নিয়ে জমিদার-সরকারে হিসাবনবিশীগিরি কর্‌তে এসেছ ? বলি, এই যে উনি আস্‌ছেন, কেন আসছেন বল্‌তে পারো ? আমরা কি রেভিনিউ দিচ্ছি না, না মাসে মাসে মোটা টাকা কল্‌কাতায় পাঠাচ্ছি না ? তবে আমাদের জ্বালাতন কর্‌তে কেন আসা হচ্ছে শুনি ? বুঝি না কিছু বটে ! এই বলিয়া নরহরি নাকের উপর দড়িবাঁধা চশমাটা খুলিয়া অতি মলিন উত্তরীয় দ্বারা পরিষ্কার করিবার প্রয়াস পাইয়া পুনশ্চ কহিল, জমিদার-সরকারে কাজ ক'রে, দু-পয়সা উপরি উপায় করে না, এমন মিঞা তো দেখি না। শুনি উনি, প্রজাদের পীড়ন হচ্ছে শুনে তদন্ত করতে আস্‌ছেন। কিন্তু এই আমি বলে রাখ্‌চি, এইবার সব যাবে, যাবে, যাবে ! মেলেচ্ছগিরি সহ্য হবে না, হবে না···

এমন সময়ে বেহারা আসিয়া নরহরিকে ম্যানেজারবাবুর তলপ্‌ জানাইলে, মুখের কথা অসমাপ্ত রাখিয়া, নরহরি

দ্রুতপদে ম্যানেজারের কক্ষে প্রবেশ করিল এবং নত হইয়া অভিবাদন করিয়া মোলায়েম স্বরে কহিল, হুজুর, ডেকেছেন ?

পার্বতীবাবু কহিলেন, হুঁ, ডেকেছি। তোমার হিসাব ঠিক আছে ?

মাথা চুলকাইয়া নরহরি কহিল, চার বছরের হিসাব কি চারদিনে ঠিক করা যায়, হুজুর ? এ-রকম অত্যাচার করলে তো আর···

বাধা দিয়া পার্বতীবাবু কহিলেন, চুপ করো। কাল তিনি এসে পড়্বেন। তাঁ'কে দেখাবার মত কিছু একটা খাতাপত্র তৈরী করা চাইই।

নরহরি কোন জবাব দিল না দেখিয়া, পার্বতীবাবু মুখ তুলিয়া চাহিলেন, এবং ক্ষণকাল নির্নিমেষে দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, কত টাকা ভেঙ্গেছেন ?

নরহরি চমকিত হইয়া কহিল, এক পয়সাও নয়, হুজুর। গোরক্ত, ব্রহ্মরক্ত······

তীব্রভাবে বাধা দিয়া পার্বতীবাবু কহিলেন, গো-ব্রাহ্মণকে বাদ দাও নরহরি। এখন শোন, যা' বলি। ছোট—মা আসচেন, কেন আস্চেন, কোন্ রিপোর্ট পেয়ে আসচেন, তা' আমি জানিনে। অতীতে যদিও ষ্টেটের প্রাপ্য কড়া গণ্ডায় নিজেও হাত দিই নি, কারুকেও দিতে দিই নি, তবুও যে-সব কীর্তি আপনারা করেছেন, নিরীহ প্রজার যত রক্ত শোষণ করেছেন, যদি কোন ধর্মাবতারে তার জন্য যথা শাস্তির ব্যবস্থা

নেওয়া যায়, তা' হ'লে খুব লঘু হ'লেও, শূলদণ্ড—শূলদণ্ড কা'কে বলে জানো, নরহরি ?

জানি হুজুর। এই বলিয়া নরহরি মুখ নীচু করিয়া ক্ষণকাল থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, শূলে যেতে হ'লে অনেককেই যেতে হয় হুজুর। হুজুর তো সবই জানেন !

হাঁ জানি নরহরি, আমাকেও যেতে হয়। এই বলিয়া পার্বতীবাবু মৃদুহাস্য করিলেন।

পুনশ্চ কহিলেন, তুমি সংবাদ নিয়েছিলে, কা'রা কল্‌কাতায় রিপোর্ট পাঠিয়েছিল ? এই বলিয়া পার্বতীবাবু উদ্বিগ্নমুখে নরহরির দিকে চাহিলেন।

নরহরি কহিল, সা পাড়ার বিরিঞ্চি সা'ই যত নষ্টের গোড়া, হুজুর। সেই যত সব ছোটলোকদের একত্র ক'রে তাদের নেতা সেজেচে। আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস সেই বজ্জাত লোকটাই ছোট-মা'কে এখানে আসতে উত্তেজিত করেচে।

পার্বতীবাবু গম্ভীর মুখে কহিলেন, আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবার স্পর্ধা তার' হ'ল কি ক'রে বল্‌তে পারো, নরহরি ?

পারি, হুজুর। বিরিঞ্চি সা আমাদেরও প্রজা, আবার বলিদানপুর মহালের জমিদারেরও প্রজা। বলিদানপুরের মাতাল জমিদার এতদিন কল্‌কাতাতে বসেই মদ খেয়ে সব বিষয় উড়িয়ে দিচ্ছিল, শুনি, বলিদানপুরে আর দু'একটা মহাল এখন'ও তা'র আছে। মাতালটা হঠাৎ বলিদানপুরে এসে

আড্ডা গেড়েচে। সেই না-কি, বিরিঞ্চির মুরুব্বি সেজে তা'কে উৎসাহিত করচে। নইলে বিরিঞ্চি সা'র সাধ্যি ছিল না, হুজুরের বিরুদ্ধে নালিস করে।

পার্বতী কহিলেন, খুনেরচরের পাশেই বলিদানপুর, না ?

হাঁ, হুজুর। ওই মহালটার আয় হাজার-দশেক টাকা। শুনতে পাচ্ছি, মাতালটার টাকার বিশেষ প্রয়োজন, সে না-কি ভাল দাম পেলে মহালটাকে বিক্রী ক'রেও দিতে পারে। তা'ই বলচি হুজুর, আমাদের যদি ওই মহালটা কিনে নেওয়া সম্ভব হয়, তা' হ'লে এই দুষ্ট প্রজাগুলোকে সায়েস্তা করতে দেরী হয় না। এই বলিয়া নরহরি সহসা কি ভাবিয়া অস্থির হইয়া উঠিল। পুনশ্চ কহিল, এইবার ধনে-প্রাণে মারা গেলুম, হুজুর !

নরহরির কাতরোক্তিতে, পার্বতীবাবু মুখ তুলিয়া কহিলেন কি হ'ল আবার ?

নরহরি প্রবল আবেগভরে কহিল, অনেক ঘর জ্বালিয়েছি, অনেক প্রজা উৎখাত করেচি, অনেক জমি হুজুরের নামে, নিজের নামে করেচি। এখন যদি ছোট-মা সে-সবের কৈফিয়ৎ চান, তা' হ'লে ছেলেপিলে নিয়ে রাস্তায় দাঁড়াতে হবে,

পার্বতীবাবু কঠিন স্বরে কহিলেন, নির্বোধের মত কথা বোলো না। আচ্ছা, এখন যাও, খাতাপত্রগুলো সেরে ফেলবার

চেষ্টা করো। আমি যতক্ষণ আছি, ততক্ষণ ভয় করবার কোন হেতুই তোমার নেই।

তা জানি, হুজুর। মর্‌তে হ'লে আমরা একসঙ্গেই মর্‌ব। কিন্তু তা'তেই যে বিশেষ সান্ত্বনা পাচ্ছি, তা'ও তো নয়, হুজুর! এই বলিয়া নরহরি মুখ কালবৈশাখীর মত গম্ভীর করিয়া অফিস কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল। পার্বতীবাবু চিন্তিতমুখে বসিয়া রহিলেন।

—সাত—
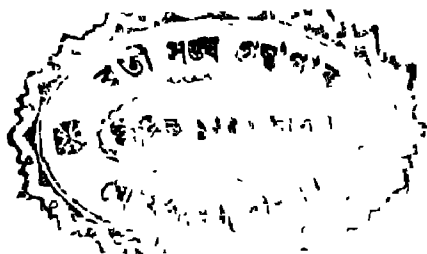
যাহার ভয়ে ম্যানেজার হইতে গোমস্তা পর্যন্ত দুর্গানাম জপ করিতেছিল, সেদিন সে-ই যখন খুনেরচর ষ্টেশনে ট্রেণ হইতে অবতরণ করিল, তখন তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যাইবার জন্য যে-সমারোহের সমাবেশ হইল, তাহা দেখিয়া তরুণী-কর্ত্রী কল্যাণীর মন নিরতিশয় বিরক্তিতে পুরাতন কর্মচারীদের প্রতি বিরূপ হইয়া গেল।

ম্যানেজার পার্বতীবাবুর সহিত নায়েব, গোমস্তা, কেরাণীকুল দারোয়ান, লাঠিয়াল প্রভৃতি এবং শত শত অনুগত প্রজা আগমণ করিয়া, নূতন কর্ত্রীর জয়ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত করিয়া তুলিল।

জমিদার বাড়ীর সুবৃহৎ রূপার-ঝালর দেওয়া পাল্কী, ষোল-জন সুসজ্জিত বেহারার সহিত ষ্টেশনের বাইরে অপেক্ষা করিতেছিল।

পার্বতীবাবু অগ্রসর হইয়া গিয়া কল্যাণীকে হাস্যমুখে অভ্যর্থনা করিয়া কহিলেন, ট্রেণে কি কষ্ট পেয়েছ, মা ? আমি পার্বতীবাবু, আপনার ষ্টেটের অধীন-ম্যানেজার !

কল্যাণী স্মিতমুখে ঈষৎ নত মস্তকে দাঁড়াইয়া কহিল, আপনাকে চিনতে পারব না, এ আবার একটা কথা না-কি ! এই বলিয়া দিদিমাতা, আনন্দময়ীর দিকে একবার চাহিয়া,

পুনশ্চ কহিল, আমাদের যাবার বন্দোবস্ত হয়েছে, পার্বতীবাবু ? পার্বতীবাবু তটস্থ হইয়া কহিলেন, নিশ্চয় হয়েছে, মা। আপনাদের পাল্কীতে যেতে কোন অসুবিধা হবে না তো ?

হ'লেই আর কি করা যাবে বলুন ? এই বলিয়া কল্যাণী, তপনের মৌনমুখের দিকে চাহিয়া নতস্বরে কহিল, ভয় পেয়েছ, ধন ?

তপন কহিল, ওরা সব অত গোল করচে কেন, দিদি ?

তুমি এসেচ কি-না, তাই ওরা আনন্দ জানাচ্ছে, ভাই। এই বলিয়া পার্বতীবাবুর দিকে চাহিয়া কল্যাণী পুনশ্চ কহিল, এ সব করতে গেলেন কেন, বলুন তো ?

কি সব, মা ? এই বলিয়া পার্বতীবাবু বিস্ময় প্রকাশ করিলেন।

কল্যাণী, লাঠিয়ালগণের বিভৎস উল্লাসধ্বনি আর সহ্য করিতে না পারিয়া কহিল, ওদের থামতে বলুন, পার্বতীবাবু। কানে তালা লাগিয়ে দিলে !

কল্যাণী, আনন্দময়ীর নিকটে গিয়া কহিল, এস, দিদা।

আনন্দময়ী কহিল, এত লোক এসেচে কেন ? আমাদের জন্যে, কলি ?

হাঁ, দিদা। আমরা কি অপরূপ জীব এসেছি, তা'ই বোধ হয় দেখতে এসেচে। এই বলিয়া কল্যাণী মৃদুহাস্য করিল।

আনন্দময়ী মৃদু হাসিয়া কহিলেন, না দিদি, না। ওরা তোমাকে সম্মান দিতে এসেচে।

পার্বতীবাবু অগ্রবর্তী হইয়া, সম্মানিত প্রভুকন্যা, বর্তমান-কর্ত্রীকে লইয়া পাল্কীর নিকট উপস্থিত হইলেন। কল্যাণী প্রথমে আনন্দময়ীকে আরোহণ করাইয়া, তপুকে উঠিতে বলিলে সে সন্দিহান দৃষ্টিতে পাল্কীর ভিতরে কয়েকবার চাহিয়া কহিল, এটা কী ?

পাল্কী। কল্যাণী হাস্যমুখে কহিল।

তপন, পাল্কীর উভয় পার্শ্বে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল, কে চালাবে ? ড্রাইভার কৈ ?

বোকা ছেলে! একি তোমার মোটর পেয়েছ! এই বলিয়া বেহারাদের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া কহিল, ওরা কাঁধে ক'রে নিয়ে যাবে।

আমি চড়্‌ব না। যদি ফেলে দেয়! ওরে বাপ্‌রে—তা, হ'লে আর···এই বলিয়া তপন দুই-পা পিছু হটিয়া দাঁড়াইল।

কল্যাণী হাস্য চাপিবার বৃথা প্রয়াস পাইয়া, পার্বতীবাবুর দিকে চাহিয়া কহিল, এখান থেকে প্রাসাদ কতদূর ?

হেঁটে গেলে দশ মিনিটের পথ, মা। পার্বতীবাবু জানাইলেন।

তবে আমরা হেঁটেই যাবো। আপনি দিদিমাকে নিয়ে বেহারাদের যেতে বলুন। এই বলিয়া কল্যাণী, তপনের এক হাত ধরিয়া অগ্রসর হইতে উদ্যত হইল।

পার্বতীবাবু বিষম সমস্যায় পতিত হইয়া কহিলেন, আপনি হেঁটে গেলে, মর্যাদা নষ্ট হবে, মা। একাজ কিছুতেই হ'তে পারে না!

কল্যাণী একমুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, আমাদের মর্যাদা এত ক্ষণভঙ্গুর নয়, পার্বতীবাবু। আপনি কথা কাটাকাটি ক'রে মিথ্যে দেরী কর্‌চেন। পাল্কী যা'বার আদেশ দিন।

কর্ত্রীর কঠিন অথচ শান্ত স্বর শুনিয়া, অভিজ্ঞ ম্যানেজার-বাবুর বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, এই আদেশের আর নড়্‌চড় হইবে না। তিনি পাল্কী উঠাইবার আদেশ দিলেন।

আনন্দময়ী কিছু বলিতে যাইতেছিলেন, বাধা দিয়া কল্যাণী কহিল, তুমি যাও, দিদা। আমি একটু দেশটাকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে যাচ্ছি। এই বলিয়া পার্বতীবাবুর দিকে চাহিয়া পুনশ্চ কহিল, আপনি ওই লোকগুলিকেও যেতে আদেশ দিন। শুধু আপনি, আমাদের সঙ্গে যাবেন।

পার্বতীবাবু মাথা চুলকাইয়া একবার প্রতিবাদ করিতে গেলেন, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই মত্ পরিবর্তন করিয়া, আদেশমত কার্য সম্পন্ন করিলেন। সকলে নিরুৎসাহ মুখে প্রস্থান করিলে, কল্যাণী দেখিল, তাহাদেরই অদূরে একটি বয়স্ক ব্যক্তি বিনয়ের অবতাররূপে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। লোকটির চেহারা অপরূপ সাজসজ্জা, সবার উপর বিকৃত-গম্ভীর্যভরা মুখখানা দেখিয়া তাহার হাসি পাইল। কহিল, উনি কে, পার্বতীবাবু?

পার্বতীবাবু কহিলেন, আপনার মহালের পুরাতন গোমস্তা, মা। অতিমাত্রায় বিশ্বাসী ও কর্মঠ ব্যক্তি। এই বলিয়া তিনি হস্ত নির্দেশে নরহরিকে নিকটে আহ্বান করিলেন।

নরহরি প্রায় দৌড়াইয়া, কল্যাণীর সম্মুখে আসিয়া আভূমি নত হইয়া অভিবাদন জানাইয়া যুক্ত করে দাঁড়াইয়া রহিল।

তপন হাসিয়া উঠিয়া কহিল, সার্কাসের ক্লাউন, দিদি।

কল্যাণী গম্ভীর স্বরে কহিল, ছিঃ! চুপ করো তপু। এই বলিয়া নরহরির দিকে চাহিয়া পুনশ্চ কহিল, আপনিই, নরহরিবাবু?

নরহরির বক্ষ আচম্বিতে কাঁপিয়া উঠিল। সে জড়িত স্বরে কহিল, অধীনের নামই ঐ, মা।

কল্যাণীর মুখ অকস্মাৎ অসম্ভব রকমে গম্ভীর হইয়া উঠিল দেখিয়া নরহরির অন্তরাত্মা ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতে লাগিল।

কল্যাণী ক্ষণকাল গম্ভীরমুখে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কহিল, কাল একবার আমার সঙ্গে দেখা করবেন।

নরহরি বিবর্ণমুখে কহিল, যে আজ্ঞে, হুজুর।

নরহরির সম্বোধন বাক্যশুনিয়া, পার্বতীবাবু জ্বলন্তদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিলেন, কিন্তু নরহরির তখনকার অবস্থায় ব্যাকরণজ্ঞান আশা করাও বিড়ম্বনা ভাবিয়া তিনি কহিলেন, তুমি যাও, নরহরি। মা'র আদেশ শুনেছ তো?

আজ্ঞে, শুনেছি, হুজুর। বলিতে বলিতে নরহরি দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

কল্যাণী কহিল, এইবার আসুন, আমরা যাই।

—আট—

ষ্টেশন হইতে জমিদার-প্রাসাদ পর্যন্ত একটি বাঁধা রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। পথের দুই পার্শ্বে তাল, নারিকেল, খেজুর বৃক্ষ সুশোভিত হইয়া পথটিকে দৃশ্যত মনোরম করিয়া রাখিয়াছিল। প্রায় আজীবন কলিকাতায় পালিতা তরুণীর চক্ষুতে এই মনোরম দৃশ্যটি অতি মনোরম হইয়া প্রতিভাত হইল। কল্যাণী মুগ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া উচ্ছ্বসিত স্বরে কহিল, এই রাস্তাটা কে তৈরী করিয়েছেন, পার্বতীবাবু?

পার্বতীবাবু তটস্থ হইয়া কহিলেন, আমার প্রাতঃস্মরণীয় প্রভু, রায় বাহাদুর, মা!

পিতার প্রসঙ্গে কল্যাণীর মন ক্ষণিকের জন্য আনমনা হইয়া উঠিল। সে নীরবে কিছুদূর অতিক্রম করিয়া কহিল, মহালে এমন বিশৃঙ্খলা হচ্ছে কেন, পার্বতীবাবু?

পার্বতীবাবু চমকিত হইয়া উঠিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন না, কর্ত্রী তাঁহাদের কোন কার্যকে লক্ষ্য করিয়া প্রশ্ন করিতেছেন। তিনি কহিলেন, কৈ, তেমন বিশেষ গোলযোগ তো কিছু নেই, মা?

নেই! এই বলিয়া কল্যাণী ভ্রু'টী ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া কহিল, বর্তমানে ক'নম্বর মোকর্দমা চল্‌চে?

পার্বতীবাবু হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন, দুষ্ট, বজ্জাত প্রজা

শাসন না করলে, জমিদারী রাখা চলে না, ছোট-মা। আপনি যখন স্বয়ং এসেছেন, তখন আর আমি কোন চিন্তা করি নে, মা! এইবার পটাপট্ ক'রে সব ক'টা বদ্‌মায়েসের নামে দু'-চার নম্বর ক'রে ঝুলিয়ে দেব।

কল্যাণী দৃঢ় অথচ শান্ত স্বরে কহিল, না, তাড়াতাড়ি কিছু করতে যাবেন না, আপনি। আমি সব কিছু নিজের চোখে দেখতে চাই, নিজের কানে শুনতে চাই। অভিযোগে অভিযোগে আমাদের উত্যক্ত ক'রে মারচে। আমি দেখতে চাই, তা'দের অভিযোগে কিছুমাত্রও সত্য আছে কি-না!

পার্বতীবাবুর চক্ষুর সম্মুখে ঝাঁকে ঝাঁকে হরিদ্রা বর্ণ সরিষা-ফুল ফুটিয়া উঠিল। তিনি প্রাণপণ শক্তিতে আপনাকে সংযত করিয়া কহিলেন, কারা অভিযোগ করেচে, মা?

সবই সময়ে জানতে পারবেন। এই বলিয়া কল্যাণী হাতের রিষ্টওয়াচটার দিকে চাহিয়া পুনশ্চ কহিল, আপনার দশ মিনিট তো শেষ হ'য়ে গেল। আর কতদূর?

পার্বতীবাবু কহিলেন, তখনই বলেছিলাম, মা, আপনার কষ্ট হবে। পথ চলা কি আপনাদের কাজ, মা!

আর কতদূর? কল্যাণী পুনশ্চ প্রশ্ন করিল।

এখনও অর্ধেক পথ বাকি, মা। আপনি এইখানে একটু যদি অপেক্ষা করেন, তবে আমি পাল্কী আনিয়ে নিই। কি—বলুন?

না, থাক। এই বলিয়া কল্যাণী তপনের মৌন ও চঞ্চল মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, তোমার কি কষ্ট হচ্ছে, তপু?

তপন প্রশ্নের উত্তর না দিয়া কহিল, ভারি ভুল হ'য়ে গেছে, দিদি। যদি বন্দুকটা ষ্টেশনে বার ক'রে নিতাম!

তা' হ'লে কি হ'ত, তপু? কল্যাণী হাস্যমুখে প্রশ্ন করিল।

তপন চুপি চুপি কহিল, এই লোকটাকেও তুমি চলে যেতে বলো, দিদি! একে আমার একটুও ভাল লাগ্‌চে না।

কল্যাণী নতস্বরে কহিল, ও কথা বল্‌তে নেই, তপু।

তপনও আর কিছু বলিল না। কিছু সময় নীরবে চলিয়া পুনশ্চ কহিল, আমরা কোথায় যাচ্ছি, দিদি?

আমাদের বাড়ীতে, ধন। কল্যাণী হাস্যমুখে কহিল।

তপন আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করিল না। আরও কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর দেখা গেল, একস্থানে হাজার হাজার নর-নারী, শিশু, যুবা, বৃদ্ধ পথের দুইপার্শ্বে সমবেত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কল্যাণী বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, এখানে এত লোক কেন, পার্বতীবাবু?

আপনাকে দেখ্‌তে এসেচে, মা। শুনেচে, তা'দের অন্নপূর্ণা-জননী আস্‌চেন, তাই ঘর ছেড়ে পথ ছুটে এসেচে দেখবার জন্য। এই বলিয়া পার্বতীবাবু একবার বক্রদৃষ্টিতে কর্ত্রীর মুখভাব লক্ষ্য করিয়া লইলেন।

কল্যাণী সভয়ে কহিল, আমাদের যাবার আর দ্বিতীয় পথ আছে?

কল্যাণীর শঙ্কিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া পার্বতীবাবু মনে মনে

আশ্বস্ত হইয়া উঠিলেন। এই ভাবিয়া তিনি স্বস্তি পাইলেন যে, নারী যত লেখাপড়াই শিখুক, আসলে তারা অবলা, ভীরু -জাতি। তাহাদের দুর্বলতা কিছুতেই যাইবার নহে। প্রকাশ্যে কহিলেন, ভয় কি, মা? আমি যখন সঙ্গে রয়েছি, কা'র সাধ্য মা'কে বিরক্ত করে!

কল্যাণী পুনশ্চ কহিল, অন্য পথ আছে কিনা, বলুন?

পথ আছে বৈকি, ছোট-মা: কিন্তু প্রাসাদে যাবার এই একমাত্র পাকা রাস্তা। এই বলিয়া পার্বতীবাবু অঙ্গুলি নির্দেশে দক্ষিণ দিকের পাকা পথটী দেখাইয়া কহিলেন, ওই পথটা খুনেরচরের বাইরে বলিদান-পুর গেছে। কিন্তু……

কল্যাণী বাধা দিয়া কহিল, না থাক্। এই পথেই চলুন। এই বলিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়া পুনর্বার কহিল, বলিদানপুর নাম হ'ল কেন, পার্বতীবাবু?

পার্বতীবাবু গম্ভীরমুখে কহিলেন, কিম্বদন্তী আছে মা, যে পুরাকালে কাপালিকরা মানুষকে দেবতার সম্মুখে বলি দিয়ে, দেবতাদের নিকট হ'তে অভীষ্ট সিদ্ধি ক'রে নিত।

কল্যাণী শিহরিয়া উঠিয়া কহিল, আর খুনেরচর?

পার্বতীবাবু মৃদু হাস্য মুখে কহিলেন, শুনি, বহুদিন পূর্বে এখানে নাকি বহু খুনজখম হ'ত তাই ওই নাম হয়েছে।

এখনও হয়? এই বলিয়া কল্যাণী একবার পার্বতীবাবুর মুখের দিকে চাহিল।

পার্বতীবাবু নতমুখে কহিলেন, মাঝে মাঝে হয় বৈ কি,

মা। দুর্দান্ত প্রজাদের সায়েস্তা করতে হ'লে, অনেক সময় দাঙ্গাও করতে হয়। আর, একবার দাঙ্গা আরম্ভ হ'লে, কোথায় গিয়ে যে নিবৃত্ত হবে, তা কেউ বলতে পারে না, মা।

হুঁ! এই বলিয়া কল্যাণী পথ চলিতে লাগিল এবং জনতার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইতেই, সকলে একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, রাণীমা'র জয় হোক!

কল্যাণী মৃদু হাস্যমুখে কহিল, আমি রাণী নই, আমি আপনাদের ঘরেরই মেয়ে। আপনাদের মাঝে বাস করতে এসেছি। আপনাদের যদি কিছু অভাব-অভিযোগ থাকে, তবে আমাকে নিঃসঙ্কোচে জানাবেন, আমার সাধ্যমত তা'র প্রতীকার করব।

জনতা পুনরায় জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। কল্যাণী, তপুর হাত ধরিয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া গেল। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া জমিদার প্রাসাদতোরণের নিকট উপস্থিত হইতেই, সুবৃহৎ, সুসজ্জিত ফটকের উপর নহবতে আবাহন রাগিণী, আকাশে-বাতাসে ঝঙ্কৃত হইয়া পড়িতে লাগিল।

কল্যাণী বিস্ময় বিমুগ্ধচিত্তে, মর্মর প্রাসাদের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া, ধীর পদে, দাসদাসীদের অভিবাদন কুড়াইতে কুড়াইতে ভিতরে প্রবেশ করিল।

—নয়—

গত চারিবৎসর ধরিয়া, কেহ শাসন করিবার, হিসাব লইবার, কৈফিয়ৎ তলপ করিবার না থাকায়, জমিদারীর অ:ন্ধ্ররন্ধ্রে দুর্নীতির বিষবাষ্প প্রবেশ করিয়াছিল। ম্যানেজার হইতে পেয়াদা পর্যন্ত সকলেই লুটিয়া খাইবার অখণ্ড সুযোগ পাইয়াছিল, তাহারা নির্বিবাদে দিন দিন স্ফীত হইয়া উঠিতেছিল। তাহারা নিঃসন্দেহে ভাবিয়াছিল, চিরকাল এইভাবেই অতিবাহিত হইবে। ফলে, প্রজাদের মধ্যে যাহারা কর্মচারীদের মন যুগাইয়া চলিতে সক্ষম হইয়াছিল, তাহাদের নালিস বা অভিযোগ করিবার কিছুই ছিল না, অপরদিকে অন্যান্য সৎ ও নিরীহ প্রজারা ত্রাহি ত্রাহি ডাক্ ছাড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল। অবশেষে তাহারাই দরখাস্তের উপর দরখাস্ত পাঠাইয়া, কল্যাণীকে টানিয়া আনিতে সক্ষম হইয়াছিল।

কল্যাণীর আগমন বার্তা শুনিয়া প্রজাদের একাংশে যেমন আনন্দকলরব উঠিল, অন্য অংশে তেমনি ভীতির সঞ্চার হইয়া ছুটাছুটি, চক্রান্ত, এবং জল্পনা-কল্পনার আর অন্ত রহিল না।

গোমস্তা নরহরি, পার্বতীবাবুর অফিসে গিয়া উদ্বিগ্নমুখে কহিল, বিশেষ সুবিধে হবে ব'লে তো মনে হচ্ছে না, হুজুর।

পার্বতীবাবু চিন্তা করিতেছিলেন, কহিলেন, হুঁ !

নরহরির মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিল। সে চুপি চুপি কহিল, তবে উপায় ?

পার্বতীবাবু যেন ঘুম হইতে উঠিলেন, এমন ভাবে দুই হাতে চক্ষু মার্জনা করিয়া, আলস্য ভাঙ্গিয়া কহিলেন, উপায় কিছুই দেখ্‌ছি না, নরহরি। কলকাতা থেকে অ'ডটর্ আসবার জন্য আজ তার্ গেছে। দু'চার দিনের মধ্যেই কোন কিছুই আর গোপন থাক্‌বে না। এই বলিয়া তিনি উদ্বিগ্ন-মুখে একবার নরহরির দিকে চাহিলেন।

নরহরির কণ্ঠ হইতে শুধু একবার বাহির হইল, সর্বনাশ! এই বলিয়া সে মেঝের উপর বসিয়া পড়িল। তাহার চক্ষুর সম্মুখে জেলের ঘানিবৃক্ষ রূপে-রসে-গন্ধে সজীব হইয়া উঠিল।

পার্বতীবাবু একবার নরহরির দিকে চাহিয়া মৃদু হাস্যমুখে কহিলেন, এত যদি ভয় তোমার, তবে অত বেশী খাওয়া উচিত হয় নি !

নরহরি সহসা কোন জবাব দিল না। বহুক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া কহিল, কবে অডিটোর আস্‌বে ?

পার্বতীবাবু কহিলেন, দু'এক দিনের মধ্যেই ধ'রে নাও। তা'ছাড়া আজ হুকুম এসেছে, সমস্ত প্রজাদের কাছারী বাড়ীর মাঠে সমবেত কর্‌বার জন্যে। প্রজাদের মুখেই তিনি সব অভিযোগ শুন্‌তে চান।

নরহরি দাঁড়াইয়া কহিল, আপনি নিষেধ করেন নি ?

নিষেধ কর্‌ব কেন? এই বলিয়া পার্বতীবাবু নরহরির দিকে চাহিলেন।

নরহরি অতিমাত্রায় উদ্বিগ্ন হইয়া কহিল, এইবার ধনে-প্রাণে মারা যাবো, হুজুর।

তা' যাবে। আমিও যে বেঁচে থাক্‌ব, বিশেষ তেমন ভরসা হচ্চে না। ঐটুকু মেয়ে যে, আমার কথা পর্যন্ত বিশ্বাস কর্‌বে না, আমাকে পর্যন্ত অবিশ্বাস কর্‌বে, আমাকে মিথ্যাবাদী বল্‌তেও কুণ্ঠিত হবে না, তা' কে ভেবেছিল? এই বলিয়া তিনি সাতিশয় গম্ভীর হইয়া উঠিলেন।

নরহরি মনে মনে আরাম বোধ করিয়া প্রকাশ্যে কহিল, আপনাকেও মিথ্যাবাদী বলেছে?

কেন বল্‌বে না? তাঁ'র আসা অবধি ভুলেও যদি আমরা একটা সত্য কথা বলে না থাকি, তবে তাঁ'র বলায় কি এতখানি অবাক হ'তে আছে, নরহরি? আমি সব আশা ছেড়ে দিয়েছি। যা' হ'বার—হোক-গে। এই বলিয়া পার্বতীবাবু মুখ নত করিলেন।

নরহরি ভীত হইয়া কহিল, জেল খাটতে হবে, হুজুর।

পার্বতীবাবু কিছুমাত্র চঞ্চলতা প্রকাশ না করিয়া কহিলেন, তা' হবে।

নরহরির বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। সে ক্ষণকাল নীরবে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, আগামী পরশু রেভিনিউ পাঠাবার শেষ তারিখ, না, হুজুর?

পার্বতীবাবু গম্ভীরমুখে কহিলেন, তা' হবে।

হবে কি, হুজুর? রেভিনিউ কি পাঠাবেন না? তা' হ'লে মহাল যে নীলাম হ'য়ে যাবে? এই বলিয়া নরহরি উদ্বিগ্নমুখে চাহিল।

পার্বতীবাবু একবার চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, চুপ ক'রে থাক, নরহরি। যে দাম্ভিকা-মেয়ে আমাকে পর্যন্ত মিথ্যাবাদী বল্‌বার দুঃসাহস দেখায়, তা'কে আমি চূর্ণ না ক'রে যাবো না। এই দু'টো দিন চুপ-চাপ্‌ থাকো, তারপর দেখে নিচ্ছি, এই খুনেরচরের জমিদার কে?

নরহরি মনে মনে অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। কহিল, কর্ত্রী কি এ সব কিছুই জানেন না?

না, না, না! এই বলিয়া পার্বতীবাবু অকস্মাৎ উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, পুনশ্চ কহিলেন, একটা কথা শোন, নরহরি! তুমিও যত বড়ো পাপী আর পাষণ্ড, আমিও ঠিক তত বড়ো। তুমি যা' গত চার বছরে করেছ সেজন্য ছ'টি বছরের জেল, একেবারে তোমার হাতধরা হয়ে আছে। এই রেভিনিউ সম্বন্ধে কোন কথা যদি ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ পায়, তবে তোমাকে আমি প্রথমেই পুলিসের হাতে তুলে দেব। তারপর আমার অদৃষ্টে যা আছে—হবে। কিন্তু আগামী দু'দিন বাদে এই মহাল যখন আমার হাতে আসবে, তখন তুমি যেমন আছ, তেমনি থাকবে। জেল খাটতে তো হবেই না, বেশীর ভাগ এমনি ভাবে চাকরী কর্‌তে পারবে। কেমন রাজী আছ?

নরহরি কয়েকমুহূর্ত চিন্তা করিয়া কহিল, চাকরী থাক্ আর যাক্, হুজুর—ভাবিনে। কিন্তু এই বয়সে জেল খাটতে পারব না আমি। এই বলিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া পুনশ্চ কহিল, বেশ তা'ই হোক্। আমি কারুর কাছেই কোন কথা বল্‌ব না।

পার্বতীবাবু খুসী হইয়া কহিলেন, উত্তম! এতদিন ধর্মের দিকে চেয়ে, মহালটা বজায় রেখেছিলাম, কিন্তু তা'র পুরস্কার যদি ঐ একরত্তি মেয়ের হাতে এমন হয়, তবে আর কেন? মা বসুন্ধরা যখন অন্যায়ের ভার বহন করতে পারেন না, তখন আমিও পারলাম না ভেবে, এতটুকুও দুঃখিত নই, নরহরি।

নরহরি কহিল, আমাকে ছোট-মা ডেকেছেন কেন জানিনে। আপনি কিছু আন্দাজ করেন?

পার্বতীবাবু কহিলেন, না। কিন্তু সব অভিযোগই স্রেফ্ অস্বীকার ক'রে যাবে। তা' সে তোমার সম্বন্ধেই হোক, বা আমার সম্বন্ধেই হোক। বুঝেছ।

আজ্ঞে হাঁ, বুঝেছি। প্রজাদের ডাকবার কি করবেন? এই বলিয়া নরহরি, পার্বতীবাবুর মুখের দিকে চাহিল।

ডাকা হবে না। অন্ততঃ এই দু'টো দিন, কিছুতেই নয়। সে-সব আমি ভেবে-চিন্তে ঠিক ক'রে রেখেছি। তুমি এ নিয়ে আর মাথা ঘামিও না। বলিয়া পার্বতীবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

নরহরি মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে কহিল, রেভিনিউয়ের সব টাকাটাই, হুজুরের কাছে। আর তা' যখন দাখিল

করার প্রয়োজন রইল না, তখন······নরহরি কথা শেষ না করিয়া মাথা নত করিল।

পার্বতীবাবু কঠিন দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলেন, তুমি কি বলছ, তা' বুঝেছি, নরহরি। কিন্তু ও-টাকার ভাগ এখন দেওয়া চলবে না। কারণ নীলামে সম্পত্তি ডেকে নিতে হ'লে. বকেয়া রেভিনিউ শোধ করতে হয়। সুতরাং ও-টাকা থেকে একটি পয়সাও আমি খরচ করতে পারিনে।

নরহরি আর কিছু না বলিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। পার্বতীবাবু কঠিন ও বক্র দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

—দশ—

কাছারী-বাড়ীর দ্বিতলের একটি কক্ষে, তক্তাপোষের উপর জাজিম ও গালিচা পাতা বিছানায় বসিয়া বলিদানপুরের জমিদার, কুমার সুবিনয় গড়গড়ার নলে টান দিতেছিলেন। অদূরে ভিন্ন আসনে উপবিষ্ট গোমস্তা চরণদাস একমনে কাজ করিয়া যাইতেছিল। এমন সময়ে বন্ধু, নরেশ উল্কাবেগে প্রবেশ করিয়া কহিল, একটা সুখবর আছে।

নরেশের বলিবার ভঙ্গিতে, চরণদাস উৎসুক হইয়া উঠিল, এবং কর্ণকে সজাগ রাখিয়া অর্থহীন দৃষ্টিতে মোটা খাতাটার উপর চাহিয়া রহিল।

সুবিনয় কহিলেন, এইবার বলো ?

নরেশ একবার চরণদাসের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া চুপি স্বরে ফিস্ ফিস্ করিয়া কিছু বলিলে, সুবিনয়ের আলস্য-ভাব নিমেষে দূর হইয়া গেল। তিনি সবেগে সোজা হইয়া বসিয়া কহিলেন, বলো কি হে ! ক'ার কাছে শুনলে ?

শুনব কি, দাদা ! স্বচক্ষে দেখে এলাম যে !

সুবিনয় বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টিতে, একাধারে বন্ধু ও মোসাহেব নরেশের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, কোথায় দেখ্‌লে ?

ষ্টেশনের পথে। তিনি সেই ছোট ভাইটির হাত ধ'রে প্রাসাদের দিকে যাচ্ছিলেন, সঙ্গে বুড়ো ম্যানেজার ছিল।

হেঁটে ? এই বলিয়া স্থবিনয় বিস্ময় প্রকাশ করিলেন।

নরেশ কহিল, আমাকেই কি কম বিস্মিত করেছিল! পরে জুয়েল-নরহরির মুখে যা' শুনলাম, তা'তে আমার মনও মুগ্ধ হ'য়ে উঠেছে। শুনলাম কয়েকজন দুর্দান্ত প্রজার নামে তাঁর ম্যানেজার বুঝি নালিশ করেছেন, আর সেই প্রজারাই ওঁর কাছে দরখাস্ত ক'রে, কর্মচারীদের বিরুদ্ধে উৎপীড়নের অভিযোগ জানিয়ে এখানে আসতে বাধ্য করেছেন। কিন্তু ও-সব কথা যা'ই হো'ক, দাদা, কল্যাণী দেবীকে দেখে সত্যই আমি মুগ্ধ হ'য়ে পড়েছি।

স্থবিনয় গম্ভীরমুখে কহিলেন, মুগ্ধ হ'য়ে পড়েছ, তার অর্থ ?

বন্ধুর নীরস কণ্ঠস্বরে চমকিত হইয়া নরেশ কহিল, মুগ্ধ হ'য়ে পড়েছি, তা'র অর্থ এই যে, এমন তেজস্বী মেয়ে আমি জীবনে এই প্রথম দেখলাম। শুনলাম, তাঁ'কে আবাহন করবার জন্য যে সমারোহে বাদ্যকর, লাঠিয়াল প্রভৃতি ষ্টেশনে গিয়েছিল ম্যানেজারের ওপর বিরক্ত হ'য়ে সব কিছু বন্দোবস্তই বাতিল ক'রে দিয়েছিলেন।

স্থবিনয়ের মুখ হইতে শুধু বাহির হইল, আশ্চর্য !

সত্যই তা'ই, দাদা। আরও শুনলাম, তাঁর আগমনে এমন একটা ভয়-ভাব কর্মচারীদের মনে সঞ্চারিত হ'য়েছে, তা'

চোখে তাঁ'দের না দেখলে, আমি ঠিক বোঝাতে পার্‌ব না। এই বলিয়া নরেশ নীরব হইল।

স্থবিনয় কহিলেন, কেন বল তো?

আমি জানি নে, দাদা। নরেশ নিবেদন করিল।

আমি জানি, হুজুর। এই বলিয়া গোমস্তা চরণদাস দ্রুতবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল। পুনশ্চ কহিল, খুনেরচরের ম্যানেজার হ'তে পেয়াদা পর্যন্ত সব চোর। ওরা পুকুর-চুরী ক'রে এতদিন কাল কাটিয়েছিল, কিন্তু এবার সব কিছু ধরা পড়বে—এই ভয়ে অস্থির হ'য়ে উঠেছে।

নরেশ মৃদু হাসিয়া কহিল, দাদার চরণদাস অমন পুকুরের কাছে যায় না, টিউব-ওয়েল নিয়েই সন্তুষ্ট আছে। কি বলো, চরণদাস?

চরণদাস লজ্জিত হইয়া কহিল, হুজুরের মুখের ওপর কথা বলি, তেমন সাধ্য কোথায় হুজুর?

স্থবিনয় অসহ স্বরে কহিলেন, ও সব বাজে কথা রাখো, নরেশ। এখন বলো, উনি কি এখন কিছুদিন এখানে থাকবেন?

জবাব দিল চরণদাস। কহিল, হাঁ, হুজুর। শুনেছি, তিনি আর কলকাতা যাবেন না। এখান থেকেই সকল মহাল পরিচালনা করবেন।

হুঁ! এই বলিয়া স্থবিনয় পুনশ্চ তাকিয়া হেলান দিয়া চক্ষু মুদিত করিল।

ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া চরণদাস পুনশ্চ কহিল, দেশে গুজব হুজুর, কল্যাণী দেবীর ষ্টেটের ম্যানেজার না-কি কর্ম্মচারীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে বহু টাকা ভেঙেচেন। তা'ই উনি হঠাৎ এখানে আসাতে ওদের মাথায় যেন বজ্রাঘাত ভেঙ্গে পড়েছে।

নরেশ কৃত্রিম গম্ভীর মুখে কহিল, তোমার মাথায় কখনও বজ্রাঘাত পড়েছে, চরণদাস ?

চরণদাস অভিযোগ কানে না তুলিয়া কহিল, আমরা তো জানি হুজুর, এই পাশের গ্রামে, আর পাশের গ্রামেই বা বলি কেন, একগ্রামেই বাস করছি। আমি তো জমিদার সরকারে কাজ ক'রে বুড়ো হ'য়ে গেলুম, ম্যানেজার পার্ব্বতীবাবুর মত দুর্দান্ত লোক, দু'টি দেখি নি। উনি ওঁর দেশে পাকা-বাড়ি তৈরী করিয়েছেন, ছোট ছোট দু'একটা তালুকও কিনেছেন। এইবার তিনি মস্তো বড়ো একটা দাঁও মারবার ফিকিরে ছিলেন, কিন্তু হঠাৎ কল্যাণী দেবী এসে পড়াতে নাকি একেবারে জলে পড়ে গেছেন।

সুবিনয় চক্ষু মুদিত করিয়া শুনিতেছিলেন, সহসা সজাগ, হইয়া কহিলেন, কি রকম দাঁও ?

চরণদাস স্বর নীচু করিয়া কহিল, তা' ঠিক জানিনে, হুজুর। তবে শুনেছি, এই দাঁও মারতে পারলে একেবারে উনি লাল হ'য়ে যাবেন, আর অন্যদিকে কল্যাণী দেবী একেবারে পথে বসে পড়বেন।

বলো কি, চরণ ? এত বড়ো বদমাস ওই ম্যানেজার ! ওঁদের কি জমিদারী দেখবার শোনবার কেউ নেই নাকি ? এই বলিয়া সুবিনয় সোজা হইয়া বসিলেন।

চরণদাস কহিল, কে আর আছে, হুজুর ? কল্যাণী দেবী মামাবাড়ীতে আজীবন মানুষ হয়েছেন। তাঁর মামা, অবনীবাবু অত্যন্ত সরল প্রকৃতির ব্যক্তি। মাত্র বছরে একবার ক'রে প্রত্যেক মহাল ঘুরে যান। ম্যানেজার যা' বলেন, তা'ই মেনে নেন। শুনি, তিনি নাকি শুধু এই সংবাদ পেয়েই সন্তুষ্ট হন্ যে, যথা সময় গভর্ণমেণ্ট রেভিনিউ দেওয়া হয়েছে।

সুবিনয় কহিলেন, কল্যাণীদেবীর জমিদারীর মোট আয় কত, চরণ ?

তা' হবে বৈকি, হুজুর। লোকে বলে লাখ টাকা। কিন্তু সত্যি তা' নয়। পঞ্চাশ-ষাট হাজার তো বটেই ! কিন্তু আমার ভয় হয় হুজুর, এবার ওরা কল্যাণীদেবীকে বিপদে ফেলবার বিশেষ চেষ্টা পাবে। এই বলিয়া চরণদাস মুখ বিষণ্ণ করিয়াবসিল।

তুমি এত খবর পাও কি ক'রে, চরণ ? সহসা সুবিনয় প্রশ্ন করিলেন।

চরণদাস এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিল, তাহার পর নতমুখে কহিল, হুজুর খুনেরচরের গোমস্তা নরহরি, প্রায়ই তামাক খেতে হুজুরের কাছারীতে আসেন কি-না ! তিনি মাঝে মাঝে ম্যানেজারবাবুর উপর রাগ ক'রে অনেক কথা বলে ফেলেন। এই বলিয়া চরণদাস নীরব হইল।

নরেশ কহিল, তুমি তো ও-মহালের অনেক সংবাদই রাখো, চরণ। কিন্তু আমাদের ছুটী হচ্ছে কবে বল্‌তে পারো ?

চরণদাস বিনীত স্বরে কহিল, চেষ্টার তো ক্রটী হচ্ছে না, হুজুর। হুজুরের যে নিষেধ, নইলে একটু আধটু পীড়ন করলে, কবে পাঁচহাজার টাকা আদায় হ'য়ে যেত !

সুবিনয় কহিলেন, না, পীড়ন করা চলবে না। তাতে টাকা আদায় হ'তে দু'মাস দেরী হয়, আমি অপেক্ষা কর্‌ব। এই বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বন্ধুর দিকে চাহিয়া কহিলেন, এস নরেশ, একটু নদীতীর দিয়ে ঘুরে আসি।

চলুন, দাদা। এই বলিয়া নরেশ উঠিয়া দাঁড়াইল ও বাহিরে আসিয়া পুনশ্চ কহিল, হঠাৎ মদ ছাড়লেন কেন, বলুন তো ?

সুবিনয় পথ চলিতে চলিতে মৃদু হাসিয়া কহিল, আর খাব না, নরেশ। একবার চেষ্টা ক'রে দেখি, যদি আরও দুদিন বাঁচতে পারি।

কিন্তু আমি যে মারা যাই, দাদা! এই বলিয়া নরেশ হাসিতে লাগিল।

ওটা তোমার মিছে কথা, নরেশ। আমি জানি, তুমি শুধু আমার মন রাখতেই অল্প অল্প খেতে ধরেছিলে। তা ছাড়া আমি আরও জানি, তুমি আমার এই প্রচেষ্টার হন্তারক হবে না। সুবিনয়ের স্বরে আন্তরিকতা ফুটিয়া উঠিল।

নরেশ হাসিয়া কহিল, আমি হেতুটি জানি যাঁর জন্য আপনি এমন অসম্ভবও সম্ভব করতে পারছেন।

সুবিনয় বিস্মিত মুখে চাহিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন, তুমি জানো ?

জানি। নরেশ কহিল।

সুবিনয় কয়েক মুহূর্ত বন্ধুর হাস্যময় মুখের দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, হয় তো জানো।

এই বলিযা হঠাৎ তাঁহার দৃষ্টি অদূরে বংশদণ্ড স্কন্ধে আগত দুইজন দারোয়ানের দিকে চাহিয়া পুনশ্চ কহিলেন, ওরা আস্‌ছে কেন ?

নরেশ হাসিয়া কহিল, ওরা প্রত্যহই আপনার সঙ্গে আসে। এতদিন দেখেন নি, কারণ দেখবার দৃষ্টি আপনার সুরায় আচ্ছন্ন ছিল, আজ দেখেছেন, কারণ আপনার দৃষ্টি আজ আর আচ্ছন্ন নয়।

কিন্তু কেন ? এই বলিয়া সুবিনয় বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিলেন।

নরেশ হাসিয়া কহিল, এতদিন যত কথা শুনেছেন, তা' কিছুই শোনেন নি—দেখ্‌ছি। আপনার চরণদাস, এতদিন বৃথাই অভিযোগ জানিয়েছে যে, খুনেরচরের ম্যানেজার আপনার ভীষণ শত্রু, আপনাকে জব্দ করবার জন্য, আপনার এই ছোট মহালটুকু গ্রাস করবার জন্য, তাঁর প্রচেষ্টার আর অন্ত নেই। এমন কি সুযোগে পেলে আপনাকে একটু শিক্ষা দেবার জন্যও নাকি আদেশ জারী করেছেন। তাই চরণদাস···

বাধা দিয়া সুবিনয় হাসিয়া কহিলেন, অমন বিরাট ষ্টেটের ম্যানেজারের হুকুম, চরণদাসের ওই দু'জন পিলেব্র্যাণ্ড সিপাই

রদ্ করবে, এমন আশ্বাস সে পেল কি ক'রে বল্‌তে পারো ? আচ্ছা থাক্, তুমি এক কাজ করো, ওদের ফিরে যাবার আদেশ দাও !

নরেশের মুখ শুকাইয়া গেল। সে ম্লানস্বরে কহিল, থাক না, দাদা। ওদের ভার তো আর আমাদের বইতে হচ্ছে না !

সুবিনয়ের মুখে করুণ হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি ইঙ্গিতে অদূরে দণ্ডায়মান দারোয়ান দুইজনকে আহ্বান করিলেন। তাহারা প্রায় ছুটিয়া আসিয়া অভিবাদন করিলে, তিনি কহিলেন, তুম্ লোক্ কাছারীমে লট্ যাও।

দারোয়ানগণ পরম বিস্মিত হইল এবং একজন সভয়ে কহিল, লেকিন, হুজুর······

সুবিনয় অঙ্গুলি নির্দেশে পথ দেখাইয়া গম্ভীর স্বরে কহিলেন, যাও !

দারোয়ানগণ এই স্বরের গুরুত্ব অনুভব করিল এবং দীর্ঘ অভিবাদন করিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

সুবিনয়ের পশ্চাতে নরেশ চলিতে চলিতে কহিল, কাজটা কিন্তু ভাল হ'ল না, দাদা।

মন্দও হয় নি, নরেশ। সত্যি, তুমি ভয় পেয়েছ ? এই বলিয়া সুবিনয় একবার মুখ ফিরাইয়া চাহিয়া মৃদু হাস্য করিলেন।

নরেশ কহিল, ভয় আমার জন্য নয়, দাদা। আপনার যে-স্বাস্থ্য তা'তে ভয় হওয়া, অস্বাভাবিক কী ?

অস্বাভাবিক বই কি! নইলে ওই পালোয়ান সিংদের নিয়ে বিপদ বাড়তো বই কম্‌তো না। এইবার বাজে কথা ছাড়, নরেশ। আমি দু'একটা কথা বল্‌তে চাই। আচ্ছা চল, নদীর ধারে ওই পাকুড় গাছটার তলায় একটু বসি। এই বলিয়া সুবিনয় অপেক্ষাকৃত দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

—এগার—

খরস্রোতা নদী তর তর ধ্বনিতে বহিয়া যাইতেছিল। পাকুড়গাছের তলায় নবঘনশ্যাম দূর্বার উপর বসিয়া, সুবিনয় একটা তৃপ্তিবাচক শব্দ উচ্চারণ করিয়া কহিলেন, আঃ প্রাণ জুড়িয়ে গেল, নরেশ। এমন স্থান ছেড়ে কলকাতা যেতে আমার মন চায় না। এই নদী, ওই আকাশ, এই বাতাস লক্ষ টাকা খরচ করলেও সেখানে পাওয়া যাবে না। এখন আমি ভেবে পাই না, মানুষ এমন স্বর্গ ছেড়ে, সহরের মত নরককুণ্ডের জন্য অস্থির হয়ে মরে কেন!

নরেশ মৃদু হাসিয়া কহিল, আপনি নূতনের আকর্ষণে ভুলেছেন, দাদা। দু'দশদিন এই পরিবর্তন এমনি আনন্দজনকই হবে, কিন্তু তারপর, কোন আকর্ষণই আর আপনি খুঁজে পাবেন না। আমার কথা সত্য কি-না, আপনি যে-কোন এক গ্রামবাসীকে প্রশ্ন করলেই সত্য উত্তর পাবেন।

সুবিনয় কহিলেন, আমাকে যা মুগ্ধ করেছে, তা' সত্য কিনা জানবার জন্য আমি কোন গ্রামবাসীরই দ্বারস্থ হব না, নরেশ। ভগবান, সব মানুষকেই হৃদয় দিয়েছেন, সত্যি, কিন্তু হৃদয় দিয়ে ভালবাসবার শক্তি সকলকে সমান দেন নি। আমি যদি বলি, ওই যে পাখীগুলো গাছের ডালে চঞ্চল হ'য়ে গান গাইছে, তা'হ'লে অনেক বুদ্ধিমানই হাসবেন। পাখীর

চিঁচিঁকে কোন অর্বাচীন গান ভেবে মুগ্ধ হ'তে পারে, কিছুতেই বিশ্বাস করবেন না। আমি বলি তা'তে ক্ষতি কা'র বেশী হ'ল? চুলচেরা হিসাবের কোন প্রয়োজন নেই, ভাই। আমি যেন এমনি ভুলের মাঝেই সুখী হই!

নরেশ কহিল, যদি অভয় দেন, দাদা, তবে বলতে চাই, আপনার উচ্ছ্বাস আমার কাছেও একটু বাড়াবাড়ি ঠেক্‌ছে। দয়া ক'রে অধীনের একটা কথা মনে রাখবেন। এমন উচ্ছ্বাস যেন কোনদিন চরণদাসের কানে তুলবেন না। তা' হ'লে···

বাধা দিয়া সুবিনয় কহিলেন, চুপ করো বুদ্ধিমান। এই বলিয়া তিনি ক্ষণকাল নীরবে চিন্তা করিয়া পুনশ্চ কহিলেন, তুমি কারুকে কখনও ভালবেসেছ, নরেশ?

নরেশ ক্ষণকাল বিস্মিত দৃষ্টিতে সুবিনয়ের দিকে চাহিয়া রহিল। পরে কহিল, সুযোগ পাই নি, দাদা।

সুবিনয় কহিলেন, তুমি 'প্রথম দর্শনেই প্রেম' ব'লে যে ইউরোপীয় একটা চলিত-কথা আছে, তা' যে এদেশেও সম্ভব, বিশ্বাস করো?

পূর্বে করতাম কি-না স্মরণ নেই, কিন্তু এখন করছি। এই বলিয়া নরেশ উচ্চ হাস্য চাপিবার বৃথা প্রয়াস পাইল।

সুবিনয় গম্ভীরমুখে কহিলেন, তোমার কাছে আজ একটা কথা স্বীকার করছি, নরেশ। আমি ভালবেসেছি। সত্যিকার ভালবাসার শক্তি যে এমন প্রচণ্ড, তা' আমি কোনদিন কল্পনাও করতে পারতাম না। সারাজীবন যে সব

সংসর্গে ঘুরে, বিপুল সম্পদ নষ্ট করেছি, সেখানে এমন ভালবাসার নামগন্ধও ছিল না। আজ আমার এই ভেবে বড় দুঃখ হচ্ছে ভাই, যে সত্যকার জীবনের পরিচয় অত্যন্ত দেরীতে পেলাম!

নরেশ বিস্মিত হইয়া কহিল, দেরী কেন বল্‌ছেন?

দেরী বৈ কি, নরেশ। আজ আমার এত গভীর অধঃপতন হয়েছে যে, আমার মুখ দেখে—আমার অধোগতির ইতিহাস পড়া যায়! এর চেয়ে মানুষের জীবনে বড়ো অভিশাপ আর কিছু আছে বল্‌তে পারো? এই বলিয়া সুবিনয় কাতর দৃষ্টিতে নরেশের মুখের দিকে চাহিলেন।

নরেশ নতস্বরে কহিল, বুঝেছি, আপনি কল্যাণী দেবীকে ভালবেসেছেন, দাদা। কিন্তু সেজন্য আপনার দুঃখিত হবার কি আছে বুঝিনে! আমাকে মার্জনা করবেন আপনি, আমি বল্‌তে চাই, আপনি যে-পথে চলেছিলেন, সে পথে আর না চলেন, যে-ভাবে নিজেকে থামিয়ে দিয়েছেন, তা'র যেন আর ব্যতিক্রম না হয়, তবে আপনার হতাশ হবার কিছুমাত্র হেতুই নেই।

সুবিনয় ম্লানস্বরে কহিলেন, মিথ্যা-প্রবোধ আমি চাই না, নরেশ। আমি জলন্ত-সত্য ছাড়া আর কিছুই চাই না।

নরেশ দৃঢ়স্বরে কহিল, আমি বল্‌ছি, আপনি তা'ই পাবেন। যে-মুখ একদিন আপনার দিকে চেয়ে ঘৃণার কুঞ্চিত হ'য়ে উঠেছিল, আপনার এই কঠোর তপস্যার মহিমায়, সেই মুখ

আবার প্রসন্ন-হাস্যে ভরে যাবে, দাদা। আমি কবি নই, সাহিত্যিক নই, আমি শুধু এই বুঝি, একদিন ভুল পথে যখন চলেছি, তখন দুর্ভোগও প্রচুর ভোগ করেছি, এখন ভুল ভেঙ্গেছে, সুতরাং সব দুর্ভোগেরও সমাধি ঘটেছে।

অকস্মাৎ সুবিনয় দুই হাতে মুখ চাপিয়া কহিলেন, তুমি তো কখনও ভালবাসনি, তাই কখনও ঘৃণার হৃদয়বিদারক বিকাশও দর্শন করো নি! কিন্তু আমি দেখেছি, আমি বুঝেছি, আমি জেনেছি। মাটির ঠাকুরে প্রাণ প্রতিষ্ঠাও সম্ভব হতে পারে, কিন্তু সেই গভীর ঘৃণা কোনদিনই ক্ষয় পাবে না।

এমন সময়ে চরণ দাসের সঙ্গে কয়েকজন লোককে আসিতে দেখা গেল। সুবিনয় পুনশ্চ কহিলেন, আমার একটা অনুরোধ আছে নরেশ, যা শুনলে তা' যেন আর দ্বিতীয় ব্যক্তি না শোনে, ভাই।

আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, দাদা। এই বলিয়া নরেশ সুবিনয়ের ম্লান মুখের দিকে পরম বিস্ময়ভরে চাহিয়া রহিল।

ইতোমধ্যে চরণদাস আসিয়া জমিদারকে প্রায় আভূমিনত হইয়া নমস্কার করিল ও তাহার দেখাদেখি তাহার সঙ্গে আগত ব্যক্তি কয়টিও অনুকরণ করিল।

এই ভাবে শান্তি ভঙ্গের দরুণ সুবিনয় বিরক্ত হইয়া কহিলেন, এখন তুমি যাও, চরণ। আমি একটু ব্যস্ত আছি।

চরণদাস সবিনয়ে কহিল, হুজুরকে একটু বিশেষ প্রয়োজনে বিরক্ত করতে বাধ্য হয়েছি। এই বলিয়া চরণদাস

বাধা আসিবার পূর্বেই সঙ্গের একটি লোককে দেখাইয়া পুনশ্চ কহিল, ইনি হচ্ছেন, হুজুরের বর্ধিষ্ণু প্রজা, বিরিঞ্চিবাবু। এঁর কথা হুজুরের কাছে বহুবার নিবেদন করেছি। ইনি···

সুবিনয়ের বিরক্তি অকস্মাৎ দূর হইয়া গেল। তিনি সমুৎসুক হইয়া কহিলেন, ইনি খুনেরচরের জমিদারেরও প্রজা না? এঁর নামেই তো; ও-মহালের ম্যানেজার পার্বতীবাবু কয়েক নম্বর মোকর্দমা ইস্যু করেছেন?

হুজুরের কিছুই বিস্মরণ হয় না। এই বলিয়া চরণদাস, বিরিঞ্চি সাহাকে চক্ষুর ইঙ্গিতে কিছু জানাইয়া পুনশ্চ কহিল, হুজুর, এখন ইনি আপনার শরণাপন্ন হ'তে চান, কারণ আপনি ওকে রক্ষা না করলে এ-যাত্রা আর ওঁর রক্ষা নেই।

সুবিনয়, বিরিঞ্চির দিকে চাহিয়া কহিলেন, কি হয়েছে আপনার?

হুজুর, সব মিথ্যে, সব জাল। আমার কাছে একটি পাইও খাজনা বাকী নেই। কিন্তু তিন বছরের হিসাবে প্রায় দু'হাজার টাকা আমার নামে বকেয়া খেলাপ দাবী ক'রে, মোকর্দমা রুজু করেছে। তা'রপর, যেদিন আমি গ্রামে ছিলাম না, সেইদিন আমি জমিদারের দু'জন দারোয়ানের মাথা ফাটিয়ে, তা'দের কাছ থেকে সরকারের একহাজার টাকা লুট করেছি, এই অভিযোগে দু নম্বর রুজু করেছে। তারপর···

বাধা দিয়া সুবিনয় কহিলেন, আপনার ওপর পার্বতীবাবু এতটা বিতৃষ্ণ কেন?

ভগবান জানেন, হুজুর! আমার অপরাধের মধ্যে এই যে, উনি একটি অনাথা বালিকার সম্পত্তি নিজের নামে মিথ্যে দেনার দায়ে খরিদ ক'রে নিচ্ছেন দেখে, আমি কলকাতায়, বর্তমান জমিদার কল্যাণীদেবীকে জানিয়েছিলুম। তা' ছাড়া পার্বতীবাবুর আর তাঁর সহকারী পাষণ্ড নরহরির, সকল কুকীর্তি আমি জানি, এই ভয়ে আমাকে একেবারে পিষে মারবার চেষ্টা করছেন।

সুবিনয় ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, কিন্তু আমি আপনাকে কি সাহায্য করতে পারি? কল্যাণী দেবী তো এখানে এসেছেন, তাঁ'র সঙ্গে দেখা ক'রে সব কিছু নিবেদন করুন না?

বিরিঞ্চি সাহার মুখে করুণ হাসি খেলিয়া গেল। সে কহিল, সে চেষ্টা কি আমি না করেছিলাম, হুজুর? কিন্তু পার্বতীবাবুর দয়ায় কোন সুযোগেই তাঁর কাছে যেতে পারি নি।

সুবিনয় চিন্তিত হইয়া পড়িল। তাঁহাকে চিন্তা করিতে দেখিয়া বিরিঞ্চি পুনশ্চ কহিল, আমি নিশ্চিন্ত ভাবে জেনে বলছি হুজুর, পার্বতীবাবুই কল্যাণী দেবীর সর্বনাশ করবে। শুনছি না-কি, এবারে রেভিনিউ দাখিল করা হবে না। ফলে, সমস্ত সম্পত্তি নীলামে উঠবে। আর.....

সুবিনয় অস্থির কণ্ঠে কহিলেন, এ-সংবাদ আপনি কোথায় পেলেন?

হুজুর, পাপ কাজ কি কখনও গোপন থাকে? পাপীদের গুপ্ত পরামর্শ কোন ফাঁকে যে প্রচার হ'য়ে পড়ে, তা'ও এক সমস্যার বিষয়। যদিও আমি, আপনাকে এই সংবাদের সঠিক প্রমাণ দিতে পারবো না, তবু আমি জোর গলায় বল্‌তে পারি হুজুর, ওই অনভিজ্ঞা মেয়ে. কল্যাণীদেবীর বিশেষ দুর্দিনটি ক্রমশ এগিয়ে আস্‌ছে।

সুবিনয় কহিলেন, এখন, আপনি আমার কি সাহায্য চান বলুন? আমাদের খাজনা তো সব মিটিয়ে দিয়েছেন আপনি?

বিরিঞ্চি কিছু বলিবার পূর্বেই চরণদাস কহিল, হাঁ, হুজুর। ওঁর মত সান্‌সা প্রজা, হুজুরের মহালে খুব কমই আছেন।

ভাল, কিন্তু আমি এখন ব্যস্ত আছি, আপনি আমার সঙ্গে একবার কাছারীতে দেখা করবেন, তখন এ বিষয়ে ভেবে-চিন্তে পরামর্শ করা যাবে। এই বলিয়া সুবিনয় চরণদাসকে যাইবার জন্য ইঙ্গিতে আদেশ দিলেন।

চরণদাস কহিল, চলুন, বিরিঞ্চিবাবু। হুজুর যখন আপনাকে একবার আশ্বাস দিতে স্বীকৃত হয়েছেন, তখন দশটা পার্বতী-বাবুরও আর সাধ্য নাই যে, আপনাকে কোন বিপদে ফেলে।

চরণদাসের পশ্চাতে ছোট দলটি চলিয়া গেলে, নরেশ কহিল, এ সব ঝঞ্ঝাট আবার কেন নিতে গেলেন, দাদা? মিথ্যো মিথ্যে বিপদ আর অশান্তি বরণ ক'রে নিলেন।

সুবিনয় গম্ভীর মুখে কহিলেন, জগতে কোন কিছুই মিথ্যে নয়, নরেশ। এই সব ভীত, অত্যাচারিত প্রজাদেরই কোন

কাজে যদি না লাগি; তবে জমিদার সাজার অর্থ একমাত্র প্রহসনে দাঁড়ায়।

নরেশ চিন্তিতমুখে কহিল, কিন্তু পারবেন রক্ষা করতে ?

অন্তত পক্ষে চেষ্টা করতে দোষ কোথায়, নরেশ ? না পারি, তবু এই সান্ত্বনা পাবো যে, চেষ্টা করেছিলাম, চেষ্টার মধ্যে কোন কার্পণ্যতো ছিল না। এই পাথেয় তো বড়ো কম সঞ্চয় নয়, ভাই !

নরেশ কহিল, কল্যাণীদেবীর বিরুদ্ধে যাবেন ?

সুবিনয় মৃদু হাসিয়া কহিল, না, তা' সম্ভব হবে না, নরেশ। কিন্তু একটা অত্যাচারী, চোর, জোচ্চোর কর্মচারীর বিরুদ্ধে যাওয়ার অর্থ, তাঁর বিরুদ্ধে যাওয়া নয়।

নরেশ মুখ ভার করিয়া কহিল, আপনার লজিক বুঝতে পারা সত্যই কঠিন, দাদা। কারণ কল্যাণীদেবীর কর্মচারীরা তাঁরই নামে এই সব কুকীর্ত্তি সাধন করছে যখন, তখন তা'দের বিরুদ্ধে যাওয়ার অর্থ একমাত্র আমি এই বুঝি, যে তা' কল্যাণী দেবীরই বিরুদ্ধে যাওয়া।

সুবিনয় উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কহিলেন, এখন এস, একটু ঘুরে বেড়াই, নরেশ। এই বলিয়া সুবিনয় অগ্রসর হইলে নরেশ কহিল, ওদিকটা ভিন্ন রাজার রাজত্ব, দাদা। ওদিকে না গিয়ে বরং স্বরাজ্যে ভ্রমণ করাই নিরাপদ যুক্তি। এদিকে ফিরুন।

সুবিনয় কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া কহিলেন, তুমি যদি

ভয় পেয়ে থাকো নরেশ, তবে কাজ নেই তোমার এসে। আমি একাই একটু হাওয়া খেয়ে আসি।

নরেশ মুখভার করিয়া কহিল, আমার জন্যই আমি উদ্বিগ্ন কি না! আপনার মুখে তো কিছুই আটকায় না, দাদা! চলুন—যেদিকে আপনার খুসী।

এস। এই বলিয়া সুবিনয় অগ্রসর হইয়া খুনেরচরে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। নরেশ নির্বাকমুখে অনুসরণ করিতে লাগিল।

— বার —

ম্যানেজার পার্বতীবাবু তাঁহার অফিস কক্ষের বাতায়নের ভিতর দিয়া হঠাৎ যে দৃশ্য দেখিলেন, তাহাতে তিনি এতটা পরিমাণে চমকিত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন যে, সম্মুখে দণ্ডায়মান মূর্তিমান কূটচক্রী, নরহরি সভয়ে দুই-পা পিছাইয়া গিয়া কহিল, সাপ নয় তো, হুজুর ?

তোমার মাথা ! এই বলিয়া পার্বতীবাবু চশমা জোড়াটা একহাতে ও অন্যহাতে মুক্ত কোঁচা ধরিয়া দ্রুতপদে কাছারী ঘরের বাহিরে আসিলেন, এবং প্রায় দৌড়াইয়া ফটকের নিকট উপস্থিত হইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ডাকিলেন, ছোট-মা ?

তরুণী কল্যাণী, তপুর হাত ধরিয়া বাহিরে যাইতেছিল, আহ্বান শুনিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল এবং পিছন দিকে মুখ ফিরাইয়া শান্ত কণ্ঠে কহিল, কিছু প্রয়োজন আছে, পার্বতীবাবু ?

তপন বিব্রত দৃষ্টিতে বাধাদানকারীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

পার্বতীবাবু কোনরকমে কোঁচাটা যথাস্থানের বহুদূরে গুঁজিয়া চশমা জোড়া চক্ষুতে লাগাইয়া গম্ভীর মুখে কহিলেন, আপনার তো বাইরে যাওয়া চল্‌বে না, ছোট-মা।

কল্যাণীর চক্ষুতে বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল। সে কয়েক মুহূর্ত অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, চল্‌বে না ! কেন ?

না, কিছুতেই চল্‌বে না, ছোট-মা। চারিদিকে দুর্দান্ত শত্রুরা ওৎপেতে বসে আছে। এমন সময়ে আপনাকে আমি কিছুতেই এমন ভাবে বাইরে যেতে দিতে পারি না। আপনি প্রাসাদে ফিরে যান, ছোট-মা। এই বলিয়া পার্বতীবাবু একবার অদূরে দণ্ডায়মান নরহরির দিকে চাহিয়া গদগদ স্বরে কহিলেন, ভগবানের অসীম করুণা যে, আমার চোখেই এমন দুর্ঘটনা পড়ে গেল! নইলে, এর ফল যে কি হ'ত, ছোট-মা, আমি ভাব্‌তেই পারিনে। দয়াময়, মঙ্গলময়, তুমিই সত্য!

পার্বতীবাবু দুই কর যুক্ত করিয়া কপালে স্পর্শ করিবার উপক্রম করিয়া নিরস্ত হইলেন।

কল্যাণী সস্মিত মুখে কহিল, আপনি চিন্তিত হবেন না পার্বতীবাবু। আমি তপুকে নিয়ে একটু ঘুরে আস্‌ছি। তপু তো কখনও পল্লীগ্রাম দেখে নি!

কল্যাণী অগ্রসর হইবার উপক্রম করিলে, পার্বতীবাবু দ্রুতপদে তাহার সম্মুখে গিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, না, মা, কিছুতেই হ'তে পারে না। আপনি জানেন না, আপনি বোঝেন না, কি ভয়ানক বিপদই না চারিদিকে অপেক্ষা করছে। না, মা, আমার কথা শুনুন। আপনি—

কল্যাণী গম্ভীর স্বরে কহিল, আমি বল্‌ছি, আপনার চিন্তার কিছুমাত্র হেতু নেই। পথ ছাড়ুন, পার্বতীবাবু!

কল্যাণীর কঠিন স্বরে পার্বতীবাবু কিছুমাত্র বিচলিত না

হইয়া কহিলেন, মিথ্যে আপনি জেদ্ করছেন, ছোট-মা। এটা আপনার কলকাতা নয়, এটা খুনেরচর। এখানে যখন এসেছেন আপনি, তখন আমার স্কন্ধে যে-দায়িত্বের বোঝা চেপেছে, তা' থেকে নিষ্কৃতি আমার নেই। এই বলিয়া তিনি ফটকের দারোয়ানদ্বয়ের দিকে চাহিয়া কহিলেন, ফটক বন্ধ করো।

কল্যাণী সবিস্ময়ে দেখিল, দারোয়ান ফটক বন্ধ করিয়া দিয়াছে। ক্রোধে তাহার ব্রহ্মরন্ধ্র অবধি তপ্ত হইয়া উঠিল। অতি কষ্টে আপনাকে সংযত করিয়া, কল্যাণী কঠিন স্বরে কহিল, এ সবের অর্থ কী, পার্বতীবাবু?

পার্বতীবাবু মোলায়েম হাস্যে কহিলেন, স্বর্গগত কর্তা যদি আজ জীবিত থাকতেন, তবে তিনিই বুঝতেন মা, যে আমার অপ্রিয় দায়িত্বের অর্থ কী! আমার প্রার্থনা, ছোট-মা, আপনিও তাই বুঝুন। তা'ছাড়া আমাকে যদি পূর্বাহ্নে জানাতেন, মা, যে আপনি এই শত্রুপুরীর ভিতর একা বেড়াতে যাবেন, তা' হ'লে আমি আপনাকে প্রাঞ্জল ভাবে কারণটি নিবেদন করতাম। তা' হ'লে এই অহেতুক অপ্রিয় দায়িত্ব হ'তে আপনার অধীন ভৃত্যও নিষ্কৃতি পেতো।

কল্যাণী জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, প্রাঞ্জল হেতুটি কী, পার্বতীবাবু?

পার্বতীবাবু মৃদু হাসিয়া কহিলেন, আর কোন প্রয়োজনই তা'র নেই, ছোট-মা। তা'ছাড়া চাকর-বাকরদের কৌতূহলী

দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে, আমার কৈফিয়ৎ চাওয়া, আপনার পক্ষেও সমীচীন হচ্ছে না, ছোট-মা। আমার এখন আর সময় নেই, আপনি প্রাসাদে যান, অন্য সময়ে আমি বিস্তারিত ভাবে এখানকার পরিস্থিতি আপনাকে জানিয়ে আস্‌ব।

কল্যাণী আপন অসহায় অবস্থা বুঝিতে পারিয়া অকস্মাৎ ক্রুদ্ধস্বরে কহিল, আপনার এই কাজের জন্য কি প্রতিক্রিয়া হ'তে পারে জানেন ?

পার্বতীবাবু একমুহূর্ত গম্ভীর মুখে চাহিয়া থাকিয়া, পুনশ্চ হাস্যমুখে কহিলেন, আপনার অনুগত ভৃত্য, আপনার দেওয়া সব কিছুরই জন্য প্রস্তুত আছে, ছোট-মা।

কল্যাণী আর দ্বিতীয় কথা না বলিয়া অস্বাভাবিক গম্ভীর মুখে, তপনের হাত ধরিয়া প্রাসাদ অভিমুখে গমন করিল।

যে মুহূর্তে কল্যাণী কাছারী বাড়ীর পশ্চাতে অদৃশ্য হইয়া গেল, নরহরি দ্রুতপদে পার্বতীবাবুর নিকট অগ্রসর হইয়া আসিয়া, চাপাহাসি মুখে কহিল, এখনই সর্বনাশ হইয়াছিল, হুজুর। আপনার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কোন কিছুই এড়ায় না!

পার্বতীবাবু কোন উত্তর দিলেন না। তিনি অফিস কক্ষে প্রত্যাগমন করিয়া চেয়ারে উপবেশন করিলেন, এবং কিছু সময় চিন্তিতমুখে অবস্থান করিয়া কহিলেন, আগামী দু'টো দিন কেটে না যাওয়া পর্যন্ত, আমার আর সুস্থির হবার উপায় নেই।

নরহরি বুঝিল, আগামী পরশ্ব রেভিনিউ দাখিলের

দিনকেই লক্ষ্য করিয়া পার্বতীবাবু আশঙ্কা প্রকাশ করিতেছেন। সে পুনশ্চ কহিল, আপনার চোখে না পড়্লে, আজই সর্বনাশ হ'য়ে যেতো, হুজুর।

পার্বতীবাবু কহিলেন, তা' যেতো। কিন্তু তুমি কি ভাবো, একটা রত্তি মেয়েকে ভয় কর্তে হবে, পার্বতী ঘোষালকে ? তা' যদি হ'ত, তা' হ'লে কোন্‌দিন সব কিছু ফাঁক হ'য়ে যেতো, নরহরি। এই দু'টোদিন একটু সাবধানে থাকতে হবে, তারপর ঘাড় ধরে প্রাসাদ থেকে বা'র ক'রে দিয়ে বোঝাবো, দু'টো ডিক্রিধারী আধুনিক-মহিলার সঙ্গে, পাঠশালার বিদ্যে পাওয়া, পার্বতী ঘোষালের পার্থক্য কতখানি ! বাপ্‌ ! মেয়ে নয় ত' যেন আগুন ! এমন জেদী মেয়ে আমি···

পার্বতীবাবুর কথা শেষ হইবার পূর্বেই, প্রাসাদের একজন ভৃত্য প্রবেশ করিল, এবং পার্বতীবাবুকে অভিবাদন করিয়া জানাইল যে, ছোট-মা তাঁহাকে তলপ করেছেন।

পার্বতীবাবুর মুখে কুটীল হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। তিনি মোলায়েম স্বরে কহিলেন, ছোট-মাকে বলো-গে আমি বিকালে সময় ক'রে দেখা কর্‌ব। এখন অত্যন্ত ব্যস্ত আছি।

ভৃত্য পুনরায় অভিবাদন করিয়া কহিল, ছোট-মা বলেছেন, তিনি দু'মিনিটের বেশী সময় নেবেন না। আপনাকে অবিলম্বে স্মরণ করছেন, হুজুর !

পার্বতীবাবু কিছু চিন্তা করিলেন, পরে কহিলেন, আচ্ছা যাও, বলো-গে, আমি এখনই আস্‌ছি।

ভৃত্য বাহির হইয়া গেল, নরহরি সভয়ে কহিল, কি ব্যাপার বলুন তো, হুজুর ?

পার্বতীবাবু হাসিতে হাসিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং নরহরির দিকে চাহিয়া কহিলেন, ব্যাপার ! তাঁর কর্তৃত্ব এখনও অটুট্ আছে কি-না, একবার পরীক্ষা করতে চান আর কি ! এই বলিয়া কূটবুদ্ধি, দুরাচার পার্বতীবাবু, অন্দরের বহির্মহলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, কালবৈশাখীর মত মুখ করিয়া, কর্ত্রী কল্যাণী দেবী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

আমাকে স্মরণ করেছেন, ছোট-মা ? এই বলিয়া পার্বতী-বাবু বিনীতদৃষ্টিতে একবার চাহিয়া দৃষ্টি নত করিলেন।

কল্যাণী আপাদমস্তক তীক্ষ্নদৃষ্টিতে একবার লক্ষ্য করিয়া কহিল, আপনার ওই ব্যবহারের কৈফিয়ৎ কী, পার্বতীবাবু ? আপনি কি জানেন, আপনি কা'র গতিবিধির ওপর হস্তক্ষেপ করেছেন ?

জানি বৈ-কি ছোট-মা। কিন্তু আপনি যদি স্থিরচিত্তে একবার ভেবে দেখেন যে, আমি যা করেছি, যে-কোন রাজ-ভক্ত অনুগত কর্মচারীর তা' করা ভিন্ন দ্বিতীয় পথ নেই ব'লেই করেছি। আপনার প্রাণের মূল্য, আমি খুনেরচরের দশ হাজার নর নারীর প্রাণের সমবেত মূল্য অপেক্ষা বেশী ভাবি, ছোট-মা। আপনি তো জানেন না, এই বিরিঞ্চি সা, আপনাকে হত্যা করবার জন্য কি রকম ষড়যন্ত্র জাল বিস্তার করেছে ?

কল্যাণী ক্রোধে ফাটিয়া পড়িয়া কহিল, মিথ্যা কথা।

মাত্র এক মুহূর্তের জন্য দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া, পরমুহূর্তেই অদ্ভুত শক্তিবলে, পার্বতীবাবু সংযত হইয়া কহিলেন, এমন ভীষণ অভিযোগ স্বর্গগত কর্তাও করতে পারতেন না, ছোট-মা।

ক্রোধের মাত্রাজ্ঞানশূন্য মুহূর্তে কল্যাণীর মুখ যাহা বলিয়া ফেলিয়াছিল, পরে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া পাইয়া মন নিরতিশয় লজ্জিত এবং অনুতপ্ত হইয়া উঠিল। কল্যাণী ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া শান্তকণ্ঠে কহিল, আমি যে বিরিঞ্চি সাহা ও অন্যান্য বিদ্রোহী প্রজাদের তলপ করেছিলাম, তা'র কি হ'ল ?

পার্বতীবাবু সম্ভ্রম-স্বরে কহিলেন, আপনার আদেশ তৎক্ষণাৎ তা'দের গোচর করেছিলাম, কিন্তু তারা কেউই এখানে দেখা করতে সম্মত নয়।

কল্যাণী পরমাশ্চর্য বোধ করিল। কারণ যাহারা, তাহার সহিত একবার দেখা করিবার জন্য দরখাস্তের উপর দরখাস্ত পাঠাইয়া তাহাকে উত্যক্ত করিয়া টানিয়া আনিয়াছিল, তাহারাই দেখা করিতে সম্মত নয় শুনিয়া, তাহার মন কিছুতেই একথা বিশ্বাস করিতে চাহিল না। সে কহিল, কোথায় দেখা করতে সম্মত তা'রা ?

পার্বতীবাবু কহিলেন, সে কথাও তারা জানায় নি, ছোট-মা। কিন্তু আমি বলি কি, যা'দের নামে সরকার এতগুলো মামলা জারি করেছে, তা'দের সঙ্গে মেলামেশা

ক'রে, আপনার নিজের ক্ষতি করার সার্থকতা কোথায়, ছোট-মা ?

কল্যাণী ঐ প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না।

কল্যাণীর নীরব মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া পার্বতীবাবু পুনশ্চ কহিলেন, একে তো বিরিঞ্চি সা'র মত দুর্দান্ত বদ্‌মায়েস প্রজা, আপনার জমিদারীতে আর দ্বিতীয় নেই; অন্য কোন জায়গায় আছে কি-না, তা'ও জানিনে, তারপর বলিদানপুরের মাতাল জমিদারটা, এতদিন পরে মহালে এসে এই বিরিঞ্চির সঙ্গে যোগ দিয়ে, এমন একটা ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি করেছে, মা, যা' আপনি কল্পনাতেও অনুমান করতে পারবেন না।

কল্যাণী কহিল, বলিদানপুর কা'দের মহল ?

শোভাবাজারের পালিতদের। এক সময়ে তাঁদের অবস্থা খুবই ভাল ছিল। কিন্তু বর্তমান জমিদারের হাতে এসে, একে একে বহু মাতাল দেনার দায়ে বিক্রী হ'য়ে গেছে। শুনি, এই বলিদানপুর ছাড়া আরও তিন-চার খানা ছোট মহাল অবশিষ্ট আছে। কিন্তু লোকটা এমন মাতাল আর এমন দুর্দান্ত যে, বেশীদিন আর কিছু থাকবে ব'লে মনে হয় না।

কল্যাণীর মনে হইল, এই জমিদারের কথা পূর্বেও সে শুনিয়াছে। কিন্তু কোথায় ও কখন ? ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করিতেই তাহার মনে পড়িল, এই শোভাবাজারের এক জমিদার এবং মত্তপ তো বটেই, পাত্র

তাহাকে বিবাহ করিবার উদ্দেশে কিছুদিন পূর্বে দেখিতে গিয়াছিলেন। তাহার কল্পনাকাশে সমস্ত দৃশ্যটী পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। কহিল, ইনি কি পূর্বে কখনও, মহালে আসেন নি?

না, ছোট-মা। শুনি মদের ঋণশোধ করবার জন্য এ বন্ধুর পরামর্শে হাজার-পাঁচেক টাকা যোগাড় করতে এখানে এসেছে। টাকাটা হাতে পেলেই চলে যাবে, এই রকম কথা ছিল। কিন্তু এখন দেখ্‌ছি, সে বিরিঞ্চি সা'কে উৎসাহ দিয়ে আমাদের সঙ্গে বিবাদটা পাকা ক'রে তুলে, মোটামুটি কিছু বাগাতে চায়।

কল্যাণীর মন তিক্ত হইয়া উঠিল। একে তো প্রথম দৃষ্টিতেই এই জমিদারটির সম্বন্ধে সে, যে-মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিল, তাহার সম্বন্ধে যে-ধারণা মনে অঙ্কিত হইয়াছিল, এই সংবাদে তাহার মন নিরতিশয় বিরক্তিতে ভরিয়া গেল। কহিল, আমি এখানে এসেছি, তিনি জানেন?

প্রশ্ন শুনিয়া পার্বতীবাবু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কহিলেন, কে জানেন, ছোট-মা?

না, থাক। আপনি এখন আসুন। হাঁ, একটা কথা। প্রজাদের নামে আর কোন নূতন মোকর্দমা করবেন না, তো? কল্যাণী প্রশ্ন করিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কহিল।

পার্বতীবাবু মৃদু হাস্যমুখে কহিলেন, জমিদারী রাখ্‌তে হ'লে মামলা-মোকর্দমা করতেই হবে, ছোট-মা। তা'ছাড়া

আমাকে যতদিন এই দায়িত্ব বহন করতে হবে, ততদিন আপনার স্বার্থ আমাকে দেখ্‌তেই হবে, ছোট-মা।

কল্যাণীর মুখে এক টুক্‌রা বিদ্রূপ হাস্য ফুটিয়া উঠিয়া মিলাইয়া গেল। সে কহিল, আর একটা বিষয় আমি পরিষ্কার পার্‌তে চাই। আমাকে কি প্রাসাদের বাইরে যেতে আপনি দুর্দাস্তবন না?

অনুগত ভৃত্যের ওপর, এ আপনার অন্যায় দোষারোপ ছোট-মা। আমার সাধ্য কি আপনাকে নিষেধ করি? কিন্তু আপনার নিরাপত্তার দায়িত্ব যে, আমার কি ভয়ঙ্কর······

তীক্ষ্নস্বরে বাধা দিয়া কল্যাণী কহিল, তবে শুনুন। আজ বিকালে আমি তপুকে নিয়ে একটু বেড়াতে যাবো, সে সময়ে যেন অনর্থক গোলমাল করবেন না আপনি। এই বলিয়া কল্যাণী কোন কথা শুনিবার জন্য তিলমাত্র অপেক্ষা না করিয়া দ্রুতপদে প্রাসাদের ভিতর চলিয়া গেল।

পার্বতীবাবু কয়েক মুহূর্ত গম্ভীর মুখে সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার মুখে এক অদ্ভুতজাতের হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি অস্ফুটকণ্ঠে একবার কহিলেন, মাত্র দু'টো দিন, মাত্র দু'টো দিন, আচ্ছা!

ইহার পর পার্বতীবাবু দ্রুতপদে প্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

—তের—

শ্রীমতী কল্যাণীকে গম্ভীর মুখে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া, আনন্দময়ী উদ্বিগ্নকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, অমন মুখ ভার ক'রে বসে আছিস যে, কলি? কি হয়েছে, দিদি?

কল্যাণী মৃদু হাসিয়া কহিল, কিছুই হয়নি তো, দিদা।

হয়নি! বাঁচলাম, ভাই। দুষ্টু ছেলে তপু, আমাকে এমন ভয় দেখিয়ে দিয়েছিল! বলে, দিদির সঙ্গে দাড়ীওলা বুড়োটার ঝগড়া হয়েছে। লোকটা ভারি দুষ্টু। আমাদের বেড়াতে যেতে দিলে না। এই বলিয়া আনন্দময়ী এক মুহূর্ত কল্যাণীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, কি হয়েছিল রে?

কল্যাণী প্রশ্নের উত্তর না দিয়া কহিল, মামাবাবুকে যদি একবার এখানে আসবার জন্যে লিখি, তিনি কি আসতে পারবেন না, দিদা?

আনন্দময়ীর মুখে উদ্বেগের ছায়া পড়িল। তিনি কহিলেন, কেন, কি হয়েছে?

ঠিক বুঝতে পারছিনে, দিদা। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, যেন কোথাও কিছু গুরুতর গোলযোগ বেধেছে। মামাবাবু যদি একবার এসে বেড়িয়ে যান, তা' হ'লে আমার সব ভাবনা দূর হয়, দিদা। এই বলিয়া কল্যাণী ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া

পুনশ্চ কহিল, আচ্ছা দিদা, ম্যানেজারবাবুকে তুমি কতদিন থেকে জানো?

কল্যাণীর মুখের দিকে চাহিয়া, আনন্দময়ী কহিলেন, সে তো একালের কথা নয়, বোন। তোর মা যখন তোকে রেখে স্বর্গে গেল, তোর বাপ তখন এই খুনেরচর প্রাসাদে বাস করতে এলেন। সেই সময়ে আমি তোকে নিয়ে এই বাড়ীতে বহুদিন বাস করে গেছি, কলি। ম্যানেজার পার্বতীবাবু, বহু পুরাণো কর্মচারী। ওঁকে, তোর বাপ খুব বিশ্বাস করতেন। কিন্তু একথা কেন, কলি?

কল্যাণী কহিল, উনি খুব বিশ্বাসী লোক, না?

আনন্দময়ী সশ্রদ্ধস্বরে কহিলেন, বিশ্বাসী যদি না হ'তেন, তবে এমন দায়িত্ব কি ওঁর হাতে তোর বাবা দিতে পারতেন, দিদি!

আনন্দময়ীর কথা শুনিয়া, কল্যাণীর মন বহুল পরিমাণে হাল্কা হইয়া উঠিল। সে নীরবে ভাবিতে লাগিল। আনন্দময়ী কিছু সময় অপেক্ষা করিয়া পুনশ্চ কহিলেন, হয়েছে কি বলতো? ওঁর নামে কেউ কি অভিযোগ করেছে?

কল্যাণী সংক্ষেপে কহিল, হাঁ, দিদা।

আনন্দময়ী গম্ভীর মুখে কহিলেন, কিন্তু আমি বলি কি, কলি, বিশেষভাবে প্রমাণ না পেয়ে, যেন ওঁর মনে কোন আঘাতের হেতু হয়োনা, দিদি। বহু পুরাতন কর্মচারী, ওঁর হাতেই সর্বস্ব—তোমার। অবনীও ওঁকে খুব বিশ্বাস করে।

এক, কথায় উনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে তোমায় যে-অনিষ্ট করতে পারেন, তা' ভাবতেও ভয় পাই আমি।

আনন্দময়ীর স্বরে শঙ্কার আভাষ মূর্ত হইয়া উঠিল। তিনি ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, ওঁর নামে কে অভিযোগ করেছে, কলি ?

কল্যাণী চিন্তিতস্বরে কহিল, অনেকে, দিদা।

আনন্দময়ী কিছুসময় নীরবে রহিলেন। পরে কহিলেন, নয় অবনীকেই একবার আসবার জন্য পত্র দে, কলি। সে এসে দেখে শুনে যাক্ একবার। নইলে আমরা দু'টী নারীতে শুধু বসে বসে ভেবে মরা ছাড়া, আর বিশেষ কিছুই করতে পারব না।

কল্যাণী চিন্তিতস্বরে কহিল. কিন্তু তিনি কি আসতে পারবেন এসময় ? তাঁর কারবারের ক্ষতি হবে হয় তো !

আনন্দময়ী দৃঢ়স্বরে কহিলেন, সেজন্য আমাদের ভাবিত হবার প্রয়োজন নেই, দিদি। আচ্ছা, আমিই তা'কে আসবার জন্য চিঠি লিখ্ছি।

এই বলিয়া আনন্দময়ী কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন, এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তপন চোখে মুখে উত্তেজনা মাখিয়া প্রবেশ করিয়া কহিল, উঃ, কি মজাই হয়েছে দিদি !

কল্যাণী চাহিয়া দেখিল, তপনের মুখ লাল ও ঘর্মাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। কল্যাণী উদ্বিগ্নমুখে কহিল, রোদ্দুরে ছুটাছুটি করা হচ্ছিল বুঝি ? এস এদিকে। এই বলিয়া একটা

তোয়ালে দিয়া তপনের মুখ ও সারা অঙ্গের ঘাম মুছাইয়া দিয়া, পাখার বাতাস করিতে করিতে পুনশ্চ কহিল, আজ যা করেছ, করেছ। কিন্তু আবার যদি এমন ক'রে রোদ্দুরে ঘুরে বেড়াও, তা' হ'লে ভারি রাগ করব আমি, তপু।

তপন মৃদু মৃদু হাসিতেছিল, কহিল, বা রে! আমি বুঝি তাই করছিলুম!

কল্যাণী বিস্মিত হইয়া কহিল, তবে কি কর্‌ছিলে?

তপন নতস্বরে কহিল, আগে, বলো, তুমি রাগ কর্‌বে না?

কিছু দুষ্টুমি কাজ করেছ বোধ হয়? কল্যাণী প্রশ্ন করিল।

তপন ঘাড় নাড়িয়া অস্বীকৃতি জানাইয়া কহিল, না, না, না। এই বলিয়া সে একবার চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টিপাত করিয়া পুনশ্চ কহিল, ভারি ভদ্রলোক, দিদি। উঃ, কি ভালই না বাসলেন আমাকে!

কল্যাণী বিস্মিত হইয়া কহিল, ভদ্রলোক আবার কোথা থেকে এল, তপু?

অকস্মাৎ তপন গম্ভীর হইয়া কহিল, না, বল্‌ব না। তুমি রাগ কর্‌বে। এই বলিয়া কি ভাবিয়া অকস্মাৎ অহেতুক উৎসাহে কহিল, আচ্ছা, দিদি, তোমাকে সকলে এত ভয় করে কেন?

কল্যাণী হাসিয়া ফেলিল। কহিল, সকলে, কে শুনি?

তপন কহিল, হাঁ, করে। সুবিনয়বাবুও করেন। পাছে তোমার কাছে বলি, এই ভয়ে তিনি বারবার আমাকে বল্‌লেন,

দেখো ভাই, তপুধন, দিদির কাছে যেন আমার কথা বোলো না। তা' হ'লে আমাকে তিনি এখান থেকেও দূর ক'রে দেবেন, যেমন তোমাদের বাড়ী থেকে দিয়েছিলেন। এই বলিয়া তপন গম্ভীরমুখে চাহিয়া পুনশ্চ কহিল, কেন দিদি, তোমাকে সবাই ভয় করে ?

কল্যাণী সস্মিতমুখে কহিল, তুমি করো না ?

একটুও না। তোমার মত ভালবাস্তে, কে জানে শুনি ? এই বলিয়া তপন সহসা গম্ভীর হইয়া উঠিল। পুনশ্চ কহিল, না, দিদি, লক্ষিটি, সুবিনয়বাবুর ওপর তুমি রাগ কোরো না।

কল্যাণী উৎকণ্ঠিতস্বরে কহিল, কে, তিনি ?

তপন খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। লজ্জিত স্বরে নতমুখে কহিল, আমি বল্তে পার্ব না।

কি বল্তে পারবে না ? কল্যাণী উদ্বিগ্নকণ্ঠে প্রশ্ন করিল।

তপন দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া হাস্যমুখে কহিল, আমার যে লজ্জা করে, দিদি।

তপনের কথা বুঝিতে না পারিয়া, কল্যাণী উদ্বেগ চাপিয়া কহিল, কোথায় গিয়েছিলে তুমি ?

তপন কহিল, বেড়াতে, দিদি।

ইহার পর কল্যাণী প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া অবগত হইল যে, তাহার সহিত ভ্রমণে যাওয়া হঠাৎ বন্ধ হওয়ায়, তপন, এক অবসরে স্বয়ং সকলের অলক্ষ্যে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, এবং বেড়াইতে বেড়াইতে নদীতীরে উপস্থিত হইয়াছিল। সেখানে

বসিয়া, সে যখন নদীর স্রোতের দিকে এবং নদীতে ভাসমান নৌকাপুঞ্জের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল, সে সময়ে, যে ভদ্রলোক কিছুদিন পূর্বে কলিকাতার বাড়ীতে তাহার দিদিকে বিবাহ করিবার জন্য দেখিতে গিয়াছিলেন, এবং যাঁহাকে দিদি, খুব বকিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিলেন, তিনি তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহার নাম সুবিনয়বাবু। সুবিনয়বাবু, তাহাকে কত যত্ন করিলেন, আদর করিলেন, কত কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। অবশেষে তাঁহার বিষয় কাহাকেও এবং বিশেষ করিয়া তাহার দিদিকে না বলিবার জন্য বারবার অনুরোধ জানাইয়া, তাহাকে একটি লোকের সঙ্গে কাছারী বাটীর নিকট অবধি পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন।

কল্যাণীর কৌতূহল নিবৃত্ত হইলে, সে গম্ভীরমুখে কহিল, আর কখনও তাঁর কাছে যেয়ো না, তপু।

তপন অতিমাত্রায় দুঃখিত হইয়া কহিল, আমি যে বলেছি দিদি আবার যাবো ?

না যেতে পাবে না। তা' ছাড়া এখন থেকে তোমাকে একা কোথাও যেতে দেওয়া হবে না। কি দস্যিছেলেই না তুমি হয়েছ! আমার কথা শুনলে তো? কল্যাণী গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করিল।

তপন মুখ বিষণ্ণ ও চোখ নিচু করিয়া, দক্ষিণে মাথা একটু হেলাইয়া কহিল, বুঝেছি।

চৌদ্দ

দিদি, কল্যাণীর হাত হইতে মুক্তি পাইয়া, তপন এক পরিচারিকার হাতে গেল। সে তাহাকে স্নান করাইয়া, অন্য পরিচারিকার হাতে দিলে, সে তপনকে লইয়া পাচিকা, বামুন-মা'র হাতে পৌঁছাইয়া দিল।

তপন আহারান্তে, দ্বিপ্রহর বিশ্রাম-কক্ষে পুনরায় দিদির হেপাজতে উপস্থিত হইল। অপরাহ্নে নিয়মিত পাঠ সমাপনান্তে যখন, পল্লীর মুক্ত উদার আকাশ ও পাগল করা বাতাস ডাকা-ডাকি করিয়া শাসনবদ্ধ শিশুমন অস্থির করিয়া তুলিতেছিল, তখন অকস্মাৎ কল্যাণীর মুখে ভ্রমণে যাইবার আহ্বান বাহিরে আসিয়া, প্রবল উত্তেজনায় তাহাকে আনন্দমুখর করিয়া তুলিল। সে উচ্চকণ্ঠে কহিল, তোমার কিচ্ছু ভয় নেই, দিদি। আমি তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবো।

তপনের হাত ধরিয়া, কল্যাণী যখন কাছারী বাড়ীর ফটকের নিকট উপস্থিত হইল, তখন কোন দিকে কোন প্রতিবন্ধক না দেখিয়াও, তাহার গতি আপনা হইতেই স্তব্ধ হইয়া পড়িল।

ফটকের দারোগানগণ কর্ত্রীকে দীর্ঘ অভিবাদন করিয়া সুবৃহৎ ফটক মুক্ত করিয়া দিল ও একান্তে সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া রহিল।

কল্যাণী চকিতে একবার কাছারী বাড়ীর অভিমুখে চাহিল, কিন্তু সেখানেও নিরুদ্বেগ কর্মব্যস্ততা পরিলক্ষিত হওয়ায়, সে তপনের হাত ধরিয়া অপেক্ষাকৃত দ্রুতপদে ফটক অতিক্রম করিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

কিছুদূর অগ্রসর হইয়াও তখন কল্যাণী কোন বাধা দেখিতে পাইল না, তখন প্রাতঃকালের ঘটনা স্মরণ হইয়া তাহাকে অপরিসীম লজ্জায় অভিভূত করিয়া ফেলিল।

কল্যাণী এই ভাবিয়া লজ্জিত হইল যে, সে সম্পূর্ণ অহেতুক হেতুতে মন বিষাক্ত করিয়া, বহু পুরাতন ও বিশ্বস্ত এবং শ্রেষ্ঠ কর্মচারীকে অযথা সন্দেহে অপমানিত করিয়াছে। কল্যাণী মনে মনে স্থির করিল, প্রথম সুযোগ প্রাপ্তিমাত্রেই সে, তাহার রূঢ় ব্যবহারের জন্য পার্বতীবাবুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া লইবে।

কল্যাণীর মন যখন এই সব চিন্তায় ব্যাপৃত ছিল, তখন সে জানিতে পারিল না, যে ফটক অতিক্রম করিবার অব্যবহিত পরেই চারিজন সশস্ত্র দারোয়ান, গোমস্তা নরহরির সহিত তাহার পশ্চাদনুসরণ করিতেছে।

তপন অনর্গল বকিয়া চলিতেছিল। কিন্তু কোন প্রশ্নের জবাব বা কোন অভিমতের সমর্থন না পাইয়াও, তাহার উক্তির আর বিরাম ছিল না।

কল্যাণীর মন যখন স্বচ্ছ, সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া উঠিল, তখন সে শুনিল, তপন বলিতেছে, নদীর ধারে যাবে যে, দিদি ?

কল্যাণী কহিল, বেশীদূর যাবো না, ভাই।

তপন, দিদির কথা শুনিয়া, হাসিয়া উঠিল। কহিল, দূর আবার কোথায়? ওই তো, নদী দেখা যাচ্ছে। উঃ, কি বড়ো নদী, দেখ্‌ছ দিদি?

কল্যাণীর চোখ জুড়াইয়া গেল। নদীতীরের প্রাকৃতিক শোভা, সত্যই মনোহর। নদীর অপর তীরে, সীমাহীন মুক্ত মাঠের শোভা অবর্ণনীয়। পল্লীর আকাশ-বাতাসে, পথে-প্রান্তরে, যে অপূর্ব মন ভুলানো গন্ধ ভরা থাকে, পল্লীগ্রামের অনেক কিছু কালের-কোলে বিলীন হইয়া গেলেও, তাহা আজও তেমনি অম্লান রহিয়া গিয়াছে।

কল্যাণী মুগ্ধদৃষ্টিতে চাহিতে চাহিতে নদীর দিকে অগ্রসর হইতে হইতে কহিল, তুমি সকালে এখানে এসেছিলে তপু? সুবিনয়বাবু ঐ নদী তীরে তোমার কাছে এসেছিলেন?

তপন একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, কিন্তু বুঝিতে না পারিয়া সন্দিগ্ধস্বরে কহিল, না, দিদি।

কল্যাণী কিছুসময় নীরবে থাকিয়া কহিল, হাঁরে তপু, একটা মাতালের সঙ্গে কথা বল্‌তে তোর ঘৃণা হ'ল না?

তপনের ভ্রূ কুঞ্চিত হইল। সে কল্যাণীর মুখের উপর চাহিয়া কহিল, মাতাল কাকে বলে, দিদি?

কল্যাণী প্রশ্নের জবাব না দিয়া কহিল, আর কখনও সে সব লোকের সঙ্গে কথা বলো না, তপু। বুঝেছ, ধন? সে আমাদের সঙ্গে ভীষণ শত্রুতা কর্‌ছে কি না! এই বলিয়াই

কল্যাণীর মনে উদয় হইল, যে এই অবসরে সে বিরিঞ্চি সাহার সহিত একবার দেখা করিয়া সত্য কাহিনী জানিয়া লইতে পারে কি না! কিন্তু কি উপায়ে তাহা সম্ভব হইবে, বা হইতে পারে, সে তাহা ভাবিয়া পাইল না। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া কল্যাণীর মনযোগ আকৃষ্ট হইল যে, তপন সারাপথ অনর্গল বকিয়া যাইতেছে। সহসা তপন, কল্যাণীর হাত হইতে আপন হাত মুক্ত করিয়া লইয়া, করতালি ধ্বনি করিয়া বলিয়া উঠিল, দিদি, দিদি, এই দেখ, আমরা নদীর ধারে এসে পড়েছি।

কল্যাণীর দু'টী চক্ষু পলক ফেলিতে গেল। খরস্রোতা কলকল ধ্বনিতে বাধাবন্ধহীন উদ্দাম গতিতে বহিয়া চলিয়াছে। এই মনোরম পট ভূমিকায় কল্যাণীর মন অকারণে বিষাদিত হইয়া উঠিল। সে ইহার কোন সঙ্গত হেতু অনুসন্ধান করিয়াও পাইল না।

কল্যাণী দুই চক্ষু ভরিয়া ভরা-নদীর দুর্দামবেগের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার মনে এই কথাটাই বারবার উদয় হইতে লাগিল যে, ইহাকেই বলে, স্বাধীনতা। ইহাকেই বলে, অধিকার। এতটুকুও বাধাবন্ধন সহিতে পারে না। দুর্বার তেজে সকল প্রতিবন্ধক চরণতলে দলিত পেষণ করিয়া আপনার অধিকারে দীপ্যমান হইয়া ছুটিয়া যাওয়া! অকস্মাৎ কল্যাণীর দুইচক্ষু জ্বালা করিয়া উঠিল। সে একবার চকিতে চারিদিকে চাহিয়া লইয়া, দুই করতল একত্র করিয়া তটিনীর

উদ্দেশে নমস্কার করিল। তাহার মন কি প্রার্থনা করিল, তাহা তাহারও নিকট তখন স্পষ্ট রহিল না।

এক সময়ে কল্যাণী বিস্মিত হইয়া দেখিল, যতদূর দৃষ্টি চলে কোন স্থানেই জনমানবের চিহ্ন পর্যন্ত নাই। সে গ্রামে দশহাজার নর-নারী বাস করে, সেই গ্রামের পথ, নদীর তট এরূপ জনশূন্য হইতে পারিল কি করিয়া, সে কিছুতেই বুঝিতে পারিল না। অবশেষে কল্যাণী কৌতূহল দমন করিতে অসমর্থ হইয়া, তপনকে জিজ্ঞাসা করিল, হাঁ-রে তপু, তুই যখন সকালে এখানে এসেছিলি, তখন কোন লোকজন দেখিস নি, ভাই ?

তপন একমুহূর্ত নীরবে থাকিয়া প্রাতঃকালের কথা স্মরণ করিবার চেষ্টা পাইল। তাহার পর উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল, ওরে বাবা! কত লোক যে আমার নাম জিজ্ঞাসা করেছিল, দিদি কত লোক যে আমার পিছনে এসেছিল, আমাকে বিরক্ত করেছিল, তুমি যদি দেখ্‌তে তো রাগ কর্‌তে। শেষে তুমি যে বরকে পছন্দ করোনি······

মধ্যপথে ধমক দিয়া কল্যাণী কহিল, ওসব অসভ্য কথা বল্‌তে নেই, তপু।

তবে কি বলব তাঁকে ? তপন প্রশ্ন করিল।

ভদ্রলোক বল্‌বে, নামের শেষে বাবু বলে ডাক্‌বে। এই বলিয়া কল্যাণী যতদূর দৃষ্টি যায় একবার চাহিয়া লইয়া আপনাকে যেন আপনি কহিল, তবে এসময়ে কেউ নেই কেন কে জানে!

তপন এক সময়ে উচ্চকণ্ঠে কহিল, দিদি দিদি, ঐ দেখ, কেমন একটা সুন্দর নৌকা এদিকে আস্‌ছে।

কল্যাণী দেখিল, একখানি সুন্দর বজরা স্রোতের মুখে তীরবেগে ভাসিয়া আসিতেছে। সে ভাবিল, হয় তো কোন সৌখীন ব্যক্তি নদীপথে কোথাও গমন করিতেছেন। সে কহিল, চল তপু, ওদিকটা একটু বেড়িয়ে আসি।

তপন তখন সুন্দর বজরা দেখিতেছিল। তাহার জীবনে এমন বস্তু কখনও সে দেখে নাই। সুতরাং সবিনয় মিনতিস্বরে কহিল, আর একটু বসো দিদি, তোমার পায়ে পড়ি, লক্ষিটি! এই বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ভাল করিয়া বজরাটি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

বজরাটি নিকটে আসিয়া পড়িলে, কল্যাণী দৃষ্টি ফিরাইয়া অন্যদিকে চাহিয়া রহিল। কারণ সেখান হইতে বজরার উপরিস্থ ব্যক্তিগণকে দেখা যাইতেছিল। কল্যাণী এই ভাবিয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিল যে, বজরাটি তাহাদের অতিক্রম করিয়া ভাসিয়া যাইলেই, সে তপনকে লইয়া উঠিয়া পড়িবে।

এমন সময়ে তপন উল্লাসধ্বনি করিয়া বলিয়া উঠিল, দিদি, দিদি, সেই ভদ্রলোক আস্‌ছেন!

কল্যাণী ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দৃষ্টি ফিরাইয়া চাহিতে যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার মন যুগপৎ বিস্মিত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। সে দেখিল, বজরাটি তটের নিম্নে বাঁধিয়া, বজরার

মালিক পূর্বদৃষ্ট শোভাবাজারের জমিদার-তনয়, তাহারই দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে।

কল্যাণী একবার চিন্তা করিল, সে চলিয়া যাইবে, কিন্তু পরক্ষণেই এই ভাবিয়া মন দৃঢ় করিল যে, লোকটার কি বলিবার আছে শুনিবে, তাহার পর তাহার ধৃষ্টতার উপযুক্ত পুরস্কার দিয়া তবে প্রত্যাবর্তন করিবে।

জমিদার সুবিনয় অল্পদূর ব্যবধানে দাঁড়াইয়া মৃদু হাস্যমুখে নমস্কার করিয়া কহিল, আজ আমার তুচ্ছ মহাল আপনার পদার্পণে ধন্য হ'ল, কল্যাণী দেবী।

কল্যাণীর দুই ভ্রূ বিশেষরূপে কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। সে পূর্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, আপনার উক্তির অর্থ?

সুবিনয় শান্তকণ্ঠে কহিলেন, আপনি দয়া ক'রে যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন, ওটা বলিদানপুরের সীমানা। তা'ই আমি ধন্য হয়েছি।

আপনাকে ধন্য করবার জন্য আমি এখানে সময় নষ্ট করিতে আসি নি। আমারই ভুল হয়েছে। এই বলিয়া তপনের দিকে চাহিয়া কল্যাণী কহিল, এস তপু, আমরা যাই।

তপন, একদৃষ্টে সুবিনয়ের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, দিদির আহ্বানে মনক্ষুণ্ণ হইয়া সে সকাতর দৃষ্টিতে, সুবিনয়ের দিকে একবার চাহিয়া, কল্যাণীর হাত ধরিয়া দাঁড়াইল।

সুবিনয় ম্লানকণ্ঠে কহিল, আপনি আমার ওপর হেতুহীন কারণে ক্রুদ্ধ হয়েছেন। কিন্তু দয়া ক'রে একটু অপেক্ষা

করুন। আমি যে-ভয় ও বিপদ বরণ ক'রে নিয়ে এই সুযোগ-টুকু লাভ করেছি, তা' হয়তো আপনি কোন দিনই বুঝবেন না। আমার দু'একটা কথা আছে। বেশী দেরী হবে না।

কল্যাণী, সুবিনয়ের মুখের দিকে চাহিয়াছিল। এই ভাবিয়া তাহার বিস্ময় বর্ধিত হইল যে, যে যুবকটিকে সে কলিকাতায় দেখিয়াছিল, ও কঠিন মন্তব্য করিয়া বিতাড়িত করিয়াছিল, ইনি যেন সে ব্যক্তি নহেন। কল্যাণী কহিল, শুনলাম, আপনি আমার বিরুদ্ধে আমার দুর্দান্ত, অবাধ্য প্রজাদের ক্ষেপিয়ে তুলছেন। কিন্তু আপনাকে সাবধান ক'রে দেওয়া আমার কর্তব্য ভেবে, আপনাকে জানাচ্ছি, যে আপনি ও-সব কিছুতে থাকবেন না। কারণ আপনার ঐ তুচ্ছ শক্তি নিয়ে, আমার সঙ্গে লড়্তে সক্ষম হবেন্ না। ফল হবে, আপনার সর্বস্বান্ত হওয়া। এই বলিয়া কল্যাণী চাহিয়া দেখিল, তাহার কথা শুনিয়া যুবকের মুখ হাস্যোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। সে অকস্মাৎ কুপিত হইয়া পুনশ্চ কহিল, হাসবেন না। হাস-বার কথা আমি কিছুই বলি নি।

সুবিনয় সস্মিতমুখে কহিল, আমি তো হাসি নি, কল্যাণী দেবী? আমি আনন্দিত হয়েছি। আমি কি ভাবছি জানেন, যে আপনার অতি ধূর্ত ম্যানেজার, সত্যই একজন অসাধারণ বুদ্ধিমান ব্যক্তি। নইলে আপনার মত বিদুষী নারীর দৃষ্টি ও মন এমন ক'রে আচ্ছন্ন কর্তে পারে?

কল্যাণী বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া কহিল, তার মানে?

সুবিনয় একবার তাহার পিছন দিকে চাহিয়া কি যেন নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। কল্যাণী তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখিল, অনতিদূরে কয়েকজন দুষমন আকৃতির লোক বৃহৎ বংশদণ্ড স্কন্ধে করিয়া প্রাণহীন মূর্তির মত তাহাদের দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। অকস্মাৎ কল্যাণী ভীত হইয়া শঙ্কিতস্বরে কহিল, ওরা কারা? ওখানে ওরা অমন ক'রে দাঁড়িয়ে আছে কেন?

সুবিনয়, কল্যাণীর কম্পিতস্বর শ্রবণ করিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল, ভয় নেই আপনার। ওরা আমার বিশ্বস্ত অনুচর। পাছে আমার কথা বলার কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয়, তা'ই এই সাবধানতাটুকু অবলম্বন করেছি।

কল্যাণী রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, এসব আপনি কি বলছেন?

সুবিনয় কয়েক মুহূর্ত নতনেত্রে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কহিল, আচ্ছা, একটা প্রশ্নের জবাব দিন আমার? এই যে পথ, নদীর তট শ্মশান ভূমির মত এমন জনশূন্য দেখছেন, আপনার মনে কোন সন্দেহ জাগরিত করেনি?

কল্যাণী পলকহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, কেন বলুন তো?

সুবিনয় কহিল, সেই কথা বল্‌বার জন্যই আমি এসেছি, কল্যাণী দেবী। পাছে আপনার সঙ্গে কোন প্রজার সাক্ষাৎ হ'য়ে যায়, আপনি সমস্ত সত্য সংবাদ অবগত হন, এই ভয়ে পার্বতীবাবু, সমস্ত পথ জনশূন্য ক'রে, দুইশত লাঠিয়াল

পাহারায় রেখেছেন। কিন্তু তিনি হিসাবে একটা ভুল করে বসেছেন। নদীপথ বন্ধ করেন নি। খুব সম্ভবত একথা তাঁর মনে উদয় হয় নি যে, আমার মত হতভাগা কোন লোক এতখানি অসমসাহসিক হ'তে পার্‌বে।

কল্যাণী অর্ধেক কথা বুঝিল, বাকি অর্ধেক বুঝিল না। সে বিহ্বল-দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, কিন্তু কেন? তা' ছাড়া একথা শোনাবার জন্য আপনারই বা এত মাথা ব্যথা কেন?

সুবিনয়ের মুখে পলকের জন্য বেদনার আভাষ পরিস্ফুট হইয়া মিলাইয়া গেল। তিনি কহিলেন, যেমন সব কথা সকলের বোঝ্‌বার প্রয়োজন হয় না, তেমনি, আপনি আমার মাথাব্যথার ইতিহাসও নেই বা বুঝ্‌লেন? আচ্ছা, থাক্। এই বলিয়া সুবিনয় উৎকণ্ঠিত মুখে অদূরে অপেক্ষমান লাঠিয়ালদিগের দিকে চাহিয়া সহসা দ্রুতকণ্ঠে কহিলেন আর সময় নেই, এইবার আপনি যান। পার্বতীবাবু জানতে পেরেছেন, এখানে কিছু গোলযোগ ঘটেছে। হাঁ, একটা কথা শুনুন, আপনি খুব সাবধানে থাকবেন। আপনার দারুণ বিপদ আসন্নপ্রায়—এই বলিয়া সুবিনয় পিছন ফিরিয়া দেখিল, তাঁহার দারোয়ানগণ হাত নাড়িয়া তাঁহাকে বজরায় যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিতেছে ও দ্রুতবেগে ছুটিয়া আসিতেছে। সুবিনয় পুনশ্চ দ্রুতকণ্ঠে কহিল, আজ আর সময় হ'ল না, কল্যাণী দেবী। ছ'জন দারোয়ান দু'শোর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে

শুধু মর্‌তে পারে, আর কিছু পারে না। আর এক কথা, আপনার রেভিনিউ দাখিল হ'য়েছে?

কল্যাণী ভীতকণ্ঠে কহিল, ও কথা কেন?

সুবিনয় কহিল, আমি চললাম, কল্যাণী দেবী। যদি সুযোগ ও সুবিধা পাই, তবে আবার শীঘ্র দেখা হবে। আপনি সংবাদ নিন, আপনার ষ্টেটের রেভিনিউ দাখিল···কথা শেষ হইবার পূর্বেই, সুবিনয় দৌড়াইয়া গিয়া বজরায় উঠিল এবং বজরার লোকেরা বজরা খুলিয়া দিয়া দাঁড় টানিতে লাগিল। বজরা তীরবেগে নদীবক্ষে ভাসিয়া চলিল।

কল্যাণীর কর্ণে একটা দুর্বোধ্য চীৎকার ধ্বনি উঠিয়া তাহাকে চমকিত ও ভীত করিয়া তুলিল। সে দেখিল, গোমস্তা নরহরির পশ্চাতে বহু লাঠিধারী ব্যক্তি হল্লা করিতে করিতে ছুটিয়া আসিতেছে।

তপন ভয় পাইয়া কহিল, আমার ভয় পাচ্ছে, দিদি।

ভয় কি ধন, আমি রয়েছি ত! এই বলিয়া কল্যাণী মুখ তুলিয়াই সম্মুখে নরহরিকে আভূমি নত হইয়া অভিবাদন করিতে দেখিয়া, তাহার উদ্দাম বক্ষস্পন্দন কিয়ৎ পরিমাণে শান্ত হইলেও, সে কোন কথা বলিতে না পারিয়া নির্নিমেষ-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

নরহরি উদ্বেগভরা স্বরে কহিল, ছোট-মাকে অপমান করেনি তো, জুয়াচোর, মাতাল?

কল্যাণী জবাব দিতে পারিল না। সে অতিমাত্রায় বিস্মিত

হইয়া চাহিয়া রহিল দেখিয়া, নরহরি পুনশ্চ কহিল, ওই যে লোকটা ছুটে বজরায় উঠে পালালো, ঐ লোকটা বলিদানপুরের মাতাল, নষ্টচরিত্র জমিদার, ছোট-মা। আপনি বেড়াতে এসেছেন, খবর পেয়ে দুরাচার ডাকাতের দল নিয়ে এসেছিল। শুধু ম্যানেজারবাবুর জন্য আপনার কোন অনিষ্ট করতে পারলে না। ভগবান, করুণাময়! যদি আমাদের খবর পেতে আর একটা মিনিটও বিলম্ব হ'তো, তা' হ'লে— আর যে ভাবতে পারিনে, ছোট-মা? এই বলিয়া নরহরি কল্পিত-অশ্রু মুছিবার জন্য অঞ্চলপ্রান্ত শুষ্ক চক্ষুতে চাপিয়া ধরিল।

তপু কিছু বলিতে যাইতেছিল, কল্যাণী বাধা দিয়া কহিল, এস তপু, আমরা যাই।

কল্যাণী অগ্রসর হইল। দুইশত লাঠিধারী ব্যক্তি পথ ছাড়িয়া দিয়া সসম্ভ্রমে সরিয়া দাঁড়াইল। কোনদিকে না চাহিয়া কোন কথা না বলিয়া, কল্যাণী যখন সদর ফটকে প্রবেশ করিল, তখন দেখিল সেখানে হাস্যমুখে পার্বতীবাবু দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।

পার্বতীবাবু সস্মিতস্বরে কহিল, বেড়ানো হ'ল, ছোট-মা? কোন অসুবিধা হয়নি তো, মা?

কল্যাণী দুর্বোধ্য-কণ্ঠে কি কহিল, সে নিজেই বুঝিতে পারিল না। সে অপেক্ষাকৃত দ্রুতপদে অন্দর মহলের উদ্দেশে গমন করিতে লাগিল।

—পনের—

গম্ভীরস্বরে পার্বতীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন কথাবার্তা হয়েছিল ?

নরহরি বিষণ্ণ মুখে কহিল, কিছুই বোঝা গেল না, হুজুর। এই বলিয়া সে কিছু চিন্তা করিবার প্রচেষ্টা করিয়া পুনশ্চ কহিল, এ ঠিক যেন, সেই এক চক্ষু হরিণের মত অবস্থা ঘটে গেল, হুজুর। যেদিক থেকে কোন বিপদের সম্ভাবনা এক মুহূর্তের জন্যও মনে উদয় হয় নি, বিপদ এল, ঠিক সেদিক থেকেই।

পার্বতীবাবু নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, আরে রাখো তোমার, উপমা। আমি জানতে চাই, কত সময় এই লোকটা ওর কাছে ছিল, আর কি-কথা হয়েছিল ?

নরহরি মুখভাব বিষণ্ণ করিয়া কহিল, অনুমান করা ভিন্ন দ্বিতীয় উপায় দেখিনে, হুজুর।

তুমি কিছুই দেখ না, নরহরি। তুমি শুধু ভাবছো, কেমন ক'রে নিজের ভুঁড়ি আরও মোটা করতে পারবে। এই বলিয়া অস্থির পদে পার্বতীবাবু কক্ষময় পায়চারী করিয়া ফিরিতে লাগিলেন।

নরহরি এক সময়ে ধীরস্বরে কহিলেন, ও মাতালটা আর কি জানে যে বল্‌বে, হুজুর ? ওর মদের দেনা কি করে মেটাবে, এই চিন্তাতেই না-কি দিনরাত অস্থির আছে শুনি।

পার্বতীবাবু কহিলেন, তুমি এমন অনেক কিছু শোনো, যা' আদৌ সত্য নয়, এমন অনেক কিছুই জানো, যা'র আদৌ অস্তিত্ব নেই। আমি জিজ্ঞাসা করি স্থলপথ অবরুদ্ধ দেখে লোকটা নদী পথে সেখানে এসেছিল কেন?

নরহরি উপেক্ষাভরে কহিল, আমার মনে হয়, হুজুর, এটা সম্পূর্ণ আকস্মিক ব্যাপার। হয়তো নদী দিয়ে যেতে যেতে ছোট-মাকে বসে থাকতে দেখেছিল, আর নষ্টচরিত্র, মাতাল উৎসাহিত হ'য়ে বজরা ভি ড়িয়ে আলাপ করবার চেষ্টায় ছিল।

এই কৈফিয়ৎ পার্বতীবাবুর মনে কিছু পরিমাণে সঙ্গত বলিয়া ধারণা হইল। তিনি কিছু সময় নীরব থাকিয়া কহিলেন, যা' হ'বার হয়েছে, এখন শোনো, নরহরি। আজ সোমবার, আগামী বুধবার রেভিনিউ দাখিলের শেষ দিন। তারপর নূতন নিয়ম অনুযায়ী পূরা একটা মাস সময় টাকাটা পরিশোধের জন্য দেওয়া হ'য়ে থাকে। এই সময়টা আমাদের সর্বরকমে সতর্ক থাকৃতে হবে। বুঝেছ তুমি?

নরহরি মুখভাব গম্ভীর করিয়া কহিল, এসব কথা যদি না বুঝি, তবে এতদিন……

চুপ কর। এই বলিয়া পার্বতীবাবু বাধা দিলেন, কহিলেন, আনন্দময়ী দেবী, অনাদিবাবুকে আসবার জন্য যে জরুরী পত্রখানা পাঠাইয়াছিলেন, তা আমি নষ্ট ক'রে ফেলেছি। সুতরাং রেভিনিউ দাখিলের দিনে কিছুমাত্র গোলযোগের সম্ভাবনা নাই। বুঝেছ, নরহরি?

বুঝেছি, হুজুর। নরহরি বলিল।

হাঁ, শোন। তারপর এই একটা মাস। এই মাসটা কোনরকমে একবার কাটিয়ে দিতে পারলে,—বুঝেছ? এই বলিয়া পার্বতীবাবু ঠোঁটের কোণে একটু হাস্য করিলেন।

প্রাঞ্জলভাবে বুঝেছি, হুজুর। নরহরি ভক্তিগদগদ স্বরে নিবেদন করিল।

পার্বতীবাবু কহিলেন, তুমি যে দু'টো তালুক চেয়েছ, তা' পেয়েছ ব'লেই মনে করো। তারপর—হাঁ, তারপর বিরিঞ্চি সা'র খবর কি বলো?

নরহরির সবিনয় ভাব মুহূর্তের ভিতর দূর হইয়া গেল। সে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া কহিল, ত'ার আবার খবর কি, হুজুর? সে ভেবেছিল, একবার ছোট-মা'কে এখানে টেনে আনতে পারলেই' কেল্লা ফতে ক'রে দেবে। কিন্তু বাছাধন ঘু-ঘু দেখেছে, ফাঁদ তো দেখেনি! হুঁ, বাবা, এ আর যা'র তা'র সঙ্গে বুদ্ধির যুদ্ধ নয়।

পার্বতীবাবু কহিলেন, চুপ করো। তোমার ওই একটা মস্ত দোষ নরহরি, যে কোন একটা কথা আরম্ভ ক'রেই, একেবারে হাল ছেড়ে দাও। হাঁ, শোনো। বিরিঞ্চি না-কি ওই মাতাল জমিদারটার ওখানে ঘন ঘন যাতায়াত আরম্ভ করেছে?

তাই তো শুনছি, হুজুর। নরহরি গম্ভীর হইয়া পুনশ্চ কহিল, কিন্তু তা'তেই বা আমাদের এত ভয় কিসের শুনি?

না, ভয় নেই। এই বলিয়া পার্বতীবাবু কয়েক মূহূর্ত চিন্তা করিয়া কহিলেন, আমাদের এইসব গোপন কথা, তুমি তো অন্য কোথাও গল্পছলে ব'লে বেড়াও না, নরহরি ?

নরহরির মুখে বেদনার চিহ্ন পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। সে ক্ষণকাল নতমুখে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কহিল, হুজুরের মুখে আমি এমন কথা প্রত্যাশা করি নি। হুজুরের গলার যে-দড়ির ফাঁস নিজের গলায় প'রে, আমি হুজুরের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছি, সেই ফাঁসে টান দিয়ে নিজেকেও কাবার করব, এতবড়ো হস্তীমূর্খ নরহরি আচার্যি নয়, হুজুর।

নরহরির উপমা শুনিয়া পার্বতীবাবু অকস্মাৎ কুপিত হইয়া উঠিয়াও আপনাকে সংযত করিলেন, আমি খুসী হয়েছি, নরহরি। যেটুকু ভয় আমার মনে উঁকি মারছিল, তা এবার দূর হ'য়েছে। এই বলিয়া পার্বতীবাবু কিছু সময় চিন্তামগ্ন থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, আচ্ছা এই মাতালটার দিক থেকে কোন বিপত্তি বা বাধা আশঙ্কা করা চলে কী ?

নরহরি বুঝিতে না পারিয়া কহিল, কা'র কথা বল্ছেন, হুজুর ?

পার্বতীবাবু পুনরুক্তি না করিয়া বলিতে লাগিলেন, দেশে এত শত্রুপক্ষ থাকতে, একা ঐ মাতালটাই কয়েকজন লাঠিয়াল সঙ্গে নিয়ে, ছোট-মা'র সঙ্গে দেখা করতে গেল কেন ? আর কি ক'রেই বা সে······এই অবধি বলিয়া তিনি সহসা উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং বিস্মিত নরহরির দিকে চাহিয়া পুনশ্চ

কহিলেন, তুমি এক কাজ করো, নরহরি। বিরিঞ্চি সা'কে ডাকবার জন্য পেয়াদা পাঠাও। ব'লে পাঠাও যে, আমি ছোট মার আদেশে তা'র সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই। বিশেষ প্রয়োজন আছে।

নরহরি কিছুমাত্র উৎসাহ না দেখাইয়া কহিল, তা পাঠাচ্ছি, হুজুর। কিন্তু কোন কাজ হবে না।

তা'র মানে? পার্বতীবাবু গর্জিয়া উঠিলেন।

নরহরি শান্তকণ্ঠে কহিল, সে আসবে না হুজুর।

আস্‌বে না! পার্বতীবাবু রাগে ফাটিয়া পড়িলেন, কহিলেন ভাল মুখে না আসে, বেঁধে নিয়ে আসবে, এই আমার হুকুম। যাও, জারী করো।

নরহরি একটু হাসি গোপন করিয়া ধীরে ধীরে অফিস কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল! এমন সময়ে একজন প্রাসাদের ভৃত্য প্রবেশ করিয়া কহিল, ছোট-মা, হুজুরকে একবার স্মরণ করেছেন।

পার্বতীবাবু গম্ভীরস্বরে কহিলেন, যাও, আমি আস্‌বো।

—ষোল—

তপন বলিতেছিল, আচ্ছা দিদি, এখানে কেউ আমাদের বাড়ীতে আসে না কেন?

কল্যাণী বুঝিতে না পারিয়া কহিল, কাদের কথা বল্‌ছ, তপু?

সবার কথাই বল্‌ছি, দিদি, এই তো সেদিন পথে এত ছেলে দেখ্‌লুম, কৈ কেউ তো বাড়ীতে আসে না! কেন আসে না, দিদি?

কল্যাণীর মন ভাল ছিল না। তাহা হইলেও সে শিশুমনের জিজ্ঞাসা মিটাইতে, যা-তা' বলিয়া শিশুর মন কুসংস্কারমুক্ত করিতে কিছুতেই পারিল না। কহিল, আমরা যে জমিদার ধন।

তপন কয়েক মুহূর্ত স্থিরদৃষ্টিতে কল্যাণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। পরে কহিল, তবে, জমিদার হ'লে কেন দিদি?

তপনের কথা বলিবার শঙ্কিত ভঙ্গিতে, কল্যাণী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাসি থামিলে, শিশু ভাইটিকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, তুমি কি জমিদার হ'তে চাও না তপু?

তপন প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়া কহিল, কখ্‌খনও না। আমি সবার সঙ্গে বেড়াতে চাই, খেলতে চাই, দিদি।

কল্যাণী সহসা অন্যমনস্ক হইয়া গেল। কহিল, তাই কোরো, ধন।

তপন কহিল, আচ্ছা, দিদি, এখানকার লোকগুলো অমন ক্লাউনের মত মুখ ক'রে থাকে কেন ? ওরা কি হাস্‌তে জানে না ?

কল্যাণী কহিল, জানে বই কি, ভাই।

জানে ! তবে হাসে না কেন ? এই বলিয়া তপন কিছুকাল এদিক ওদিক করিয়া কল্যাণীর নিকটে ফিরিয়া আসিয়া পুনশ্চ কহিল, কিন্তু তিনি বেশ লোক, দিদি।

কল্যাণী চিন্তিতমুখে কহিল, কে তপু ?

তপন কল্যাণীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, তুমি আমার কথা শুন্‌ছ না, দিদি ?

শুন্‌ছি বই কি ধন। কি বল্‌ছ তুমি ? কল্যাণী জোর করিয়া মন চিন্তামুক্ত করিয়া তপনের দিকে চাহিল।

তপন কহিল, উনিও তো জমিদার, দিদি ?

কে, তপু ? কল্যাণী প্রশ্ন করিল।

ওই যে, তিনি, ভদ্রলোক ? যিনি তোমার সঙ্গে অত কথা সেদিন বল্‌লেন ? তপন অপেক্ষাকৃত উচ্চস্বরে কহিল।

কল্যাণী নতস্বরে কহিল, বেশ লোক, ভাই।

আমি একবার তাঁ'র কাছে যাবো, দিদি ? তপন জিজ্ঞাসা করিল।

কল্যাণী ভীতকণ্ঠে কহিল, না, না, ধন, অমন কাজটি করিসনে ভাই।

কেন, দিদি ? তিনি তো আমাকে খুব ভালবাসেন ! এই বলিয়া তপন অনুনয়ের স্বরে পুনশ্চ কহিল, আমি যাবো, দিদি ?

এমন সময়ে পার্বতীবাবু মৃদুশব্দে দুইবার কাশিয়া আপন উপস্থিতি জানাইয়া দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

কল্যাণী সচকিত হইয়া, তপনকে একধারে বসিতে বলিয়া কহিল, আসুন পার্বতীবাবু।

কি সংবাদ, ছোট-মা ? এই বলিয়া পার্বতীবাবু সম্মানিত ব্যবধান রাখিয়া উপবেশন করিলেন।

কল্যাণী কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়া প্রথমেই কহিল, আজ বোধ হয়, মামাবাবু আসবেন। ষ্টেশনে পাল্কী-বেহারা পাঠাবার বন্দোবস্ত করবেন পার্বতীবাবু।

পার্বতীবাবুর মুখে মৃদু হাসি খেলিয়া গেল। তিনি কহিলেন, কোন্ ট্রেণে তিনি আস্ছেন, ছোট-মা !

কল্যাণী চিন্তিতমুখে কহিল, তা' কিছু জানান নি। আপনি এগারোটার গাড়ী দেখ্‌বার জন্য পাল্কী আর লোক পাঠান।

তাই হবে, ছোট-মা। এই বলিয়া পার্বতীবাবু ঈষৎ অনুযোগের স্বরে পুনশ্চ কহিলেন, এই আদেশ জানাবার জন্যই আমাকে স্মরণ করেছেন, ছোট-মা ?

কল্যণী কঠিন-দৃষ্টিতে চকিতের জন্য পার্বতীবাবুর মুখের দিকে একবার চাহিয়া কহিল, অন্য জরুরী কথাও আছে, পার্বতীবাবু।

আদেশ করুন, মা? এই বলিয়া পার্বতীবাবু একবার মুখ তুলিয়া চাহিয়া মুখ নত করিলেন।

কল্যাণীর কর্ণে, পার্বতীবাবুর কণ্ঠস্বরে স্পষ্ট বিদ্রূপ আভাষ ধ্বনিত হইল। কিন্তু সেদিকে দৃকপাত না করিয়া কহিল, রেভিনিউ দেবার শেষ তারিখ কবে, পার্বতীবাবু?

পার্বতীবাবু ঈষৎ চমকিত হইয়া মুখ তুলিয়া একবার চাহিতেই, তাঁহার দৃষ্টির সহিত কল্যাণীর তীক্ষ্ণ ও তীব্রদৃষ্টি একত্র হইয়া গেল। তিনি জোর করিয়া সকল দুর্বলতা মুছিয়া ফেলিয়া কহিলেন, সে সবের জন্য আপনার কিছু চিন্তা করবার নেই, মা।

কি ক'রে জানলেন, পার্বতীবাবু? এই বলিয়া কল্যাণী ক্ষণকাল উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিয়া, পুনশ্চ কহিল, কবে শেষ দিন, পার্বতীবাবু?

পার্বতীবাবু বুঝিলেন, এই সময়ে সামান্যতম দুর্বলতাও বিপজ্জনক হইবে। তিনি জোর করিয়া হাসিয়া কহিলেন, রেভিনিউ দাখিল করা হ'য়ে গেছে, ছোট-মা। আজই শেষদিন।

আজই! কল্যাণীর মাথায় যেন বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে নিজেকে সংযত করিবার জন্য কিছু সময় লইয়া পুনশ্চ কহিল, রেভিনিউ নিয়ে কে গেছেন?

পার্বতীবাবু ঈষৎ বিরক্তকণ্ঠে কহিলেন, আপনি তো সকল কর্মচারীকে চেনেন না, ছোট-মা। অনর্থক সময় নষ্ট করছেন আপনি।

কল্যাণী সহজকণ্ঠে কহিল, সকল কর্মচারীকে এতদিন চিনিতাম না বলে যে, বর্তমানে ত'ার প্রয়োজন নেই, এমন তো কোন কথা হ'তে পারে না, পার্বতীবাবু? আমার জমিদারী সম্বন্ধে, আমার প্রশ্নের সোজা উত্তর দেওয়া কি আপনার পক্ষে কষ্টকর হয়, পার্বতীবাবু?

পার্বতীবাবু চমকিত হইলেন। তিনি আপন ক্রোধ দমন করিবার জন্য কিছু সময় লইয়া কহিলেন, জমিদারী আপনার যেমন সত্যি, আমরাও যে আপনার ভৃত্য মাত্র, তা' তেমনি ঠিক। কিন্তু স্বর্গত কর্তা যা'র ওপর সর্বস্ব সমর্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত হ'য়ে যেতে পেরেছিলেন, বর্তমানে আমি কি এই কথাই ভাব্‌ব, ছোট-মা, যে আপনার দ্বারায় তা' রক্ষা করা আর সম্ভব হচ্ছে না?

কল্যাণী কহিল, কিছু জানতে চাওয়ার নাম যদি ঐ হয়, তবে আমি নিরুপায়, পার্বতীবাবু। যাক্, এ বিষয় নিয়ে আমি আপনার সঙ্গে কোন তর্ক করিতে চাই না। শুধু যে লোক রেভিনিউ দাখিল করতে গেছেন, তিনি এলে একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে পাঠিয়ে দেবেন।

যথা আদেশ, ছোট-মা। আপনার আর কিছু আজ্ঞা আছে? পার্বতীবাবু মৃদু হাস্যমুখে প্রশ্ন করিলেন।

কল্যাণী কহিল, না। আপনি আসতে পারেন।

পার্বতীবাবু বাহির হইবার জন্য উদ্যত হইয়াই ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, এবং বার দুই কাশিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া

কহিলেন, একটা কথা জানিয়ে রাখি ছোট-মা। আপনার অধীন ভৃত্য কোন দিন স্কুল-কলেজের বিদ্যে পায় নি সত্যি, কিন্তু জমিদারী চালিয়ে মাথার প্রায় সব চুলগুলিই পাকিয়ে ফেলেচে। কোন বিষয় সম্বন্ধে কোন কিছু অভিমত প্রকাশ করবার পূর্বে যদি, একবার আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রে নেন, তবে অনর্থক অশান্তির সৃষ্টি হয় না। তা'ছাড়া এতদিন যদি নিশ্চিন্ত থেকে প্রতারিত হ'য়ে না থাকেন, তবে ভবিষ্যতেও কেন যে তা' চলবেনা, আমি তো ভেবে পাইনে, ছোট-মা!

পার্বতীবাবু অহেতুক হাস্যে মৃদু মুখর হইয়া উঠিলেন। কল্যাণী কহিল, গত রাত্রে আমি যে অনুরোধ জানিয়েছিলাম, তা'র জবাব এখনও পাইনি, পার্বতীবাবু?

পার্বতীবাবু হাসিয়া কহিলেন, অনুরোধ নয় ছোট-মা আদেশ। কিন্তু এখন পর্যন্ত আমি সব সুবিধা অসুবিধার কথা বিবেচনা ক'রে উঠ্‌তে পারিনে, মা। একে তো বিরিঞ্চি সা'র মত দুর্দান্ত প্রজা, আপনার মহালে আর দ্বিতীয় নেই। তার ওপর ওই মাতাল জমিদারটার সঙ্গে মিলে যে-দলটি পাকিয়ে তুলেছে, সে-ক্ষেত্রে হঠাৎ সব মোকর্দমা তুলে নিলে ফল কি দাঁড়াবে, কতখানি ক্ষতি আপনার হবে, এই সব বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা না ক'রে, আমি তো সম্মত হ'তে পারিনে, ছোট-মা।

কল্যাণী অসহ ক্রোধে অস্থির হইয়াও, শান্তকণ্ঠে কহিল, আমার ইচ্ছা সত্বেও?

হাঁ, ছোট-মা, আপনার আদেশ সত্ত্বেও। এই বলিয়া পার্বতীবাবু ভয়াবহ হাস্যে বিকৃত হইয়া উঠিলে। তিনি পুনশ্চ কহিলেন, শিশু আগুনের রক্তবর্ণ শিখা দেখে ধরবার জন্য ব্যাকুল হ'য় বলেই যে তা'কে পিতা-মাতা নিষেধ করবেন না, অসম্মতি জানাবেন না, এমন অস্বাভাবিক ইচ্ছা আপনার মত বিদুষী মেয়ের মনেও যে উঠ্‌তে পারে, বিস্ময়কর নয় কি, ছোট-মা ?

কল্যাণী বিরক্তস্বরে কহিল, তা' হ'লে এই আপনার অভিমত ?

পার্বতীবাবু উদার হাস্যে কহিলেন, না, মা, অতটা উতলা হবেন না আপনি। আমি সব দিক বিশেষ বিবেচনা সহকারেই এই সিদ্ধান্ত করেছি। কারণ আমার দীর্ঘজীবনে বর্তমানের মত জটীল, উত্তেজক, সমস্যাপূর্ণ পরিস্থিতি আর কখনও হয় নি, ছোট-মা। সুতরাং……

কল্যাণী, অকস্মাৎ তপনের হাত ধরিয়া কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল। পার্বতীবাবুর হাস্য তাহাকে উন্মাদ করিয়া তুলিয়াছিল।

পার্বতীবাবু ক্ষণকাল হাস্যমুখে সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, ধীরে ধীরে বাহির হইয়া পড়িলেন।

—সতের—

তপন কাছারী বাড়ীর সম্মুখে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। এক সময়ে সে আর প্রলোভন দমন করিতে না পারিয়া বাহির হইয়া পড়িল। তাহার প্রতি কাহারও দৃষ্টি ছিল কি না, তাহা জানিতে পারা গেল না।

তপন যখন দেখিল, তাহাকে ফটকের দারোয়ানগণ পর্য্যন্ত বাধা দিল না, বা কোন প্রশ্ন করিল না, তখন সে মনের আনন্দে নদীতটের পথ ধরিয়া একরূপ ছুটিয়া চলিতে লাগিল।

পথে বহুলোক এই পরম সুন্দর শিশুটির দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল। তাহারা জানিয়াছিল, যে এই বালকটি বর্তমান-কর্ত্রীর মাতুল সম্পর্কে ভাই হয়। সুতরাং তাহার সহিত কথা বলিবার সাধ জাগিলেও সাধ্য ছিল না।

তপন পাকুড়গাছের তলায় আসিয়া দেখিল, একটি ভদ্রলোক বসিয়া রহিয়াছেন। সে উৎফুল্ল মুখে, তাহাকে সুবিনয় ভাবিয়া চীৎকার করিয়া কহিল, সুবিনয়বাবু, আমি এসেছি।

যিনি বসিয়াছিলেন, তিনি মুখ ফিরাইলেন। তাঁহার মুখ দেখিয়া তপনের প্রফুল্ল মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিল। কিন্তু যুবকটির মুখ আলোকিত হইয়া গেল। তিনি কহিলেন, এস তপু, আমি তোমার জন্যেই বসে আছি, ভাই। এখানে এস।

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তপন চাহিতে চাহিতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া কহিল, কে আপনি? আমাকে ডাক্‌ছেন কেন?

কে আমি? আমি তোমার বন্ধুর বন্ধু, তপু। তা' হ'লে তোমারও বন্ধু। এই বলিয়া যুবকটি চাহিয়া দেখিলেন, তখনও তপনের মুখভাব পরিষ্কার হয় নাই। তিনি পুনশ্চ কহিলেন, আমাকে সুবিনয়বাবু পাঠিয়েছেন এখানে। আমি তাঁর সঙ্গে কলকাতা থেকে এখানে এসেছি—আগেই বলেছি, তাঁর বন্ধু আমি। আমাকে নরেশবাবু বলে ডাক্‌বে। এইবার বুঝেচ তপু?

তপন অকস্মাৎ জলের মত সব বুঝিয়া ফেলিল। সে কহিল, ও হো, ভাই আপনি আমার জন্যে বসে আছেন? কেন, আমাকে নিয়ে কি করবেন?

নরেশ হাসিয়া কহিল, তোমার দিদি এলেন না?

তপন ম্লানমুখে কহিল, না।

কেন এলেন না, ভাই? নরেশ সস্নেহ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল।

তপন কোন বিস্তারিত ইতিহাস অবগত ছিল না। সে ভাবিয়া বলিল, আমার দিদি, সুবিনয়বাবুকে দু'চক্ষে দেখ্‌তে পারেন না কি-না! উনি যে মদ খান। তা'ই না দিদি রাগ করেন!

নরেশ মৃদু হাস্যমুখে কহিল, তোমার দিদির বকুনি খেয়ে, তিনি মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন, ভাই।

তপন অকস্মাৎ উল্লসিত হইয়া, প্রবলবেগে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া কহিল, সত্যি বল্ছেন ?

হাঁ, ভাই। তা' ছাড়া আমি তো মিথ্যা কথা বলি না। এই বলিয়া নরেশ মৃদু হাস্য করিল।

—কখ্খনও বলেন না ?

—না, কখ্খনও বলি না।

তপন সবিস্ময়ে ক্ষণকাল নরেশের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, ছেলেবেলায় যখন বাগানে কাঁচা আম চুরি ক'রে খেতেন, তখনও বলেন নি ?

এইবার নরেশ এক গুরুতর পরিস্থিতির ভিতর নিক্ষিপ্ত হইল। সে কহিল, এতদিন পরে অত পুরাণো কথা কি মনে থাকে, ভাই ?

তপন তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া কহিল, না, থাকে না।

নরেশ ক্ষণকাল দ্বিধাগ্রস্থ থাকিয়া কহিল, তোমার দিদি যে আজ বেড়াতে এলেন না, তপু ?

তপন মুখ গম্ভীর করিয়া কহিল, দিদি আর আস্বেন না।

কেন আসবেন না, ভাই ?

হেতুটি তপনও সঠিক জানিত না। কহিল ম্যানেজারবাবুর ওপর দিদি রাগ করেছেন। আমারও এত রাগ ধরে !

নরেশ কিছুই বুঝতে না পারিয়া কহিল, দিদি রাগ করেছেন কেন ?

তপন গম্ভীরমুখে কহিল, আমার দিদি অমন কারুকে ভয়

করেন না। ম্যানেজারবাবুকে আজ কি কম বকা বকেছেন! লোকটা ভাল নয়, না?

নরেশ কহিল, একদম খারাপ লোক, তপন। তোমার দিদিকে চুপি চুপি বোলো যে, সুবিনয়বাবু তাঁকে অনুরোধ করেছেন, তিনি যেন খুব সাবধানে থাকেন।

তপন অসম্মত হইয়া কহিল, সুবিনয়বাবুর কথা বল্‌লে, দিদি রেগে যাবেন। তা'র চেয়ে আপনি বলেছেন—আমি বল্‌ব।

এমন সময়ে দুইজন দারোয়ানের সহিত প্রাসাদের একজন ভৃত্য আসিতেছে দেখা গেল। নরেশ ব্যস্ত হইয়া কহিল, আমি এখন যাই, ভাই। কাল আবার এসো। কেমন?

তপন কিছু বলিবার পূর্বেই নরেশ নদীগর্ভে ভাসমান বোটের উপর উঠিয়া বসিল, এবং পরমূহুর্তে ছোট বোট্‌টি নদীবক্ষ মথিত করিয়া ছুটিতে লাগিল।

নরেশের অকস্মাৎ গমনে তপনের বিস্ময় তখনও কাটে নাই, ভৃত্য প্রসাদ আসিয়া কহিল, বাড়ী চলুন, তপুবাবু। ছোট-মা অত্যন্ত ভাবছেন।

তখন সচকিত হইয়া পর্যায়ক্রমে ভৃত্য ও দারোয়ানগণের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, চল।

এদিকে সুবিনয়ের কাছারী বাড়ীতে, সুবিনয় তাহার নিজস্ব কক্ষে বসিয়া বাতায়নের ভিতর দিয়া স্ফীত নদীর উদ্দাম প্রবাহের দিকে চাহিয়াছিলেন। একসময়ে দেখিতে

পাইলেন, বন্ধু নরেশ ফিরিয়া আসিতেছে। সুবিনয়ের মনের ও দেহের জড়তা যুগপৎ কাটিয়া গেল। অনতিকাল পরে নরেশ কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র তিনি কহিলেন, সুসংবাদ শুভ? কল্যাণীদেবী এসেছিলেন?

নরেশ কহিল, না, তিনি আসেন নি। তপু এসেছিল।

সুবিনয়ের উজ্জ্বল মুখভাব নিষ্প্রভ হইয়া উঠিল। তিনি দ্বিতীয় প্রশ্ন না করিয়া নরেশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

নরেশ কহিল, বোধহয় ছদ্মবেশে নিষেধ-বিধি আরোপিত হয়েছে। নয় তো·····এই অবধি বলিয়া সে কথা অসমাপ্ত রাখিয়া চিন্তা করিতে লাগিল।

সুবিনয় আপন মনে কহিলেন, রেভিনিউ দাখিলের জন্য, মাঝে মাত্র একটি দিন আছে—এর মধ্যে আর কি হ'তে পারে!

নরেশ কহিল, কিন্তু দাদা, আপনি কি সত্যই চিন্তা করেন যে, পার্বতীবাবু এমন একটা ভয়ঙ্কর কাজ কর্‌তে সক্ষম হবেন? যে-ব্যক্তি বিশবছর যাবৎ সুনামের সঙ্গে মনিবের সেবা করে এসেছেন, এতদিন পরে হঠাৎ তাঁ'র এমন মতিগতি হবে, ভাবতেও কি কষ্ট হয় না, দাদা?

সুবিনয় মৃদু হাসিয়া কহিলেন, তোমার কষ্ট হয় কি-না, তুমিই তা' জানো, নরেশ। কিন্তু মানবচরিত্র তখন এমন এক জটিল-বস্তু, যা'র বিশ্লেষণ করার শক্তি অন্যের আর যা'রই থাক—আমার নেই। কেন যে মানুষ একাদিক্রমে বিশবছর

যাবৎ সুনামের অধিকারী থেকে, অকস্মাৎ এক দুর্বল মুহূর্তে দুর্ণামের বন্যা বহিয়ে দেয়, কেন যে নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে ভাগ্যবান-ব্যক্তি অকস্মাৎ একদিন পশুত্বে রূপান্তরিত হয়, এ সব সূক্ষ্ম-তত্ত্বের বিশ্লেষণ-করা, তোমার আমার কাজ নয়, ভাই। কিন্তু যে সাক্ষ্য-প্রমাণ আমি পেয়েছি, তা'র বলে আমি জোর গলায় বল্‌তে পারি, যদি আগামী পরশু তারিখে কল্যাণী দেবীর ষ্টেটের রেভিনিউ দাখিল করা না হয়, তবে সূর্যাস্ত আইনের মহিমায় তিনি সর্বস্ব হারাবেন। বুঝেছ, নরেশ? একান্তপক্ষে যদি সর্বস্বও না হারাণ, তা' হ'লেও অন্যের গলগ্রহ হ'য়ে অভিশপ্ত জীবন তাঁ'কে যাপন করতে হবে।

নরেশ চিন্তিত মুখে কহিল, তাঁকে অবিলম্বে সতর্ক করা প্রয়োজন, দাদা।

সুবিনয় মৃদু হাসিয়া কহিলেন, প্রয়োজন মিটিয়েছি, নরেশ। কিন্তু কাজ হয় নি।

—তা'র অর্থ, দাদা? এই বলিয়া নরেশ একাগ্র হইয়া

সুবিনয় কহিলেন, অর্থ খুবই সোজা, ভাই। যিনি রক্ষক, তিনিই যদি ভক্ষক হন, তবে রক্ষা কর্‌বে কে? এই পার্বতীবাবু যেরূপ অপ্রতিহত-গতিতে ক্ষমতা পরিচালন করেন, তা'তে কল্যাণীদেবীর মত বালিকার পক্ষে তাঁকে প্রতিহত করা কি সম্ভব, নরেশ? কল্যাণীদেবী মাত্র অনুসন্ধান কর্‌তে পারেন যে, রেভিনিউ দাখিল করা হয়েচে কি-না? কিন্তু

তিনি যদি উত্তর পান, 'হাঁ হয়েচে', তারপর আর কি তিনি করতে পারেন, বল তো ?

এমন সময়ে দ্বারদেশ হইতে গোমস্তা চরণদাস আবক্ষ নত হইয়া অভিবাদন করিয়া কহিল, হুজুরের অনুমানই ঠিক। অনাদিবাবু আসেন নি। ষ্টেশন থেকে পাল্কী-বেহারা ফিরে এল।

সুবিনয়ের মুখে করুণ হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি ক্ষণকাল নীরবে চিন্তা করিয়া কহিলেন, বিরিঞ্চিবাবু কখন আসবেন ?

এই এলেন বলে, হুজুর। এই বলিয়া চরণদাস কাছারী বাড়ীর ফটকের দিকে একবার চাহিয়া পুনশ্চ কহিলেন, বিরিঞ্চিবাবু নানাদিক দিয়ে চেষ্টা ক'রেও, ছোট-মা'র কাছে কোন সংবাদ পাঠাতে সক্ষম হন নি। এমন কী কোন স্ত্রীলোকের পক্ষেও প্রাসাদে প্রবেশ-করা নিষিদ্ধ হয়েছে।

সুবিনয় নীরবে বসিয়া রহিলেন। অকস্মাৎ নরেশ তপ্ত হইয়া কহিল, এ-কী মগের মুল্লুক নাকি ? যা' ইচ্ছা তা'ই করবে।

চরণদাস মৃদুহাস্য গোপন করিয়া কহিল, মগের মুল্লুকেও এতটা জুলুম হয় কি-না জানিনে, হুজুর। কিন্তু পল্লীগ্রামের জমিদার আর পুলিসের কোথাও তুলনা নেই। এঁদের দ্বারা সম্ভব হয় না, এমন কোন অসম্ভব কাজও আমার জানা নেই, হুজুর।

সুবিনয় সহসা প্রশ্ন করিলেন, আমার এই মহলটাও পার্বতীবাবু কিনতে চেয়েছিলেন, না ?

চরণদাস অবনত মুখে কহিল, হাঁ, হুজুর।

হুঁ ! এই বলিয়া সুবিনয় গভীরভাবে চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

নরেশ কহিল, তোমরা তো বড় সর্বনেশে লোক, চরণদাস ?

চরণদাস মৃদু হাসিয়া কহিল, যথার্থ কথা বলেছেন হুজুর।

নরেশ পরম বিস্মিত হইয়া কহিল, যথার্থ কথা কি হে ? তুমি কি ভাবলে আমি তোমাদের প্রশংসা করছি ?

নরেশের প্রশ্নের উত্তর না দিয়া চরণদাস সহসা উৎফুল্লস্বরে কহিল, এই যে বিরিঞ্চিবাবু এসেছেন !

এসেছেন ? এই বলিয়া সুবিনয় চক্ষু চাহিয়া কহিলেন, এখানেই তাঁকে নিয়ে এস, চরণদাস।

চরণদাস দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। নরেশ কহিল, চলুন দাদা, এবার আমরা কলকাতায় ফিরি। এদেশে কোন ভদ্রলোক থাকতে পারে না। অন্ততঃ পক্ষে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি।

সুবিনয় বন্ধুর দিকে চাহিয়া মৃদুহাস্য করিলেন।
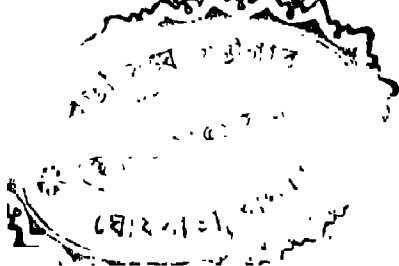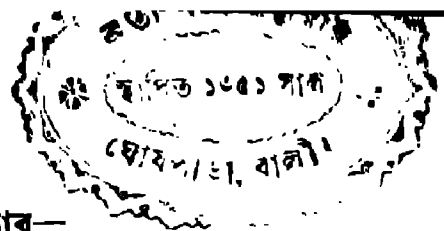
—আঠার—

বিরিঞ্চি সা উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল, 'আমাকে কাছারীতে তলপ ক'রেছেন—পার্বতীবাবু। স্বেচ্ছায় না গেল, জোর ক'রে ধোরে নিয়ে যাবার আদেশ দিয়েছেন। এখন আমি কি করি হুজুর, মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝ্‌ছিনে।

সুবিনয় ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, কি জন্য তলপ?

তা' তো জানিনে, হুজুর। বোধ হয় জোর-জবরদস্তী ক'রে কোন দলিল-পত্রে সই ক'রে নেবার ষড়যন্ত্র করেছেন। একে তো পার্বতীবাবুর মত দুরাচারকে একটা মিনিটের জন্যও বিশ্বাস করা চলে না—তার ওপর নরহরি, পাপের পূর্ণ অবতাররূপে বসে আছে সেখানে। এই বলিয়া বিরিঞ্চিবাবু চিন্তাগ্রস্থ হইয়া পড়িলেন।

সুবিনয় কহিলেন, তবে যাবেন না। কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি না—আমি। পার্বতীবাবু জানেন, যে আপনি দরিদ্র কিম্বা নিঃসহায় কোন প্রজা নন্। তবে আপনার ওপরই তাঁর এতখানি জুলুম চল্‌ছে, কোন উদ্দেশ্যে?

চরণদাস আবক্ষ মাথা মত করিয়া কহিল, হুজুর যে কলকাতায় থাকেন, তা'ই জানেন না। পল্লীগ্রামের জমিদারেরা বর্ধিষ্ণু প্রজাদেরই বেশী ভয় করে, এবং তা'দের সর্বনাশই করতে চায়।

নরেশ হাসিয়া কহিল, আমাদের চরণদাস এবিষয়ে একজন অথরিটি, দাদা।

স্থবিনয় গম্ভীরমুখে কহিলেন, আপনি এক কাজ করুন, বিরিঞ্চিবাবু। আপনি পুলিসে দরখাস্ত ক'রে, পুলিসের সাহায্য ভিক্ষা করুন। তা' হ'লেই আর কোন জোর-জুলুম আপনার ওপর করতে সাহসী হবে না।

বিরিঞ্চিবাবু হতাশার হাসি হাসিয়া কহিলেন, পুলিসের সাহায্য পাওয়াও যদি যায় হুজুর, তবে তা' এত বিলম্বে পাওয়া যাবে, যে কাজ কিছুই হবেনা। কিন্তু আমার বিপদ তেমন বেশী নয় এখন, যেমন বিপদে জমিদারের কন্যা, কল্যাণীদেবী পড়েছেন, হুজুর।

স্থবিনয়ের মুখে অত্যগ্র আগ্রহভাব ফুটিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, কি ব্যাপার বলুত তো?

রেভিনিউয়ের ব্যাপার, হুজুর। আমি বিশ্বস্তসূত্রে সংবাদ পেয়েছি, যে রেভিনিউ জমা দেওয়া হবে না। সূর্যাস্ত-আইনে মহাল নীলামে চড়বে, এবং পরে পার্বতীবাবু তাঁর স্ত্রীর নামে ডেকে নেবেন।

স্থবিনয় ম্লানমুখে কহিলেন, কত টাকা রেভিনিউ দাখিল করতে হয়?

প্রায় বিশহাজার টাকা, হুজুর। আর এই জন্যই পার্বতীবাবু এতটা খাপ্পা আমার ওপর হয়েছেন। তিনি বোধ হয় কোন সূত্রে জেনেছেন যে, আমি তাঁর কুকীর্তির ইতিহাস

জেনেছি, তা'ই আমার ওপর এই ভীষণ অত্যাচার সুরু করেছেন।

এখন উপায়? এই বলিয়া সুবিনয় হতাশা ভরা চোখে চাহিলেন।

উপায় আর কি হবে, হুজুর? সেদিন কল্যাণীদেবীকে আমার এক জ্ঞাতি-ভাই পত্র লিখে এই বিপদের কথা জানিয়েছিল, কিন্তু পত্র তো তাঁর হাতে পড়েই নি, উপরন্তু জ্ঞাতি-ভাইটির ঘর-বাড়ী-খামার সেদিন রাত্রিতে আগুন লেগে পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে। আমি নিষেধ করেছিলাম, হুজুর। কিন্তু হতভাগা আমার কথা শোনে নি। তেমনি শাস্তি পেয়েছে!

সুবিনয় গভীরভাবে চিন্তা করিতেছিলেন, কহিলেন, এ দুর্বৃত্তদলের হাত থেকে কল্যাণী দেবীকে কি রক্ষা করা যায় না?

বিরিঞ্চি বিমর্ষ মুখে কহিলেন, আমাদের সাধ্য কি, হুজুর! তা' ছাড়া যাঁ'র বিপদ, তিনিই যে আমাদের ওপর শত্রুতার ভাব পোষণ ক'রে বসে আছেন! আমি অনেক রকমে ভেবে দেখেছি, কোন পথই দেখ্‌তে পাইনি, হুজুর।

চরণদাস অস্থির কণ্ঠে কহিল, এখন আপনার বিপদ দূর হবে কোন্ পথে, সেই চিন্তা করুন, বিরিঞ্চিবাবু।

—আমি দু'দিনের জন্য কলকাতায় যাচ্ছি। একজন ভাল উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করে দেখি, বাঁচবার কোন পথ

খোলা আছে কি-না! এই বলিয়া বিরিঞ্চিবাবু সুবিনয়ের দিকে চাহিয়া পুনশ্চ কহিলেন, আপনিও আর এখানে বেশী দিন থাকবেন না, হুজুর। আপনার ওপর সুনজর নেই। আপনার তালুকটি গ্রাস করবার জন্য, পার্বতীবাবুর সাধের আর অন্ত নেই।

সুবিনয় মৃদু হাসিয়া কহিলেন, কিনতে চান্ না-কি?

বিরিঞ্চিবাবু কহিলেন, তা'তেও বোধ হয় পার্বতীবাবুর বর্তমানে আপত্তি নেই। আমি তবে আজ আসি, হুজুর।

বিরিঞ্চিবাবু নমস্কার সারিয়া বাহির হইয়া গেলেন। সুবিনয় নরেশের দিকে চাহিয়া কহিলেন, এস নরেশ, আমরা একটু ঘুরে আসি।

নরেশ উঠিয়া দাঁড়াইল। চরণদাস বাধা দিয়া কহিল, একটু অপেক্ষা করুন, হুজুর। আমি দারোয়ানদের সংবাদ দিচ্ছি।

সুবিনয় গম্ভীরমুখে কহিলেন, কোন প্রয়োজন নেই। তুমি অস্থির হয়োনা চরণদাস! নরেশের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, এস, নরেশ।

নরেশ বিস্মিত মনে সুবিনয়ের অনুসরণ করিল।

—উনিশ—

ম্যানেজার পার্বতীবাবুর অফিস কক্ষে, নরহরি দ্রুতপদে প্রবেশ করিয়া চাপা উল্লাসভরা স্বরে কহিল, কাজ ফতে, হুজুর। এবার কিন্তু গরীবকে মোটামুটি কিছু দিতে হবে।

পার্বতীবাবু গড়্‌গড়ায় তামাকু খাইতেছিলেন, হাতের নলটা টেবিলের উপর নিক্ষেপ করিয়া একাগ্র হইয়া কহিলেন, কাজ ফতে, মানে? আমাকে সব কথা বলো, নরহরি?

নরহরির মুখে হাসি লাগিয়াছিল। কহিল, যে-কাজের ভার নরহরি নেয়, হুজুর, তা' কি আর শেষ না ক'রে নিশ্চিন্ত হরিপদ ফাটা-মাথা নিয়ে টাউনের হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। পুলিসের কাছে বলেছে যে, সে আর দু'জন দারোয়ান রেভিনিউয়ের টাকা নিয়ে বর্ধমান যাচ্ছিল, পথে ডাকাতের দল, তা'র মাথা ফাটিয়ে দিয়ে, সব টাকা লুট্‌ ক'রে উধাও হয়েছে।

পার্বতীবাবু রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শুনিতেছিলেন, কহিলেন, তারপর?

পুলিস জিজ্ঞাসা করে, দারোয়ানদের কি হ'ল? তা'তে সে বলেছে, একজন দারোয়ান পা-ভেঙ্গে হাসপাতালে এসেছে, অন্যজন পালিয়েছে। এই বলিয়া নরহরি গর্বভরা দৃষ্টিতে পার্বতীবাবুর মুখের দিকে চাহিল।

পার্বতীবাবু গভীরভাবে চিন্তা করিতেছিলেন, কিছুসময় পরে কহিলেন, হরিপদকে ষোলো-আনা বিশ্বাস করা চলে তো?

হুজুর যে কি বলেন! এই বলিয়া নরহরি জিব কাটিয়া মুখভাব এমনতর করিল যে, তাহাতে এই কথাটাই বুঝাইতে চাহিল, সারা জগতের লোক অবিশ্বাসী হইতে পারে, কিন্তু হরিপদ নহে। সে পুনশ্চ কহিল, হুজুরের কি মনে নেই, এই হরিপদ একবার নিজের কপাল নিজের হাতে ছুরি দিয়ে গভীর ভাবে কেটে, থানায় গিয়ে বলেছিল যে, সাধন মণ্ডল তা'র ঘরে ডাকাতি করতে এসে তাকে ছুরী মেরে গেছে? আর আমরা এই অজুহাতেই, সাধন মণ্ডলকে দু'টী বছর জেল খাটিয়ে সায়েস্তা করি?

পার্বতীবাবু সকলি স্মরণ ছিল। তিনি ইহাও জানিতেন যে হরিপদ প্রমুখ এমন কয়েকটি নিয়মিত-বেতনভোগী, বিশ্বাসী ব্যক্তি তাঁহার প্রভুর জমিদারীতে আছে, যাহাদের সহায়তায় তিনি বহু দুর্দান্ত প্রজাকে বহুপ্রকারে লাঞ্ছনা করিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য সকল ক্ষেত্র হইতে বর্তমান ক্ষেত্রের গুরুত্ব সমধিক বিধায়, তিনি বিশেষ সতর্ক হইতে চেষ্টা করিতেছিলেন মাত্র। তিনি কহিলেন, যদি কেস আদালত অবধি গড়ায়, তা' হ'লেও ভয়ের কিছু নেই, কি বলো, নরহরি?

ভয়! নরহরি যেন আকাশ হইতে পড়িল। পরে

একমুখ হাসিয়া কহিল, ভয় আবার কাকে কর্‌তে যাবেন, হুজুর? একটা অছিলা দেখানো প্রয়োজন—তা'ই, নইলে কে না-জানে, কা'র আপ্রাণ চেষ্টা আর পরিশ্রমের ফলে আজও এই জমিদারী বজায় আছে! 'আইনত কি ধর্মত' এই সব অর্থহীন কথাগুলো ছেড়ে দিন্, হুজুর। ওসব আমাদের জন্য নয়। কিন্তু সর্বরকমে যিনি এই সম্পদ বুকের রক্ত ঢেলে বাঁচিয়ে রেখে এসেছেন, আজ তিনিই যদি দয়া ক'রে তা' গ্রহণ করিতে চান, তবে কা'র যে কি বলবার থাকে তা'ও তো বুঝিনে, হুজুর!

নরহরির উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়া পার্বতীবাবু কহিলেন, ওসব কথা রাখো, নরহরি। এখন শোনো, এই রেভিনিউয়ের টাকা-লুটের সংবাদ তো একবার দেওয়া প্রয়োজন?

নরহরি বুঝিতে না পারিয়া কহিল, কাকে, হুজুর?

পার্বতীবাবু অস্থিরকণ্ঠে কহিলেন, তোমার হুজুর-হুজুরের জ্বালায়, প্রাণ ওষ্ঠাগত হ'ল দেখ্‌ছি! এত ক'রে বলি, এখন ওসব সম্বোধন থাক্—তা' তুমি শুন্‌বে না! আগে জমিদারী আসুক, তারপর শুধু হুজুর কেন, ধর্মাবতার বল্‌লেও, আমার আপত্তি করবার কিছু থাকবে না। শোন আমি ছোট-মা'র কথা বল্‌ছি, তাঁকে তো একবার সংবাদ দেওয়া প্রয়োজন?

ছোট-মা'র নামে নরহরির মুখ শুকাইয়া গেল। সে কহিল, ওরে বাবা! ও-সব কর্ম আমার নয়, হুজুর। তাঁর মুখ মনে পড়লেই আমার পা দু'টো কাঁপ্‌তে থাকে। এই

সেদিন যখন বল্‌তে গেলাম যে, অবনীবাবু আসেন নি, খবর পাঠিয়েছেন এখন দু'সপ্তাহ আসতে পারবেন না, তখন আমার মুখের দিকে এমন আগুন-জ্বালা চোখে চেয়ে রইলেন, মনে হ'ল আমার, পেটের নাড়ি-ভুঁড়ি সব যেন পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। আপনি বরং স্বয়ং একবার চেষ্টা ক'রে দেখুন।

পার্বতীবাবু মনে মনে বিরক্ত হইয়াও নরহরিকে প্রকাশ্যে কিছু জানাইলেন না। কহিলেন, আচ্ছা, তা'ই হবে। কিন্তু এই দু'টো দিন আমাদের সর্বরকমে সতর্ক থাক্‌তে হবে, নরহরি। কাল লাট্ নীলামে চড়্‌বার পর, আমার স্ত্রীর নামে একবার ডাক্ হ'য়ে গেলে, ভাবনা আর কিছুই থাকবে না। কিন্তু তা যতক্ষণ না হচ্ছে, ততক্ষণ...

এমন সময়ে একজন কর্মচারী প্রবেশ করিয়া কহিল, বলিদানপুরের জমিদার দেখা করতে এসেছেন।

পার্বতীবাবুর মুখভাব অভূতপূর্বভাবে গম্ভীর হইয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, কে এসেছেন?

বলিদানপুরের জমিদার, সুবিনয়বাবু, আর তাঁর বন্ধু, হুজুর। কর্মচারী পুনশ্চ নিবেদন করিল।

নরহরি মুখভাব বিকৃত করিয়া নিম্নস্বরে কহিল, নিশ্চয়ই কোন কু-মতলবে এসেছে, হুজুর।

পার্বতীবাবু দ্রুত চিন্তা করিতেছিলেন, কহিলেন, আচ্ছা, তাঁদের ভিতরে নিয়ে এস। নরহরি, তুমি বাইরে অপেক্ষা করো।

নরহরি আদেশ মত বাহির হইয়া গেল এবং অবিলম্বে সুবিনয় এবং নরেশ অফিস কক্ষে প্রবেশ করিয়া, পার্বতীবাবুর দ্বারা নির্দেশিত দুইখানি চেয়ারে উভয়ে উপবেশন করিলেন।

পার্বতীবাবু কহিলেন, আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ-পরিচয়ের সুযোগ পেয়ে, কৃতার্থ হ'লাম। কিন্তু কি প্রয়োজনে এই কষ্ট স্বীকার করেছেন, হুজুর ?

সুবিনয় শান্ত স্বরে কহিলেন, আমরা কলকাতার মানুষ, বাড়ীভাড়াটাই ভাল বুঝি। এসব জমিদারীর ঝঞ্ঝাট্ পোহানো পোষায় না। বলিদানপুর মহালটাকে আমি বেচে ফেল্‌ব মনস্থ করেছি।

পার্বতীবাবু অতিকষ্টে মনের উল্লাস চাপিয়া কহিলেন, বেচে ফেলবেন, হুজুর ?

হাঁ, পার্বতীবাবু। আর একমাত্র এই কারণেই আপনার নিকট আমাদের আসতে হয়েছে। যদি সম্ভব হয়, তবে আমি আগামী-কালই কলকাতায় ফিরে যেতে চাই। আমার গোমস্তা, চরণদাস অবশ্য লেখাপড়ার কাজ সেরে আমাকে সংবাদ দিলেই, আমি আদালতে গিয়ে দলিল রেজিষ্ট্রী ক'রে দেবো।

পার্বতীবাবুর ছদ্ম-গাম্ভীর্য বজায় রাখা দুরূহ হইয়া উঠিল। তিনি মৃদু হাস্যমুখে কহিলেন, কবে বিক্রি হ'য়ে যেতে পার্‌তো, হুজুর! শুধু ওই বদমাস্ চরণদাশের জন্যই না! নইলে, কতদিন যে আমি খবর জানতে চেয়ে লোক পাঠিয়েছি,

তা'র আর সংখ্যা নেই। হাঁ, ভাল কথা, আপনি কত টাকা চান?

সুবিনয় কহিলেন, মাত্র বিশ হাজার টাকা। আর কেউ না বুঝুন, আপনি তো বোঝেন, মহালটার লোভজনক আয় কি রকম? সুতরাং আমি দরদস্তুর করতে চাইনে—আপনার সঙ্গে। ওই টাকাটা পাবামাত্র আমি কলকাতায় চলে যেতে চাই। আপনি তো প্রস্তুত আছেন, পার্বতীবাবু?

দৃশ্যত অনভিজ্ঞ যুবকটির মুখের দিকে চাহিয়া, পার্বতীবাবু কহিলেন, সব টাকাটাই অগ্রিম দিতে হবে?

হাঁ, সব টাকাটাই অগ্রিম দিতে হবে। কারণ আমি একটা গুরুতর ঝঞ্ঝাট মিটিয়ে ফেলতে চাই। তা' ছাড়া, আপনার আপত্তি হবার কোন ন্যায়সঙ্গত কারণও তো দেখতে পাইনে আমি। আমি আপনাকে একটা কাঁচা-রসিদ সই ক'রে দেব। এই বলিয়া সুবিনয় সাগ্রহে চাহিয়া রহিলেন।

পার্বতীবাবুর মনের মধ্যে তখন দ্রুত চিন্তার ঝড় বহিতেছিল। তিনি কহিলেন, এত তাড়াতাড়ি করলে কি-ভাবে আমি পেরে উঠি বলুন তো? বিষয়-সম্পত্তি খরিদ করার পূর্বে কত রকমের কত-কি দেখতে হয়, শুনতে হয়। একমাত্র এই কাজেই মাথার চুল পাকালুম, আমি সব বুঝি। যদিও টাকা আমার প্রস্তুত আছে, নিয়েও যেতে পারেন, কিন্তু কি ভাবছি জানেন? ভাবছি, এতগুলো টাকা চোখবুজে খরচ ক'রে ফেলে, পরে কোন বিপদে পড়ব না তো?

সুবিনয়ের মুখে কঠিন হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, আপনি বোধ হয় জানেন না, এই সামান্য মহাল ছাড়া আমার আরও কয়েকটা মহাল এবং কলকাতায় খান-কয়েক বাড়ী আছে। সুতরাং আপনার দেওয়া সামান্য বিশ-হাজার টাকার জন্য কিছুমাত্রও চিন্তার কারণ আপনার থাকা উচিত নয়। সে যা'ই হোক, আমি যখন বিষয় বিক্রি কর্‌তেই চলেছি, তখন আপনিই বা কি, আর বিরিঞ্চি সা'ই বা কি, আমার টাকা পেলেই হ'ল।

পার্বতীবাবু এইবার সজাগ হইয়া উঠিলেন, তিনি কহিলেন বিরিঞ্চি সা জমিদারী কিনতে চেয়েছে?

চাইবে না কেন? যা'র টাকা আছে, সেই চাইবে। সুতরাং বিস্মিত হ'বার যে তা'তে কি আছে, তা'ও তো বুঝিনে! এই বলিয়া সুবিনয় চেয়ার ত্যাগ করিবার উপক্রম করিলেন।

পার্বতীবাবু অধীর কণ্ঠে কহিলেন, বসুন। আমি মনস্থির করেছি, টাকা দেব। আপনি সন্ধ্যার পর আমার বাড়ীতে আমার সঙ্গে দেখা করবেন। সেখানেই একটা কাঁচা-লেখাপড়া ক'রে টাকাটা দিয়ে দেব আমি। কিন্তু একটা সর্ত আছে, সুবিনয়বাবু?

সুবিনয় খুসি হইয়া কহিলেন, বলুন?

এই কেনা-বেচার কথা, আপনি এখন দ্বিতীয় কোন ব্যক্তিকে বল্‌তে পাবেন না। আমাদের কোন কর্মচারীর

নিকট তো নয়ই! এমন কি নরহরিকেও—না। বুঝেছেন?

সুবিনয় গম্ভীরমুখে কহিলেন, প্রথমত বিষয় বিক্রী-করা এমন একটা দুঃখজনক কাজ যে, বিক্রেতা সাধ্যমত তা' গোপনই রাখতে চায়। সে জন্য আপনার অনিচ্ছা আমাকে সুখীই করেছে, পার্বতীবাবু। ধন্যবাদ, এখন আমরা উঠি।

পার্বতীবাবু তাঁহার সম্মানিত অতিথিদ্বয়কে বিদায় করিয়া দিয়া, নরহরিকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, আমি রাত্রি আট্‌টার সময় কাছারীতে আস্‌ব। সেই সময় ছোট-মা'কে রেভিনিউ-লুটের কাহিনী জানাবো। তোমার কিছুমাত্র চিন্তিত হবার প্রয়োজন নেই।

নরহরি মাথা চুলকাইয়া কহিল, উনি কেন এসেছিলেন, হুজুর?

উনি আবার কে? একটা কথাও কি তুমি সোজা করে বল্‌তে পারো না, নরহরি? এই বলিয়া পার্বতীবাবু বিরক্তি প্রকাশ করিলেন।

নরহরি বিস্মিত হইলেও, শান্তকণ্ঠে কহিল, আমি বলিদানপুরের জমিদারের কথা জিজ্ঞাসা করছি, হুজুর।

আচ্ছা, আচ্ছা, ওসব কথা হবে ক্রমে। আমি এখন একটু ব্যস্ত আছি, পরে সব বল্‌ব'খন। এই বলিয়া পার্বতীবাবু অকস্মাৎ কাছারীগৃহ হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন।

নরহরি নিঃশব্দে ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া, ধীরে ধীরে অফিস কক্ষ হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

—কুড়ি—

সেদিন সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্বে, কল্যাণী প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যানে তপনের সহিত বেড়াইতেছিল। প্রাসাদের বাহিরে যাওয়া, তাহারই তথাকথিত নিরপত্তার অজুহাতে রুদ্ধ হাওয়ায়, সে প্রায় বন্দিনীজীবন যাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। কল্যাণী বড়ো আশা করিয়াছিল যে, তাহার মামাবাবু আসিবেন। তিনি আসিলেই পার্বতীবাবুর সন্দেহজনক কার্যকলাপের ও ব্যবহারের জন্য সে কৈফিয়ৎ দাবী করিবে এবং প্রয়োজন বুঝিলে পার্বতীবাবুর হাত হইতে পরিচালন-ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়া অন্য হস্তে ন্যস্ত করিবে। কিন্তু কোন অনিবার্য কারণে তাঁহার আগমন সম্ভব না হওয়ায়, কল্যাণী বিষম চিন্তিত ও ভীত হইয়া উঠিয়াছিল।

সে দিন তপনের মুখে নরেশের কথিত কাহিনী শ্রবণ করিয়া, তাহার ভয় ও ভাবনার মাত্রা সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছিল। রেভিনিউ দাখিল করা, হইবে না, কেন এই ভয় তাঁহারা করিতেছেন? তাঁহারা কি পার্বতীবাবুর কোন গোপন অভিসন্ধি জানিতে পারিয়াছেন? যদি সত্যই তা'ই হয়, তবে সে ইহার প্রতিকার কিরূপে করিতে পারিবে?

এই রূপ শত শত প্রশ্ন কল্যাণী যখন আপনাকে আপনি করিতেছিল, তখন এক সময়ে তপন কহিল, তোমাকে সবাই ভয় করেন, দিদি।

কল্যাণী বিস্মিত-দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, কি বল্‌ছ, তপু?

তপন অকারণে হাসিয়া উঠিল। কহিল, সেদিন সেই যে বকেছিলে তাঁ'কে, তা'ই তিনি মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন ভয়ে। বেশ লোক! না, দিদি?

কল্যাণী বুঝিল তপন কাহার কথা বলিতেছে। সে অন্য-মনস্ক স্বরে কহিল হুঁ।

তপন কহিল, তবে চলনা দিদি, আজ নদীর ধারে বেড়িয়ে আসি? তাঁ'রা সেখানে রোজ আসেন।

কল্যাণী কহিল, না ভাই আজ থাক।

তপন ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, উনি হয় তো আমার ওপর রাগ কর্‌বেন। ভাববেন, হয় তো আমি তোমাকে কোন কথা বলি নি।

কল্যাণী মৃদু হাসিয়া কহিল, আমার ভয়ে তিনি মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন তপু?

তপন গর্বভরে কহিল, হাঁ, ভয়ে তো!

কেন ছেড়েছেন? এই প্রশ্ন করিয়া অকস্মাৎ কল্যাণী আপনার নিকট আপনি লজ্জিত হইয়া পড়িল।

তপন সোল্লাসে কহিল, নরেশবাবু বলেন, সুবিনয়বাবু তোমাকে বড্ডো ভালবাসেন। তিনি যে···

কল্যাণী আরক্ত হইয়া, ত্রস্ত হস্তে তপনের মুখ চাপিয়া ধরিয়া কহিল ছিঃ তপু, ওসব কথা বলতে নেই, ভাই।

এমন সময়ে একজন পরিচালিকা দ্রুতপদে সেখানে আসিয়া কল্যাণীকে, অধৈর্য স্বরে কহিল, ম্যানেজারবাবু আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, ছোট-মা। তাঁর কি এক অতি জরুরী কাজ আছে, আপনি শীগ্গীর আসুন।

কল্যাণী সম্পূর্ণ অকারণে সহসা কাঁপিয়া উঠিল। সে কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া শান্তকণ্ঠে কহিল, কোথায় তিনি?

আপনার অফিস, ঘরে, ছোট-মা। বল্লেন-শীগ্গীর ক'রে আপনাকে ডেকে নিয়ে যেতে। এই বলিয়া পরিচারিকা আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল।

কল্যাণী তপনের হাত ধরিয়া কহিল, আয় তপু ম্যানেজার-বাবু কি বলেন শুনে আসি।

ম্যানেজারবাবু শুষ্কমুখে অপেক্ষা করিতেছিলেন, কল্যাণী কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র আর্ত্তনাদ-স্বরে কহিলেন, সর্বনাশ হয়েছে, ছোট-মা! এইবার বুঝি সব গেল!

কল্যাণী ভীতদৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, কি হয়েছে, ম্যানেজারবাবু?

ম্যানেজারবাবু অতি কষ্টে সংযত হইয়া রেভিনিউ লুটের কাহিনী বিবৃত করিয়া পুনশ্চ কহিলেন, হরিপদর জীবনের

কোন আশাই নেই, ছোট-মা। হতভাগা নিজেও মর্‌ল—আমাদেরও মেরে গেল!

কল্যাণীর দৃষ্টির সম্মুখে তাবৎ বস্তু একেবারে লয় পাইয়া গেল। বহুক্ষণ তাহার মুখ হইতে একটিও কথা বাহির হইল না। পরিশেষে পার্বতীবাবু যখন পুনশ্চ দ্বিতীয় দফায় হা-হুতাশ করিবার উপক্রম করিলেন; তখন কল্যাণী কহিল, কত টাকা রেভিনিউয়ের জন্য প্রয়োজন?

সর্বরকমে প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা, ছোট-মা। কিন্তু জমিদার-তহবিলে পাঁচটা টাকা পর্যন্ত নেই। কি ক'রে যে এই কয়ঘণ্টার ভিতর এতটাকা সংগ্রহ হবে, সকল তালুক-মহাল রক্ষা পাবে, তা'তো আমার সামান্য বুদ্ধিতে আস্‌ছে না, ছোট-মা। এই বলিয়া পার্বতীবাবু দুই করতলের উপর মস্তকস্থাপন করিয়া বসিলেন।

কল্যাণীর কণ্ঠে হতাশ স্বর ধ্বনিত হইল, পঁচিশহাজার!

হাঁ, মা, পঁচিশ হাজার। কিন্তু কি হবে ছোট-মা? ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলবারও সময় নেই। সূর্যাস্ত-আইনে যে সব যায়, ছোট-মা! কি উপায় এখন করি বলুন? এই বলিয়া পার্বতীবাবু, কল্যাণীর উপর সকল দায়িত্ব অর্পণ করিতে চাহিলেন।

কল্যাণীর মুখে রক্ত-হাসি জমাট বাঁধিল। সে কহিল, আমাকে উপায় বল্‌তে হবে, ম্যানেজারবাবু?

পার্বতীবাবু কোমলস্বরে কহিলেন, আপনিই তো এখন

আমাদের প্রভু, ছোট-মা ? আপনি যেমন আদেশ দিবেন, ঠিক তেমনি কাজই হবে।

কল্যাণী তিক্ত-কণ্ঠে কহিলেন, আমার আদেশ মতই সব কাজ আপনি করতেন কি, যে আজ 'এই সর্বনাশের সকল দায়িত্ব আমার ওপর অর্পণ করতে এসেছেন ? জিজ্ঞাসা করি, এই রেভিনিউ না-দাখিলের অর্থ কী হ'তে পারে ?

পার্বতীবাবু ম্লানমুখে কহিলেন, মনে ভাবতেও যে তা' ভরসা পাচ্ছি নে, ছোট-মা। সূর্যাস্ত-আইনের কথা কি আপনি শোনেন নি ?

কল্যাণীর মুখে ক্রূরহাস্য ভাসিয়া উঠিল। কহিল, শুনি নি আবার! কাল সূর্যাস্তের পর থেকে এই বাড়ী, জমিদারী, জমি, জায়গা আর কিছুই আমার বলতে থাকবে না। কিন্তু এসব এবার কা'র হবে, ম্যানেজারবাবু ?

পার্বতীচরণের ছদ্ম-ম্লানিমা অন্তর্হিত হইয়া গেল। তিনি গম্ভীরস্বরে কহিলেন, আপনার উক্তির অর্থ, ছোট-মা ?

অর্থ! আপনার চেয়ে আর কে বেশী জানবে, ম্যানেজার-বাবু ? কিন্তু জেনে রাখুন, যত সহজে কাজ উদ্ধার হবে—ভেবে রেখেছেন, তত সহজে হবে না। আমাকে যে বন্দিনীর মত প্রাসাদের ভিতর রুদ্ধ ক'রে রেখেছেন, আপনি কি ভাবেন, এর অর্থ আমি বুঝতে পারি না ? এই যে প্রজাদের নামে মিথ্যে-অভিযোগ ক'রে, আমার ওপর প্রজাদের বিরূপ ক'রে রেখেছেন, আপনি কি ভাবেন, সেটুকুও আমি বুঝি না ?

কিন্তু পার্বতীবাবু, আপনি যে এই শেষ-চাল চেলেছেন, এই যে আমাকে পৈত্রিক-বিষয় থেকে আপনি বঞ্চিত করতে চলেছেন, এর ফল আমার কাছে যতই দুঃখজনক হউক না কেন, আপনার কাছেও বিশেষ লাভজনক হবে না।

কল্যাণী উত্তেজনায় হাঁপাইতে লাগিল। পার্বতীবাবু দেখিলেন, কল্যাণীর উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে কয়েকজন পরিচারিকা কক্ষের বাহিরে সমবেত হইয়াছে। তিনি অকারণ তর্কাতর্কি করিতে ইচ্ছুক না হইয়া কহিলেন, অযথা উত্তেজিত হয়েছেন, ছোট-মা। আপনি ভিতরে গিয়ে বিশ্রাম করুন। আমি দেখি অন্য কোন বন্দোবস্ত করা যায় কি-না।

পার্বতীবাবু দ্রুতপদে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

কল্যাণীর হাত ধরিয়া তপন কহিল, আমরা কলকাতায় যাই চল, দিদি। এখানে আর থাকব না আমি।

কল্যাণী একটি অল্পবয়স্কা পরিচারিকাকে আহ্বান করিয়া কহিল, রাণী তুই আমার সঙ্গে আয়।

কল্যাণী, তপনকে লইয়া অন্দরমহলে প্রবেশ করিল। পরিচারিকা-রাণী পশ্চাতে গমন করিল।

শয়নকক্ষে উপস্থিত হইয়া, কল্যাণী কহিল, বলিদানপুর কাছারীর গোমস্তার বাড়ীতে তোর বড় বোন কাজ করে বলেছিলি, না?

রাণী কহিল, হাঁ, ছোট-মা। বাবু খুব ভাল লোক। নজর খুব বড়ো।

চুপ কর্। এই বলিয়া কল্যাণী তাহাকে ধমক্ দিয়া পুনশ্চ কহিল, তুই তো এদেশেরই মেয়ে রাণী?

—হাঁ, ছোট-মা।

আচ্ছা, এখন যা। আমার একটু দরকার আছে তোর সঙ্গে—কিন্তু এখন নয়, একটু পরে আসিস্। এই বলিয়া কল্যাণী, পরিচারিকাকে বিদায় করিয়া দিল।

সেদিন রাত্রি ১০টার সময় দু'টী নারী-মূর্তি প্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া প্রাসাদ-উদ্যানে প্রবেশ করিল, এবং উদ্যানের পশ্চিমদিকে গমন করিয়া একটি গুপ্তদ্বারের নিকট উপস্থিত হইল। একটি নারী-মূর্তি নতস্বরে কহিল, সরে দাঁড়া, রাণি, আমি চাবী খুল্‌চি।

অল্পসময় পরে ক্ষুদ্র দ্বার মুক্ত হইয়া গেল এবং উভয়ে পথের উপর বাহির হইয়া পড়িল।

এখান থেকে কতদূর হবে, রাণি? কল্যাণী জিজ্ঞাসা করিল।

বেশী দূর নয়, ছোট-মা। কিন্তু আমি কি ভাব্‌চি জানেন? পাছে কাছারীর কেউ আমাদের দেখে ফেলে! আমি শুনেছি ছোট-মা, ম্যানেজারবাবু আপানাকে ঠকিয়ে জমিদার হ'তে চায়। এই বলিয়া রাণী-পরিচারিকা একবার সভয়ে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিল।

কল্যাণী কিছু বলিল না। নীরবে পথ চলিতে লাগিল।

এক সময়ে রাণী কহিল, আমাকে যদি জমিদারবাবু

জিজ্ঞেস্ করেন, কে এসেছে? তবে আমি কি বল্‌ব, ছোট-মা?

বল্‌বি, আপনার কল্যাণী আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেছে। দ্বিধাহীন কণ্ঠে কল্যাণী কহিল।

রাণীর সাহস বৃদ্ধি পাইল। সে কহিল, আপনি কি— বাবুকে চেনেন, ছোট-মা?

হাঁ, চিনি। এখন জোরে চল্। এই বলিয়া কল্যাণী দ্রুত যাইবার জন্য পরিচারিকাকে আদেশ করিল।

এমন সময়ে এক বিষম ঘটনা ঘটিয়া গেল। গোমস্তা নরহরি কাছারী হইতে তখন বাড়ী ফিরিতেছিল, দুইজন নারীকে যাইতে দেখিয়া কহিল, কা'রা যায়?

কল্যাণীর বক্ষ কাঁপিয়া উঠিল। রাণী সাহস সংগ্রহ করিয়া কহিল, আমি, গোমস্তা মশাই।

নরহরি উল্লসিত কণ্ঠে কহিল, আরে রাণী-দি' না-কি! এত রাত্রে কোথায় চলেছিস্ ভাই? সঙ্গে কে?

রাণী ব্যাপার বেগতিক হইতেছে বুঝিতে পারিয়া মরিয়া হইয়া উঠিল। ঝঙ্কার তুলিয়া কহিল, ও আবার কি কথার ছিরি গোমস্তা মশাই? সঙ্গে আমার গুরু-মা রয়েছেন। পায়ের ধুলো দিতে এসেছিলেন, বাড়ীতে পৌঁছে দিতে যাচ্ছি। গরীব বলে কি, আপনাদের মত রাজা ব্যক্তির উপহাসের যুগ্যি, বাবু?

এইবার নরহরি বুঝিল যে, যথা-সুযোগ নহে। সুতরাং সে ভদ্র স্বরে কহিল, রাগ করিস্ কেন, রাণি? ঠাকুরদা'

নাতনী সম্পর্ক হ'লে অমন দু'একটা কথা হয়েই থাকে। আচ্ছা আমি আসি।

নরহরি ভিন্ন পথ ধরিল। কল্যাণী দরদর ধারায় ঘামিতেছিল, অতি কষ্টে সংযত হইয়া কহিল, গেছে রে?

হাঁ, ছোট-মা। মুখপোড়ার মুখে আগুন। একবার কথার ছিরি দেখেছেন? এই বলিয়া রাণী নীরবে চলিতে লাগিল। এক সময়ে সে পুনশ্চ কহিল, ওমা, এই যে আমরা এসে পড়েছি! আপনি কি এখানে দাঁড়াবেন, ছোট-মা? আমি তা' হ'লে বাবুকে ডেকে নিয়ে আসি?

কল্যাণী অদূরে একটি দ্বিতল অট্টালিকার দিকে চাহিয়া কহিল, ঐ বুঝি কাছারী-বাড়ী?

—হাঁ, ছোট-মা।

—তবে যা, রাণি। বেশী দেরী করিসনে যেন। এই বলিয়া শ্রান্ত ও ক্লান্ত কল্যাণী সেইখানে বসিয়া পড়িল।

রাণী দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া গেল, এবং অনতিবিলম্বে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, না, নেই।

নেই! কি বল্‌ছিস, রাণী? কল্যাণী আকুল স্বরে প্রশ্ন করিল।

না, নেই, ছোট-মা। জমিদারবাবু আর তাঁর বন্ধু রাত্তির আটটার টেরেণে কলকাতা চলে গেছেন। চরণদাসও তাঁদের সঙ্গে গেছে। তিনি সব তালুক-মুলুক বিক্রী ক'রে চলে গেছেন। আর আসবেন না। এক নিশ্বাসে রাণী নিবেদন করিল।

কল্যাণীর চক্ষুর সম্মুখে যে আশা-দীপটি জ্বলিতেছিল, তাহা এক ফুৎকারে নির্বাপিত হইয়া গেল। বহুক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া সে আর্তস্বরে কহিল, সব বিক্রী ক'রে দিয়ে গেছেন?

হাঁ, ছোট-মা। আমাদের ম্যানেজারবাবু না-কি তাঁ'র জমিদারী কিনেছেন। রাণী কহিল।

কে তো'কে এসব বল্‌লে, রাণি? কল্যাণী প্রশ্ন করিল।

আর কে, ছোট-মা! মুখপোড়া ম্যানেজারবাবুর আধ্-পাগল ছেলেটা যে এসে কাছারী যুড়ে বসেছে। সে-ই সব কথা বল্‌লে। কিন্তু এখানে আর না, ছোট-মা। কে জানে যদি পাগলটার ঝোঁক একবার চেপে যায়, তা' হ'লে বিপদের আর শেষ থাক্‌বে না।

চল্, মা। এই বলিয়া কল্যাণী প্রাণপণ শক্তিভরে উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং সর্বআশাহত হইয়া মানুষ যেরূপ উদাসভাবে অর্থহীন গতিতে চলিয়া থাকে, তেমনি গতিতে চলিতে লাগিল।
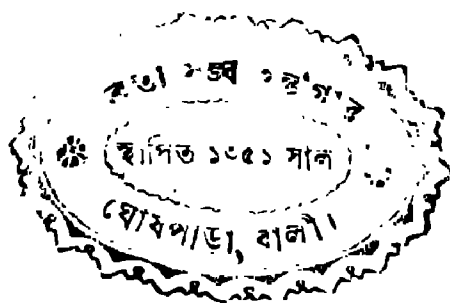
—একুশ—

গত সন্ধ্যায় সূর্যাস্ত-আইনে অনাদায়ী-মহল সকল নীলামে উঠিয়া নূতন নামে বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। অদ্য পার্বতীবাবু একটু বিশেষ রকম সাজে সজ্জিত হইয়া সুখবরের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। যদিও তাঁহার জমিদার হওয়া সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ ছিল না, তবুও তিনি প্রকাশ্যে আদেশদান এবং ঘোষণা প্রকাশ করিতে বিরত রহিয়াছিলেন।

তাঁহার দুইজন নিকট-আত্মীয় ও দুইজন অতি বিশ্বস্ত সহকারী নীলাম ডাকিতে গমন করিয়াছিল। তাহাদের ফিরিতে মাত্র দুই ঘণ্টা বিলম্ব আছে।

যদিও কাছারী-বাড়ীর সকলেই অল্পবিস্তর অবগত হইয়াছিল যে, কল্যাণী দেবীর অধিকার হইতে প্রাসাদ ও জমিদারী বর্তমানে পার্বতীবাবুর অধিকারে আসিয়াছে, তাহা হইলেও নূতন জমিদারের মুখে নিশ্চিন্ত সংবাদ শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল।

অদ্য নরহরিও একটু বিশেষ সাজে সজ্জিত হইয়াছিল। সে একসময়ে হাসিমুখে কহিল, একেই বলে পাতাচাপা কপাল, হুজুর! কেন বলে? বুঝিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, আপনি কি কোনদিন স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিলেন যে, বলিদানপুরও আপনার অধিকারে, ঠিক একই দিনটিতে আসবে?

পার্বতীবাবু মোলায়েম হাস্যের সহিত কহিলেন, মানুষ তুচ্ছ উপলক্ষমাত্র, নরহরি। সবই করুণাময়ের কৃপা। নইলে আমার সাধ্য কি, কিছু করি। কিন্তু এখন কথা তো তা' নয়? কথা হচ্ছে, এই ডেঁপো মেয়েটাকে নিয়ে কি করি? অবিশ্যি আজই যে তা'দের সকলকে কলকাতা যেতে হবে, এ আদেশ পাঠিয়ে দিয়েছি।

দিয়েছেন? সোল্লাসে নরহরি কহিল হুজুরের সুদৃষ্টি সকল দিকেই আছে। কিন্তু আর ভাবনা কিসের, হুজুর? ছুঁড়ী যেতে না চায়, গলা ধ'রে আমি বার ক'রে দেব।

পার্বতীবাবু মৃদু হাসিতে হাসিতে কহিলেন, না যায়, বাধ্য হ'য়ে শেষে তা'ই করতে হবে। কারণ আজ না-কি দিনটা খুব শুভ? তাই গিন্নী জেদ ধরেছেন, আজই প্রাসাদে প্রবেশ করতে হবে। কথাটা নিতান্ত অন্যায়ও বলেন নি। শুভদিনটা তো মানতেই হবে!

তা' আর হবে না? কি যে বলেন হুজুর! সে-সব আমি ঠিক ক'রে দিচ্ছি। কিন্তু গরীবের কথাটা তো মনে আছে হুজুর? নরহরি বিনীতস্বরে নিবেদন করিল।

পার্বতীবাবু উচ্চাঙ্গের একটু হাস্য করিয়া কহিলেন, আছে হে, আছে। তুমি ব্যস্ত হয়ো না। পার্বতী দে আর যা'ই হোক, বিশ্বাসঘাতক নয়! এই কথাটা সর্বদা মনে রেখো। যাক্, এখন কটা বাজল বল তো?

নরহরি ঘড়ি দেখিয়া কহিল, এখনও একঘণ্টা বিলম্ব আছে

হুজুর। কিন্তু আমি এদিকে নহবতেরও বন্দোবস্ত করেছি, হুজুর। যে মুহূর্তে শুভ সংবাদ নিয়ে মোটরে লোক ফিরে আসবে, সেই মুহূর্তে নহবৎ বাজাবে—আদেশ দিয়েছি। এমন একটা শুভদিনে মঙ্গলবাদ্য না-বাজা কি ভাল দেখাবে?

এমন সময়ে একজন পরিচারিকা প্রবেশ করিয়া কহিল, ছোট-মা আপনাকে স্মরণ করেছেন, ম্যানেজারবাবু।

পার্বতীবাবু অকস্মাৎ ক্রোধে যেন ফাটিয়া পড়িলেন; কহিলেন, স্পর্ধা তো কম নয়! নরহরি?

আজ্ঞে, হুজুর?

এই ঝিটাকে এখনি জবাব দাও। সব পাওনা মাইনে সরকারে বাজেয়াপ্ত করো। এই বলিয়া পরিচারিকার দিকে রক্ত চক্ষু পাকাইয়া পুনশ্চ কহিলেন, তোর ছোট-মা'র গরজ থাকে এখানে এসে নিবেদন করতে বল্‌গে যা। জানিস্, আমি কে?

পরিচারিকা মরিয়া হইয়া উঠিল। চাকুরী তো গিয়াছে, তবে আর ভয় কিসের? এই ভাবিয়া সে কহিল, তুমি কে, তা' আর জানিনে, ম্যানেজারবাবু? কিন্তু তোমারও কি ভোগ হবে ভেবেছ? একটা অনাথা মেয়েকে ফাঁকি দিয়ে, বলি কদিন আর খাবে তুমি? মরণের সময় তো ঘনিয়ে এসেছে! তবে আর কেন? এই বলিয়া পরিচারিকা ঝড়ের বেগে বাহির হইয়া গেল।

নরহরি এরূপ ভাব দেখাইতে লাগিল, যেন সে অত্যন্ত

ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, এবং সম্ভবপর হইলে পরিচারিকার মাথাটা দুই হাতে ছিঁড়িয়া লইতে চাহিতেছে।

পার্বতীবাবু কহিলেন, না, আর না। তুমি এক কাজ করো, নরহরি। এই ছুঁড়ীটাকে আর তা'র দিদিমা ও ভাইকে অবিলম্বে প্রাসাদ থেকে দূর ক'রে দাও।

নরহরি কিছু বলিবার পূর্বেই, তপনের হাত ধরিয়া কল্যাণী অফিসকক্ষে শান্ত সমাহিত মুখে প্রবেশ করিল। সে একবার পর্যায়ক্রমে দুই পাষণ্ডের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, আমি নিজেই যাচ্ছি, পার্বতীবাবু। আপনার নরহরিকে আর পরিশ্রম করতে হবে না। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছি। কথাটা এই যে, এতদিন বিশ্বস্তভাবে কাটিয়ে এসে, এই মরণ সময়ে আপনার এই দুর্মতি হ'ল কেন, পার্বতীবাবু ?

নরহরি কোন্ অবসরে অফিস কক্ষের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাকে দেখিতে না পাইয়া পার্বতীবাবু, কল্যাণীকে কহিলেন, তুমি আর এখানের কেউ নও। তোমার কোন প্রশ্নের জবাব দিতে আমি বাধ্য নই।

বাধ্য নন্ ! তা, কি আর আমি জানিনে, পার্বতীবাবু ? এই বলিয়া কল্যাণী একমুহূর্ত নীরব থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আপনিই না-হয় মানুষ আকারে পিশাচ, দানব মূর্তি ধরেছেন, কিন্তু আমার বাবার আরও বহু পুরাতন কর্মচারী রয়েছেন, তাঁরাও কি সকলে একযোগে দানবে পরিণত হয়েছেন ? কোথায় সব তাঁ'রা, পার্বতীবাবু ?

পার্বতীবাবু ক্রুদ্ধস্বরে কহিলেন, তুমি যদি ভালমুখে না যাও, তাহ'লে আমাকে বাধ্য হ'য়ে দারোয়ান ডাক্‌তে হবে। যাও বল্‌ছি !

কল্যাণীর হাতে চাপ দিয়া তপন কহিল, এস দিদি, আমরা যাই। এটা ভদ্রলোক নয়।

ফাজিল ছোক্‌রা, এখনি কানমলে কুকুরছানা বা'র করে দেব, জানিস ? এই বলিয়া পার্বতীবাবু অকস্মাৎ চেয়ার হইতে সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

কল্যাণী দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, চুপ ক'রে দাঁড়ান। কা'র গায়ে হাত দিতে আসছেন, আপনি জানেন না ! আপনার মত বিশ্বাসঘাতক, আপনার মত মিথ্যাবাদী, আপনার মত পশুর সঙ্গে কথা বল্‌তেও আমার ঘৃণা বোধ হয়।

পার্বতীবাবু চীৎকার করিয়া ডাকিলেন. নরহরি ?

নরহরি কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিল, হুজুর, ডাকছেন ?

পার্বতীবাবু কহিলেন, এই ডেঁপো মেয়েটাকে এখনি আমার সামনে থেকে নিয়ে যাও। নইলে আমি চাবুক মেরে ওকে সায়েস্তা করে দেব। এত বড় স্পর্ধা ! আমাকে বলে বিশ্বাসঘাতক, মিথ্যাবাদী ! এখনি ঘাড় ধ'রে বা'র করে দাও।

নরহরির চোখের দিকে চাহিয়া কল্যাণী ভীত হইয়া উঠিল। সে দেখিল, দুষ্টের চক্ষুতে পাপ মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। কল্যাণী দ্বিতীয় কথা না বলিয়া তপনের হাত ধরিয়া কহিল, এস তপু, আমারা যাই ভাই।

কল্যাণী কক্ষের বাহির হইয়া পড়িল।

নরহরি পৈশাচিক উল্লাসে কহিল, এমন না হ'লে জমিদার, হুজুর? কথায় বলে, যেন জমিদারের মেজাজ! তা'ই ভাবি এতদিন ভগবান আপনাকে ভুলে ছিলেন কি ক'রে!

পার্বতীবাবু কহিলেন, যাক্, পাপ বিদায় হ'ল। এখন এরা এলেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

কল্যাণী অবনত-মস্তকে যে মূহূর্তে কাছারী বাড়ীর ফটকের, নিকট উপস্থিত হইল, সেই মূহূর্তে একখানি মোটর কাছারী বাড়ীতে প্রবেশ করিল এবং মোটর হইতে দুইজন যুবক, একজন প্রবীন ভদ্রলোক ও একজন পুলিস অফিসার এবং দুইজন সেপাই অবতরণ করিল।

মোটরের শব্দে কল্যাণী, তপনের হাত ধরিয়া নতমুখে একান্তে পথ দিবার জন্য দাঁড়াইয়াছিল। সহসা তাহার কর্ণে পরিচিত ও অপরিচিত স্বর যুগপৎ প্রবেশ করিল। সে চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিল, তাহার মামা অবনীবাবু ও সুবিনয় দ্রুতপদে তাহার নিকটে আসিতেছে।

কল্যাণী কাঁপিতে কাঁপিতে সেইখানে বসিয়া পড়িল।

এ কি! কোথায় চলেছিস, কলি-মা? এমন চেহারা হয়েচে কেন, মা? অবনীবাবু, কল্যাণীর একখানি হাত ধরিয়া তাহাকে দাঁড় করাইলেন।

তপন কহিল, আমাদের ম্যানেজারবাবু তাড়িয়ে দিয়েছে, বাবা। আমরা কলকাতা চলে যাচ্ছি।

তাড়িয়ে দিয়েছে, স্কাউন্‌ড্রেল্‌! সুবিনয় গর্জিয়া উঠিল, এবং দ্রুতকণ্ঠে অনাদিবাবুর দিকে চাহিয়া কহিল, আপনি এখানে অপেক্ষা করুণ, আমি আগে দুর্বৃত্তদের গ্রেপ্তার করে আসি।

সুবিনয়, পুলিস অফিসারের সহিত কাছারী বাড়ীতে প্রবেশ করিল।

এ সব কি, মামাবাবু? কল্যাণী মুখ তুলিয়া সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল।

অনাদিবাবু প্রশ্নের উত্তর না দিয়া উদ্বিগ্ন স্বরে কহিলেন, মা কোথায়? তাঁ'কে দেখ্‌ছিনে যে, কলি মা?

কল্যাণী নতস্বরে কহিল, দু'জন ঝিয়ের সঙ্গে দিদাকে ষ্টেশনে পাঠিয়ে দিয়েছি।

অনাদিবাবু কাতর স্বরে কহিলেন, ও, ভগবান! এও আমাকে দেখ্‌তে হ'ল!

এসব কি, মামাবাবু? কল্যাণী মুখ তুলিয়া সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল।

অনাদিবাবু কহিলেন, প্রাসাদে চল্‌ মা, সেইখানেই সব শুন্‌বি।

প্রাসাদ তো আর আমার নেই, মামাবাবু। রেভিনিউ লুট হওয়ায় সব নিলাম হ'য়ে গেছে। এই বলিয়া কল্যাণী কাতর-দৃষ্টিতে চাহিল।

অনাদিবাবু কহিলেন, পাগল মেয়ে! তবে আমরা কি

জন্য এলুম, মা ? ঐ সুবিনয় মিত্তির, যিনি তোমাকে দেখ্‌তে গিয়েছিলেন, বিবাহ কর্‌বে ব'লে, আর তুমি ওকে নানা কথা শুনিয়ে দিয়েছিলে। কিন্তু সেই থেকে তোমাকে উনি এত স্নেহ করেন মা, যে মদ ছেড়েচেন, বদ্‌সঙ্গ ছেড়েচেন, তোমার বিষয় রাখবার জন্য, আপনার বিষয় বিশহাজারে বিক্রী ক'রে, বাকী পাঁচহাজার, ওঁর মা'র গহনা বন্ধক দিয়ে নিয়ে, তোমার জমিদারী রক্ষা করেছেন। ওই দেবতাই তোমার সর্বস্ব রক্ষা করেছেন মা। এমন কি পার্বতীবাবুর সমস্ত কুকীর্তির সাক্ষ্য সংগ্রহ করে, তা'র নামে মোকর্দ্দমা রুজু করেছেন এবং ওয়ারেণ্ট বার ক'রে গ্রেপ্তার করতে এসেছেন।

কল্যাণী নীরবে শুনিতেছিল, সে অতিকষ্টে অশ্রুবেগ রোধ করিয়া কহিল, উনিই এ সব করেছেন, মামাবাবু ?

হাঁ মা। সুবিনয়ই সব করেছেন। ওই উনি আসছেন। পার্বতীবাবু ও নরহরি দু'জনকেই দেখছি গ্রেপ্তার করেছেন। আয় মা, ওই মহোপকারী যুবকটীকে ধন্যবাদ দিবি। এই বলিয়া অবনীবাবু অগ্রসর হইলেন।

পুলিস অফিসারের পিছনে হাতকড়া বদ্ধ পার্বতীবাবু ও নরহরি দাঁড়াইয়াছিল। সুবিনয় কহিলেন, এখন কেমন মনে হচ্ছে, পার্বতীবাবু ? পরের টাকায় জমিদারী কিনে, নিজে জমিদার সাজায় একটু ক্লেশ ভোগ আছেই ! আচ্ছা, অপেক্ষা করুন, আপনার সঙ্গে আলাপ পরে করছি, এখন কল্যাণীদেবী কি বলেন শুনি।

কল্যাণী ঈষৎ কম্পিত পদে সুবিনয়ের সম্মুখে আসিয়া তাঁহাকে গড় হইয়া প্রণাম করিতেই, সুবিনয় কুণ্ঠিত পদে দুই-পা পিছাইয়া গেলেন। কল্যাণী দাঁড়াইয়া মুখ তুলিয়া কহিল, মামাবাবু আদেশ দিয়েছেন, ধন্যবাদ দেবার জন্য। এই বলিয়া কয়েক মুহূর্ত পলকহীন দৃষ্টিতে সুবিনয়ের শঙ্কিত ও কুণ্ঠিত মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, কিন্তু তুমি আমার জন্য এসব করবে না তো, আর কে করবে? আমি যে তোমার আশ্রয় নেবার জন্যই গত রাত্রে তোমার কাছারীতে গিয়াছিলাম ওকী, অমন করে দেখ্‌চ কী? আমাকে মার্জনা করতে পারবে গো, পারবে। এখন এস, মামাবাবুকে প্রণাম ক'রে, ওঁর আশীর্বাদ চেয়ে নিই।

সুবিনয় স্বপ্ন দেখিতেছেন, কি জাগ্রত আছেন বুঝিতে পারিবার পূর্বেই কল্যাণী তাঁহার পার্শ্বে গিয়ে দাঁড়াইল এবং উভয়ে অনাদিবাবুকে একত্রে প্রণাম করিয়া কল্যাণী কহিল, পার্বতীবাবুকে ক্ষমা না করতে পারেন, বেশ, কিন্তু আমাদের আশীর্বাদ করুন, মামাবাবু?

সুবিনয় চাহিয়া দেখিলেন, তপন, নরেশের হাত ধরিয়া তাহাদের দিকে চাহিয়া আছে। অনাদিবাবুর দিকে চাহিয়া তিনি কহিলেন, দেবী আমার মত দানবকে যখন মার্জনা করছেন, তখন······

অবনীবাবু অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, এই আশীর্বাদ করচি, তোমরা সব সময়ে সুখী হও।

কল্যাণী দেখিল, দুইজন বন্দীকে লইয়া পুলিস-অফিসার মোটরে আরোহণ করিতেছেন। সে নতমুখে চাহিয়া কহিল, আজকার এই দিনে নেই-বা ওরা দুঃখ পেলে ?

কল্যাণী কাহাকে লক্ষ্য করিয়া প্রশ্ন করিল, কেহ বুঝিলেন না। নরেশ এতক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়াছিল, সে কহিল, দেবীর ভাগ্য আর দানবের কর্মফল ফলবেই ! স্বয়ং বিধাতাও রোধ করতে পারবেন না কল্যাণীদেবী।

ওদিকে ফটকের উপর নহবৎ খানায় পূর্বাহ্নে নরহরির দেওয়া আদেশ মত নহবতে শুভ রাগিণী ঝঙ্কার দিয়া বাজিয়া উঠিল। তপন আনন্দে কলরব করিয়া উঠিল, এবং কল্যাণীর কানের নিকট মুখ লইয়া গিয়া নতস্বরে কহিল, দিদি, এইবার বুঝি তোমার সুবিনয়বাবুর সঙ্গে বিয়ে হবে ? কিন্তু আমার বন্ধু দেবদাসকে তো আনা চাই ?